জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

শুভ জন্মদিন

শাহরুখের জন্মদিনে ঠিক রাত ১২টায় শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট মুখ্যমন্ত্রীর। লিখলেন, শুভ জন্মদিন। তোমার প্রতিভা বিচ্ছুরিত হোক ভারতীয় সিনেমায়

কমবে বৃষ্টি

উত্তরে কমেছে বৃষ্টির প্রভাব। আজকের পর আরও শুষ্ক হবে আবহাওয়া। দক্ষিণবঙ্গে আংশিক মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা কয়েকটি জেলাতে

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা আজ বিশ্বকাপ ফাইনালে

সপ্তাহের শুরুতেই বাতিল হাওড়া ডিভিশনে বহু লোকাল, ভোগান্তি

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৫৭ • ২ নভেম্বর, ২০২৫ • ১৫ কার্তিক ১৪৩২ • রবিবার • দাম - ৪ টাকা • ২০ পাতা • Vol. 21, Issue - 157 • JAGO BANGLA • SUNDAY • 2 NOVEMBER, 2025 • 20 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

এসআইআরে নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত ■ মঙ্গলে প্রতিবাদ

রাজপথে নেত্রী-অভিষেক

প্রতিবেদন : এসআইআরের নামে ভোটার তালিকা থেকে বৈধ নাম বাদ দেওয়ার খেলায় নেমেছে নির্বাচন কমিশন। বাংলা জুড়ে তৈরি করা হয়েছে আতঙ্কের পরিবেশ। এই পরিস্থিতিতে বাংলায় প্রাণ হারিয়েছেন দু'জন। বাংলাবিরোধী

আম্বেদকর মূর্তি থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত মিছিল

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের এসআইআর-চক্রান্তের প্রতিবাদে মঙ্গলবারই রাজপথে দলনেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ওইদিন ধর্মতলার আম্বেদকর মূর্তি থেকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত মহামিছিলে হাঁটবেন জননেত্রী। বাংলার ভোটাধিকার রক্ষার্থে শুরু করবেন পথে নেমে প্রতিবাদ।

কেন্দ্রের স্বৈরাচারী বিজেপি সরকারের সঙ্গে জোট বেঁধে নির্বাচন কমিশন বাংলার মানুষদের ন্যায্য ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত চালাচ্ছে। তাতে আতঙ্কিত বাংলার বিপুলসংখ্যক মানুষ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বতোভাবে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি একমাস রাস্তায় থাকবেন বলেও হুঙ্কার ছেড়েছেন। সেইমতো মঙ্গলবার রাজ্যে ইন্যুমারেশন ফর্ম ফিলআপের প্রথম দিন কলকাতার রাজপথে (এরপর ১২ পাতায়)

একনজরে

- এসআইআরে বাংলায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে বিজেপি
- খড়দহ, বীরভূম ও বর্ধমানে ৩ জন এসআইআর আতঙ্কে আত্মঘাতী
- কমিশনের সঙ্গে জোট বেঁধে ভোটাধিকার কাড়ার চক্রান্ত
- বাংলায় কথা বলায় বাংলাদেশি তকমা, তারপর নাম বাদের খেলা
- বাংলার ভোটাধিকার রক্ষার্থে পথে নেমে প্রতিবাদ চলবে
- বিজেপির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করাই লক্ষ্য

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

পচা শামুক

পচা শামুকের পঙ্কিলতা
আকাশ অনিন্দের নাকখত তা
ঝড়ের হাওয়ায় এক সর্বনাশী বাঁশি
ঝলসানো আঁখির সলিল সর্বনাশী।।

পচা শামুকের অগ্নিশূলে
কখনো ওঠে না চিত্ত দুলে
বিষ জ্বালা কেউ নিও না ভুলে
সীমাহীন নিরুদ্দেশ যাবে অন্তরালে।।

জীবনে যারা জীবন দিল না
ছিঁড়েছে ফুল, কাঁটা নিল না
মিথ্যাচারের ভ্রুকুটি, ভ্রমর ললনা
মানুষ হায় রে! মানুষ হল না।।

শিশু দীক্ষা সভ্যতার থলি
সবই জীবনে নদীর বালি
চোরা বালুচরে বালি দিয়ে বলি
পচা শামুক তুমি পচাও খালি।।

গদ্দারের হুমকির বিরুদ্ধে কমিশনে চিঠি তৃণমূলের

ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS
Central Office: 30B, Harish Chatterjee Street, Kolkata - 700 026
Phone : (033) 2475 3000 / 2454 0881, Fax : (033) 2454 0880

Date: 31st October 2025

To
The Chief Electoral Officer West Bengal
21, N.S. Road, Fairley Place
B.B.D. Bagh,
Kolkata 700001

Subject: Criminal Intimidation of Booth Level Officers (BLOs) by Shri Suvendu Adhikari

Sir,

I write to draw your urgent attention to an act of brazen and calculated intimidation directed at government functionaries entrusted with the sacred duty of preserving the integrity of our electoral rolls; an act that, if left unchecked, will gravely undermine the free and fair conduct of elections in West Bengal.

On a recent occasion, during an interaction with the press, Suvendu Adhikari, Bharatiya Janata Party MLA and Leader of Opposition in the West Bengal Legislative Assembly, openly threatened Booth Level Officers (BLOs) with imprisonment if they did not follow instructions. In that address he explicitly invoked the detention of BLOs in Bihar and warned West Bengal BLOs that "you will have to spend time in jail", and that "we will provide information and documents to ensure that you go to jail." The remarks have been widely reported [illegible]

Such language, coming from an elected political leader following the announcement of the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in West Bengal, constitutes criminal intimidation of public servants performing statutory duties and represents an explicit attempt to coerce, threaten, and frighten election officials into abandoning their responsibilities.

On the face of the evidence, Shri Adhikari's conduct appears to fall squarely within the ambit of criminal intimidation as defined in Section 351 of the Bharatiya Nyaya Sanhita. Further, it engages provisions of the law that protect electoral officials and the electoral process, including the statutory duties and protections afforded to returning/presiding officers and other election functionaries.

ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS
Central Office: 30B, Harish Chatterjee Street, Kolkata - 700 026
Phone : (033) 2475 3000 / 2454 0881, Fax : (033) 2454 0880

Accordingly, I respectfully and urgently request that your office:

1. Take immediate cognizance of the statements made by Suvendu Adhikari and direct the appropriate police authorities to register an FIR against him for criminal intimidation.

2. Issue an immediate protective directive ensuring that all Booth Level Officers (BLOs) and other election officials are safeguarded from political intimidation or harassment during the SIR process, and that any attempt to coerce, threaten, or unduly influence election officials be treated as a cognizable offence and acted upon forthwith.

3. Issue a public clarification and directive to all political parties and their office-bearers, affirming that any attempt to intimidate election officials will invite criminal sanctions, and that such conduct is wholly impermissible under law.

The Special Intensive Revision demands robust administrative neutrality, the safety of officials, and the full protection of the rule of law. A politician's boast that he will "arrange documents" to have neutral election functionaries jailed is not merely unbecoming, it is an overt attack on democratic institutions and the rule of law.

I urge your office to act with the speed and firmness that the situation demands so that no officer or citizen is left in doubt that West Bengal's electoral machinery will be protected from political bullying.

Yours Sincerely,

Aroop Biswas
Authorised Signatory
All India Trinamool Congress

প্রতিবেদন : দিল্লিতে মুখে গণতন্ত্রের বড় বড় বুলি, আর বাংলায় গণতন্ত্রকে হুমকি! এটাই কি বিজেপির সংস্কৃতি? সেটাই প্রমাণ করলেন গদ্দার অধিকারী। তিনি রাজ্যের বিএলও বা বুথ লেভেল আধিকারিকদের হুমকি দিচ্ছেন। বলছেন, তাঁর নির্দেশ না মানলে জেলে যেতে হবে। এভাবে তিনি নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে চাইছেন। এই অভিযোগ তুলে কমিশনের দ্বারস্থ হল তৃণমূল কংগ্রেস। সম্পূর্ণ অভিযোগ জানিয়ে কমিশনে চিঠি দিলেন তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। কয়েকদিন আগে সংবাদমাধ্যমে গদ্দার বিএলও-দের জেলে পাঠানোর হুমকি দিয়েছেন। এই হুমকি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং সরকারি কর্মীদের উপর সরাসরি আঘাত। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে কমিশনকে দেওয়া চিঠিতে বলা হয়েছে, শুভেন্দু অধিকারী প্রকাশ্যে বলেছেন, বিহারে যেমন বহু বিএলও জেলে গিয়েছেন, তেমনই বাংলাতেও হবে। আমরা এমন নথি দেব, যা আপনাদের জেলে পাঠাবে। (এরপর ১০ পাতায়)

এসআইআর আতঙ্কে ফের আত্মঘাতী

প্রতিবেদন : পানিহাটির প্রদীপ কর, বীরভূমের ক্ষিতীশচন্দ্র মজুমদারের পর বর্ধমানের জামালপুরের বিমল সাঁতরা। বিজেপির এসআইআর আতঙ্কে বাংলায় আর এক মৃত্যু। ক্ষোভে ফুটছেন আমজনতা। নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন মানুষ। বিমল তামিলনাড়ুর তাঞ্জাভুর জেলার ওরাতানাড়ু এলাকায় চাষের কাজ করতে গিয়েছিলেন। প্রত্যেক বছরেই যান। সেখানেই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। এরপর বিষাক্ত কিছু খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে খবর মিলেছে। ওরাতানাড়ু থানায় মামলাও দায়ের হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর দেহ জামালপুরের নবগ্রামে আসে শনিবার রাতে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পূর্ব বর্ধমান জেলার তৃণমূল সভাপতি রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

বিমলের পুত্র জানাচ্ছে, বাবা পরিযায়ী শ্রমিক ছিলেন। বেশির ভাগ সময় বাইরেই থাকতেন। এর মাঝে এসআইআর হওয়ার পর থেকেই চিন্তা করতেন। (এরপর ১০ পাতায়)

তামিলনাড়ু থেকে বিমল সাঁতরার দেহ এল বাড়িতে।

অভিষেকের দাবি

প্রতিবেদন : বিজেপি একদিকে অনুপ্রবেশ নিয়ে বাংলার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছে আবার তাদের সাংসদ বলছেন, তারা ক্ষমতায় এলে সীমান্তে কাঁটাতার তুলে দেবে। সাংসদ জগন্নাথ সরকারের এমন মন্তব্যের পরেও বিজেপি চুপ। স্পষ্ট সমর্থন। অভিষেকের দাবি, অবিলম্বে এমন মন্তব্যের জন্য বিজেপি সাংসদকে সাসপেন্ড করা হোক। (বিস্তারিত ভিতরে)

বিএলও বিক্ষোভের মুখে নিরুত্তর কমিশন

প্রতিবেদন : সঠিক পরিকল্পনা না থাকায় শুরুর আগেই এসআইআর-এর কর্মপদ্ধতি নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বিএলওরা। নিরাপত্তা-সহ কাজের সময় নিজেদের স্কুলের চাকরি রক্ষা-সহ একাধিক প্রশ্ন বিএলও-রা করলেই কমিশনের কাছে কোনও সঠিক উত্তর নেই। ফলে বিক্ষোভ চরমে ওঠে। শনিবার নজরুল মঞ্চে প্রশিক্ষণের দিনই হইচই শুরু করে দেন বিএলও-রা। স্কুলে পঠনপাঠন চালানোর সঙ্গে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা ও ফর্ম ফিলআপের কাজ— দুটিই করতে হবে এঁদের। কমিশনের এই হঠকারিতার প্রতিবাদে প্রথমদিন প্রশিক্ষণ নিতে আসা বিএলও-রা প্রতিবাদে ফেটে পড়েন। আশ্চর্যজনকভাবে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি শনিবার বিএলও-দের তোলা প্রশ্নের। শেষ পর্যন্ত কলকাতা পুলিশের কর্মীদের প্রশিক্ষণ শিবিরে মধ্যস্থতাকারীর (এরপর ১২ পাতায়)

নজরুল মঞ্চ। শনিবার। বিএলও-দের বিক্ষোভের মুখে কমিশন কর্তারা।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

2 November, 2025 • Sunday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯০৯ অরুণ মিত্র

(১৯০৯-২০০০) এদিন অবিভক্ত ভারতের যশোরে জন্ম নেন। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রথিতযশা কবি ও ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক ও অনুবাদক। একাত্তরে পাক হানাদার বাহিনী যখন নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, মায়ের সামনে পুত্রকে হত্যা, মা-বাবার সামনের মেয়েকে ধর্ষণ, ছেলেমেয়ের সামনে মাকে ধর্ষণ, ঘর-বাড়িতে আগুন দিয়ে সর্বস্ব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়— তখন চোখের সামনে মানবতার এই নিষ্ঠুর পরাজয়কে কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি কলকাতার বিশিষ্ট কবি অরুণ মিত্র। তখন তাঁর বয়স ৬২ বছর। বৃদ্ধ বয়সে অস্ত্র হাতে যুদ্ধে যেতে পারেননি। কিন্তু মসিকে অসি বানিয়ে যুদ্ধে শামিল হন অরুণ মিত্র। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি নিজেই স্বাধীন হলেন। সারা জীবন ধরে ফরাসি সংস্কৃতিতে কবি অরুণ মিত্রের গভীর অনুরাগ ও আনুগত্য ছিল।

১৯৩৫ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

এদিন অবিভক্ত ভারতের ময়মনসিংহতে জন্মগ্রহণ করেন। আনন্দ পুরস্কার, বিদ্যাসাগর পুরস্কার, সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার ও বঙ্গবিভূষণ উপাধিতে সম্মানিত সাহিত্যিক। নিজের কাছে তিনি চির রোম্যান্টিক। প্রথম গল্প 'জলতরঙ্গ' শিরোনামে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সাত বছর পরে ওই একই পত্রিকার পুজোবার্ষিকীতে 'ঘুণপোকা' নামক তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর প্রথম উপন্যাস 'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'। তাঁর কলম থেকেই আমরা পেয়েছি 'যাও পাখি', 'দূরবীন', 'মানবজমিন', 'পার্থিব' প্রভৃতি উপন্যাস।

১৮৩৩ মহেন্দ্রলাল সরকার

(১৮৩৩-১৯০৪) এদিন হাওড়ার পাইকপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় এমডি পাশ চিকিৎসক। প্রথমে হোমিওপ্যাথি বিরোধী ছিলেন। পরবর্তীকালে হোমিওপ্যাথিতেই আস্থা রাখেন। দেশবাসীকে বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স। কলকাতার শেরিফ ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন যুগপুরুষের আসনে প্রতিষ্ঠিত আর মহেন্দ্রলাল তখন তাঁরই চিকিৎসায় নিযুক্ত সে যুগের স্বনামধন্য চিকিৎসক। আপাতভাবে রূঢ়ভাষী, কাঠখোট্টা, ভক্তিটক্তির অত ধার ধারেন না। রামকৃষ্ণকে 'আপনি' না বলে 'তুমি' বলেন এবং অনায়াসে বলার ক্ষমতা রাখেন, ''তা হলে তুমি পরমহংসগিরি করছ কেন?'' অথচ কী এক অমোঘ টানে 'কল' না থাকলেও প্রায় রোজই চলে আসেন তাঁর এই বিশেষ রোগীটির কাছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকেন, তর্ক করেন, তাঁকে দেবতা রূপে পুজো করার কড়া সমালোচনা করেন, আবার তাঁর চিকিৎসার ব্যাপারে নতুন নতুন বই কিনে পড়াশোনা করেন এবং অনেক সময় রামকৃষ্ণের চিকিৎসাকে প্রাধান্য দিয়ে অন্য রোগী দেখতে যাওয়া বাদ দেন। এমনই বিচিত্র ছিল তাঁদের সম্পর্কের রসায়ন।

১৯৬৫ শাহরুখ খান

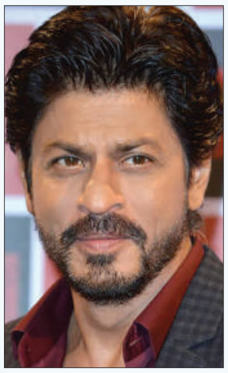

এদিন দিল্লিতে জন্ম নেন। গণমাধ্যমের কাছে তিনি কিং খান। হিন্দি চলচ্চিত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য ২০০২ সালে ভারত সরকার শাহরুখ খানকে পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত করে এবং ফ্রান্স সরকার তাঁকে লিজিওঁ দ্য অনর সম্মাননায় ভূষিত করে। সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেছে স্কটল্যান্ডের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় এডিনবরা।

১৯৫০ জর্জ বার্নার্ড শ

(১৮৫৭-১৯৫০) এদিন প্রয়াত হন। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত আইরিশ নাট্যকার। লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর মতাদর্শ ও সেগুলো প্রকাশ ভঙ্গিমাকে বর্ণনা করতে 'শভিয়ান' শব্দটি ইংরেজি অভিধানে জায়গা করে নিয়েছে।

কর্মসূচি

■ শ্রীরামপুর পুরসভার সিটি লেভেল ফেডারেশনের উদ্যোগে শ্রীরামপুর টাউন হলে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত পুরপ্রধান গিরিধারী সাহ, পুর পারিষদ সন্তোষ সিং-সহ আধিকারিকেরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

১ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২১২০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২১৮০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৫৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৪৯৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৫০০৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৮৬	৮৬.২১
ইউরো	১০৪.০৮	১০১.৯৮
পাউন্ড	১১৮.৫৪	১১৬.০১

নজরকাড়া ইনস্টা

■ মিমি চক্রবর্তী

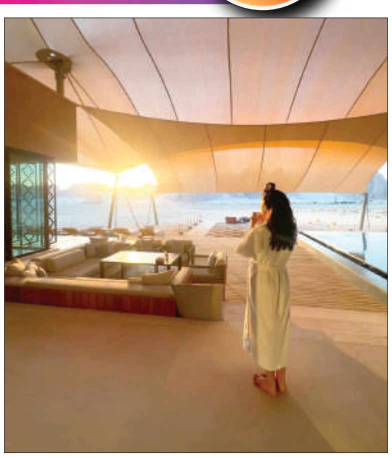

■ সারা আলি খান

শব্দবাংলা-১৫৪৪

১		২	■	৩	■	■	■
	■	৪				৫	■
৬			■		■		■
	■	■	■	৭			৮
৯	১০		১১	■	■	■	
■		■		■	১২		
■	১৩					■	
■	■	■		■	১৪		

পাশাপাশি : ১. উপদেশ, শিক্ষা ৪. প্রমথ ৬. কাঁচা মাংস ৭. কঠিন নিয়মানুবর্তিতা, বাঁধাবাঁধি ৯. প্রবল অনুরাগ বা আবেগের সঞ্চার ১২. খাঁটি ১৩. যা ঘটতে বা করা যেতে পারে ১৪. খাতির, সম্মান।

উপর-নিচ : ১. শরীরের কাঠামো ২. বিনষ্ট ৩. হেতু, নিমিত্ত ৫. গুঞ্জাফল ৮. যারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করে ১০. চাকরি ১১. বড়ো লেবুবিশেষ, মোসাম্বি ১২. নির্যাস, সার।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৪৩ : পাশাপাশি : ১. গণ্ডকূপ ৩. নসিব ৫. কমা ৭. সম্বরা ৮. জঠর ১০. শকল ১২. তারিখ ১৪. মিছে ১৭. হাশিয়া ১৮. দাসখত। **উপর-নিচ :** ১. গর্ভক ২. পর্যাস ৩. নটরাজ ৪. বহা ৬. মালিক ৯. ঠকামি ১১. লতানিয়া ১৩. খরিদা ১৫. ছেপত ১৬. ডাহা।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

2 November, 2025 • Sunday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২ নভেম্বর ২০২৫
রবিবার

নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর রুটে বাড়ছে মেট্রো। এতদিন সোম থেকে শুক্র মেট্রো চলাচল করত। ৩ নভেম্বরের পর থেকে শনি-রবিবারও মিলবে ট্রেন

কমিশনই ফাঁস করে দিল বিজেপির চক্রান্ত

সোনালি বাংলাদেশি হলে তাঁর বাবা-মা কেন ২০০২-এর লিস্টে

প্রতিবেদন : বিজেপি আসলেই বাংলাবিরোধী। তা আবারও স্পষ্ট হয়ে গেল নির্বাচন কমিশন ২০০২-এর ভোটার তালিকা আপলোড করার পরই। এই তালিকাই ফের প্রমাণ করে দিল বীরভূমের অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুন 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারী' নন, তিনি প্রকৃতই ভারতীয়। কারণ সোনালির বাবা ও মা রয়েছেন ২০০২ সালের ভোটার তালিকায়। কমিশনের বৈধ ভারতীয় নাগরিক হিসেবে তাঁরা নথিভুক্ত! যা প্রমাণ করে সোনালি খাতুন ভারতেরই একজন বৈধ নাগরিক। এই তালিকা সামনে আসার পরই বিজেপিকে নিশানা করল তৃণমূল কংগ্রেস।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের নামে বাংলা এবং বাংলার জনগণের উপর অকারণে চাপ সৃষ্টি করার চক্রান্ত শুরু হয়েছে। সিইও ওয়েস্ট বেঙ্গল পোর্টালে উপলব্ধ ভোটার তালিকায় বীরভূমের মুরারাই বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার হিসেবে জ্বলজ্বল করছে সোনালির বাবা ও মা ভোদু শেখ এবং জ্যোৎস্না বিবির নাম। দম্পতির ভোটকেন্দ্র ছিল পাইকার প্রাথমিক বিদ্যালয়, রুম নং ৩। তালিকায় ভোদুর বাবার নাম হাতিম তাই শেখ উল্লেখ করা হয়েছে। ২৬ বছর বয়সী সোনালিকে জন্মসূত্রে ভারতীয় হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হলে, নাগরিকত্ব আইন অনুসারে, বাবা-মায়ের মধ্যে অন্তত একজনকে সেই সময়ে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। কমিশনের তালিকা তো বাবা-মা উভয়কেই ভারতীয় নাগরিক বলেই স্বীকৃতি দিচ্ছে। তাহলে দিল্লি পুলিশ ২১ জুন সোনালি, তাঁর স্বামী দানিশ শেখ এবং তাঁদের ৮ বছর বয়সী ছেলেকে কেএন কাটজু মার্গ থেকে গ্রেফতার করে, আধার কার্ড এবং অন্যান্য নথি থাকা সত্ত্বেও যেভাবে অনুপ্রবেশকারী ও বাংলাদেশি বলে দেগে দিয়েছিল, তা ভুল বা চক্রান্ত ছিল। এ-প্রসঙ্গেই বিজেপিকে তোপ দেগে তৃণমূল জানিয়েছে, প্রমাণ স্পষ্ট, বাংলার মানুষকে অপমান করতে ও আতঙ্কে রাখতেই বিজেপির এই এসআইআর অভিযান। অন্তঃসত্ত্বা এক নারীকে অনুপ্রবেশকারী বলে অন্য দেশে নির্বাসিত করার ঘটনা আবারও স্পষ্ট করল বিজেপি আসলেই বাংলা-বিরোধী।

গত ২৬ সেপ্টেম্বর, বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুন-সহ ছ'জনকে জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল বিএসএফ। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, ওঁরা ভারতীয়। চার সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের দেশে ফেরাতে নির্দেশ দেওয়া হয় কেন্দ্রের সরকারকে। সেই সময়সীমা ইতিমধ্যেই শেষ। তার পরেও তাঁদের ভারতে ফেরানো হয়নি। ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনকে ফেরত আনার দায়িত্ব দেওয়া হলেও কেন্দ্রীয় সরকার কোনও মানবিক তৎপরতা দেখায়নি।

শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : ৭৫ বছরে পা দিল বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্লাটিনাম জুবিলিতে শুভেচ্ছাবার্তা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলেজের অধ্যক্ষকে চিঠি পাঠিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্ত প্রাক্তন এবং বর্তমান পড়ুয়া, শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মী সকলকে আমার শুভেচ্ছাবার্তা। আগামী দিনে এই কলেজ আরও সাফল্য অর্জন করে এগিয়ে যাক।

মতুয়াদের নিয়ে ব্যবসা করছে বিজেপি, তুলোধোনা তৃণমূলের

৮০০ টাকায় নাগরিকত্ব!

প্রতিবেদন : মতুয়া সম্প্রদায়কে নিয়ে বরাবরই 'রাজনীতি' করেছে বিজেপি। এবার মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেওয়ার নামে কার্যত 'ব্যবসা' ফেঁদে বসেছেন বিজেপির সাংসদ-বিধায়করা! বনগাঁ, ঠাকুরনগর, পালপাড়া-সহ একাধিক জায়গায় সিএএ ক্যাম্প খুলে ফর্ম পূরণের জন্য ২০ টাকা, জমা দেওয়ার জন্য ৮০০ টাকা করে নিচ্ছে বিজেপি! সঙ্গে 'নো রিজেকশন গ্যারান্টি'! এই ক্যাম্পগুলির মাথায় রয়েছেন বিজেপির হাফমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর, অসীম সরকাররা। বলা হচ্ছে, ক্যাম্পে যাঁরা টাকা দেবেন, তাঁরা সহজেই নাগরিকত্ব পাবেন। আর যাঁরা টাকা দেবেন না তাঁরা নাগরিকত্ব পাবেন না! মতুয়া সম্প্রদায়ের নাগরিকত্ব নিয়ে বিজেপির এই 'ব্যবসা'র তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সমাজমাধ্যমে দলের বক্তব্য, মাত্র ৮০০ টাকায় নাগরিকত্ব! বিজেপির নতুন ব্যবসা এখন নাগরিকত্ব বিক্রি করা। নাগরিকত্বের নামে মতুয়া সমাজের আশা-ভরসাকে নিয়ে খেলা করছে বিজেপি!

■ সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর। শনিবার।

বাংলাবিরোধী ধান্দাবাজ বিজেপির এই প্ররোচনায় পা না দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ-সভাপতি সুদীপ রাহা। তাঁর কথায়, নাগরিকত্ব দেওয়ার নামে ক্যাম্প করে রীতিমতো ব্যবসা জমিয়ে ফেলেছে বিজেপির জমিদারেরা। বলা হচ্ছে, ক্যাম্পে টাকা দিলে খুব সহজেই নাগরিকত্ব পেয়ে যাবে। মতুয়াদের বিপদের দিনে তাঁদের ভয় দেখিয়ে ভুল বোঝানো হচ্ছে। বাংলাবিরোধী জমিদারেরা বাংলাকে শোষণ করেও ক্ষান্ত থাকছে না, মতুয়াদের রীতিমতো ব্যবহার করা হচ্ছে নিজেদের পকেট ভরাতে। সিএএ আইন নিয়ে ছেলেখেলা করছে বিজেপি। মতুয়া ভাই-বোন-দাদাদের বলব, দয়া করে বিজেপির এই প্ররোচনায় পা দেবেন না। বিজেপি আপনাদের নিয়ে যে ঘৃণ্য রাজনীতি করছে, আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি। ধিক্কার জানাচ্ছি!

অন্যদিকে, শনিবার ঠাকুরনগরের সাংবাদিক সম্মেলন করে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি তথা তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর এসআইআর বাতিলের দাবি তুলে জানান, এসআইআর-এর মাধ্যমে বিজেপি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মতুয়াদের বিপদে ফেলতে চাইছে। তাই আগামী বুধবার থেকে ঠাকুরনগরের বড়মা বীণাপাণি দেবীর ঘরের সামনে আমরণ অনশনে বসবে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ। পাশাপাশি, শান্তনু ঠাকুরকে কড়া আক্রমণ করে মমতাবালা বলেন, টাকার বিনিময়ে কার্ড ইসু করছে শান্তনু। মতুয়াদের বোকা বানাতে টাকার বিনিময়ে কার্ড দেওয়া হচ্ছে। এই টাকার ভাগ মোদি-শাহের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। তাই এই অন্যায় কাজ বন্ধ করা যাচ্ছে না!

দুপুর পর্যন্ত বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু, বিকল্প পথে চলাচল

প্রতিবেদন : আজ, রবিবার ভোর থেকে ৮ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর যান চলাচল। সেতুর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতির কাজের জন্য এদিন ভোর ৬টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু। বিকেল থেকে ফের স্বাভাবিক হবে যান চলাচল। কলকাতা পুলিশ এবং হুগলি রিভার ব্রিজেস কমিশনার্স (এইচআরবিসি) কর্তৃপক্ষ যৌথ ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করবে। কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের তরফে এই নির্দিষ্ট সময়ে যান চলাচলের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে হাওড়া সেতু ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যাত্রীদের। বিজ্ঞপ্তি জারি করে কোন পথ দিয়ে যাতায়াত করা যাবে, তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, দ্বিতীয় হুগলি সেতুর নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্য এই কাজ অত্যাবশ্যক। জনসাধারণের সাময়িক অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। কিন্তু এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। রবিবার সেতুর সাসপেনশন কেবল, রোড সারফেস ও লাইটিং সিস্টেমের পরিদর্শন এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজ সম্পন্ন হবে। ওই সময়ে কলকাতার দিকে আসা পণ্যবাহী যানগুলি হাওড়া ব্রিজ, নিবেদিতা ব্রিজ, ওল্ড বালি ব্রিজ দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। আবার, যাত্রীবাহী গাড়ি কাজীপাড়া, জি টি রোড এবং আন্দুল রোড হয়ে সরাসরি ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে উঠবে। অন্যদিকে, এজেসি বোস রোড বা জিরাট আইল্যান্ড দিক থেকে আসা পশ্চিমমুখী যানবাহনগুলিকে টার্ফ ভিউ হয়ে হেস্টিংস ক্রসিং ঘুরিয়ে সেন্ট জর্জ গেট রোড, স্ট্যান্ড রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজের পথে পাঠানো হবে। কেপি রোড দিক থেকে আসা গাড়িগুলিকে ১১ ফারলং গেট রোড হয়ে একই পথে চালানো হবে।

দ্বিচারিতা : বিজেপি সাংসদের সাসপেনশন দাবি অভিষেকের

প্রতিবেদন : বাংলা বিরোধী বিজেপির একই অঙ্গে কত রূপ! একদিকে বাংলাকে বদনাম করতে আর বাঙালিদের বিভ্রান্ত করতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত নিয়ে বাংলার প্রশাসনকে নিয়ে কুৎসা-অপপ্রচার রটান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ বিজেপির শীর্ষ নেতারা। আবার অন্যদিকে, তাঁদেরই দলের সাংসদ জগন্নাথ সরকার দাবি করেছেন, ক্ষমতায় এলে বিজেপি কাঁটাতার তুলে দেবে! এক হয়ে যাবে দুই বাংলা! যদিও এত বড় বক্তব্যের পরও তাঁর বিরুদ্ধে কোনওরকম পদক্ষেপ নেয়নি বিজেপি। তবে কি জগন্নাথের এই বক্তব্য শীর্ষ নেতৃত্বের সম্মতিতেই? তা না হলে অবিলম্বে সাসপেন্ড করা হোক সাংসদ জগন্নাথকে, দাবি তুললেন তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রের বিজেপির নেতারা তথা নরেন্দ্র মোদি নিজে গোটা দেশে জাতীয়তাবাদী প্রচারে ব্যস্ত। এদিকে, দেশের সীমান্ত থেকে বিজেপি সাংসদের কাঁটাতার তুলে নেওয়ার কথায় প্রকাশ্যে বেরিয়ে পড়ল বিজেপির বাস্তব মনোভাব। সীমান্ত নিয়ে বিজেপির এই দ্বিচারিতাকে তুলোধোনা করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, আরও একধাপ নেমে গেল বিজেপির ভণ্ডামি। রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার দাবি করেছেন, তাঁরা

ক্ষমতায় এলে নাকি ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে কোনও বেড়া থাকবে না, দুই দেশ এক হয়ে যাবে! অন্যদিকে, এই একই বিজেপির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ শীর্ষ নেতৃত্ব সীমান্ত রক্ষায় জমি না দেওয়ার জন্য বাংলাকে দোষ দিচ্ছে, বিজেপির সাংসদই সেই সীমান্ত তুলেই দিতে চাইছেন!

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের আরও তোপ, বিজেপি যদি সত্যিই দেশের অখণ্ডতাকে রক্ষা করতে চায় তবে আমি চ্যালেঞ্জ করছি, সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা জগন্নাথ সরকারকে সাসপেন্ড করুন! এরপরেও তাঁরা যদি চুপ করে থাকেন, তবে প্রমাণিত হবে সাংসদ সরকার যা বলেছেন সবটাই শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে। এটাকে জাতীয়তাবাদ বলে না, এটা প্রতারণা। এসআইআর-এর নামে বাংলার মানুষকে বোকা বানানো এবং অপমান করা বিজেপির ট্রেডমার্ক রাজনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে— যা এক চূড়ান্ত ভণ্ডামি এবং বিশ্বাসঘাতকতার সংমিশ্রণ!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উত্তর নেই

শনিবার নজরুল মঞ্চে বিএলও অর্থাৎ ব্লক লেভেল অফিসারদের বিক্ষোভে নাজেহাল হলেন কমিশনের প্রতিনিধিরা। কীভাবে এসআইআর পর্ব হবে সে নিয়ে ১২ দফা গাইডলাইনের কথা বলছিলেন। কিন্তু বিএলও-রা সব কিছু থামিয়ে দিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন রেখেছেন। যে-প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি কমিশনের কোনও প্রতিনিধি। গলা তুলে থামাতে চেয়েছেন। কিন্তু যাঁরা শিক্ষকের চাকরি করেন, তাঁরা আর যাই হোক যুক্তি দিয়ে কথা বলেন এবং সেই যুক্তির উত্তর কমিশনের কাছে ছিল না। বিএলও-দের বক্তব্য কী? এসআইআরের কাজ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু স্কুলের দৈনন্দিন কাজ থেকে এতটুকু ছুটি নেই। ফলে যাঁরা দূরের কোনও স্কুলে চাকরি করেন তাঁরা সকাল ৭টায় বেরিয়ে সন্ধে ৭টায় ফিরছেন। তারপর এসআইআরের কাজ কীভাবে হবে? মানুষের দরজায় কি রাত ১২টার সময় যাবেন? মানুষ সহ্য করবেন? তথ্য আপলোড করবেন গভীর রাতে! আবার ভোরে স্কুল? এই প্রশ্নের জবাব নেই কমিশনের কাছে। বিএলও-দের বক্তব্য, যদি এসআইআরের কাজ সঠিকভাবে করতে হয় তাহলে তাঁদের স্কুলের কাজ থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। নইলে কাজ হবে না। মহিলা বিএলও-দের বক্তব্য, রাতে বাড়ি বাড়ি যাওয়া হলে নিরাপত্তা কে দেবে? কমিশন কেন এ-বিষয়ে কোনও ভাবনা-চিন্তা না করেই কাজে নেমেছে? সব মিলিয়ে শনিবার নজরুল মঞ্চে প্রশিক্ষণ শিবির কার্যত ভণ্ডুল হয়ে যায় শিক্ষকদের যুক্তিপূর্ণ এবং বাস্তবসম্মত প্রশ্নের কাছে। কমিশন ভুলে গিয়েছে এটা বাংলা। বিহার বা মহারাষ্ট্র নয়।

এসআইআর না কি এনআরসি?

ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে মোদি-নির্বাচন কমিশন এসআইআর চালু করছেন, এটাকে দেখতে কেমন যেন এনআরসি এনআরসি লাগছে। অসমে এনআরসির কাট অফ ডেট ছিল ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ। আর এই এসআইআরে ২০০২ সালের ভোটার তালিকা। ১১টি প্রমাণপত্রের যে তালিকা দিয়েছেন নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য, সেইসব ডকুমেন্টের ভিড়ে মিষ্টি একটি ডকুমেন্ট লুকিয়ে আছে। এনআরসি। এর মানে কী? জানতে চাই। ভারতের ১২টি রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে। এই ১২টি রাজ্যের কোথায় এনআরসি হয়েছে? কোথাও না। গোটা ভারতে অসমে একমাত্র হয়েছে। সেই অসমের নাগরিকদের একমাত্র এনআরসি আছে। অথচ তাদের এসআইআর হচ্ছে না। গোটা ভারতে আর কোথাও এনআরসি হয়নি। এদিকে আপনারা ১১টি প্রধান নথির অন্যতম এনআরসি রেখেছেন! এর গোপন অর্থ একটা আছে। সেটা কী কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না। ঝুলি থেকে বেড়ালটা এখনও বেরোয়নি। নাগরিকত্ব কার্ড দিয়ে সাধারণ ভারতবাসীর সব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে পারত বিজেপি। সেটা তো এমন কিছু ঝামেলার বিষয় হয়তো হবে না যদি না বিজেপির গোপন অ্যাজেন্ডা থাকে। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে ১৯৮৭ সালের ১ জুলাইয়ের মধ্যে যাদের ভারতে জন্ম হয়েছে, তারাই ভারতীয় নাগরিক। সোজা প্রমাণ। ১ জুলাই ১৯৮৭ থেকে ২ ডিসেম্বর ২০০৪ সাল পর্যন্ত সময়সীমায় যাদের জন্ম, তাদের পিতামাতার মধ্যে যে কোনও অন্তত একজনকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। অর্থাৎ ওই আগের নিয়মে। ২০০৪ সালের পর যাদের জন্ম হয়েছে, তাদের পিতামাতাকে অথবা যে কোনও একজনকে ভারতীয় নাগরিক হতে হবে। কিন্তু তাদের কেউ বেআইনিভাবে অন্য দেশ থেকে ভারতে আসেনি এরকম হতে হবে। এই যে এসআইআর প্রধান শর্ত হল ২০০২ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে সময়সীমায় ভারতীয় ভোটার তালিকায় যাদের নাম আছে, তাদের নাম নতুন ভোটার তালিকায় স্বাভাবিকভাবেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কোনও কাগজপত্র দেখাতেই হবে না। এমনকী ওই সময়সীমার ভোটার তালিকায় কারও নিজের নাম না থাকলেও চলবে, যদি পিতামাতার নাম থাকে, তাহলেও সে বৈধ ভোটার। যখন বাড়িতে বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) আসবেন, তখন একটি ইনিউমারেশন ফর্মা দেবেন সকলের নামে নামে। তিনি দেখবেন এই বাড়িতে কাদের কাদের নাম অথবা পিতামাতার নাম ২০০২-২০০৪ সময়সীমার ভোটার তালিকায় আছে। থাকলে সমস্যাই নেই।

— সুপ্রভাত দত্ত, হাজরা, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

বাংলায় সার (SIR)-এর কারবার

ছিঃ বিজেপি! এই জন্যই বুঝি এখানে এসআইআর চালু হল?লে লে বাবু ৮০ টাকায় হিন্দুত্বের শংসাপত্র, ৮০০-য় নাগরিকত্ব। এটাই চলছে এখন উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগরে সিএএ সহায়তা শিবিরে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর এবং বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুরের মতো বিজেপি নেতাদের নয়া কারবার। নাগরিকত্ব দেওয়ার নামে মতুয়াদের ভয় দেখিয়ে তাদের নিয়ে 'ব্যবসা' করছে ওরা। ওদিকে আত্মহত্যা করছে একের পর এক আতঙ্কিত নারী-পুরুষ।এজন্যই বুঝি এত কিছু! লিখছেন **শমিত ঘোষ**

ফেলুদা থাকলে নির্ঘাত ধরে ফেলতেন ব্যাপারটা। বলতেন, "খটকা! অনেকগুলো খটকা থেকে যাচ্ছে রে তোপসে!" এই মুহূর্তে এসআইআর আর নাগরিকত্ব নিয়ে এমনই অনেক খটকা তৈরি হচ্ছে। সেই খটকাগুলোর কোনও সদুত্তর দিতে পারছেন না কেউই। সেটা বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব হোক অথবা নির্বাচন কমিশনের কোনও অধিকর্তা। অনেকেই প্রশ্ন করছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস কেন এসআইআর নিয়ে সরব? তার কারণ স্পষ্ট। তৃণমূল কংগ্রেস চাইছে না একজনও বৈধ নাগরিকের নাম যেন ভোটার তালিকা থেকে বাদ যায়। কিন্তু, বিজেপি নেতাদের সাম্প্রতিক প্রায় সমস্ত বক্তব্যতেই একপ্রকার চেতাবনির সুরেই শোনা গেছে, যে এক কোটি ভোটারের নাম নাকি ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে! এবং একই সঙ্গে তাঁদের বক্তব্যে একটা কথা বারবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, যে এরাজ্যে যেন লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারীতে ভরে গেছে। এবং এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা মূলত ধর্মে মুসলমান। তাই, এদের নাম বাদ যাবেই! এটা মূলত বিজেপির ন্যারেটিভ। বিজেপির ছোট বড় মেজ নেতারা বিভিন্ন সভা সমিতি, টিভি ডিবেট, সোশ্যাল মিডিয়াতে এই একই কথা সেই কুমির ছানার গল্পের মতো আউড়ে যাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তব কি তাই? এই এসআইআরে কি শুধুমাত্র মুসলিমদের নামই বাদ যাবে? হিন্দুরা সবাই সুরক্ষিত? এইখানেই খটকা। সম্প্রতি একাধিক বিজেপিরই বিধায়ক, যাঁরা মূলত মতুয়া অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে জিতেছেন, তাঁরা প্রকাশ্যেই এই এসআইআর নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকার তাঁর সামাজিক মাধ্যমে লিখেই দিয়েছেন, 'এসআইআরে নাম বাদ দিলেও সিএএ-তে নাগরিকত্ব পাবেনই!' অর্থাৎ শুভেন্দু অধিকারীর মতো নেতারা যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মুসলিম, রোহিঙ্গা ইত্যাদি বলে প্রচারে করে গেছেন যে এই এসআইআরে শুধু মুসলিম ভোটারদের নাম বাদ যাবে, তা যে মিথ্যে এবং বিভ্রান্তিকর প্রচার সেটা বিজেপির এই সকল বিধায়কদের নানা ফেসবুক পোস্ট এবং সংবাদমাধ্যমের নানা বক্তব্য দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

কারণ, এটা এখন জলের মতোই স্পষ্ট, যে আসন্ন এসআইআরে একটা বড় অংশের হিন্দু (যাঁরা মূলত মতুয়া অথবা যাঁরা গত অর্ধশতাব্দীর বিভিন্ন সময়ে পূর্ব বঙ্গ তথা বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসেছেন) এমন ভোটারদের একটা বড় অংশের নাম বাদ পড়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। এবং বিগত দিনে বাংলাদেশ থেকে আসা এই অংশের উদ্বাস্তু পরিবারগুলোর জন্য এই এসআইআর অত্যন্ত উদ্বেগের। এবং এই উদ্বেগ যে মিথ্যে নয়। বরং এই এসআইআরে যে শুধু মুসলমান নয়, বরং হিন্দু উদ্বাস্তু বাঙালির ভবিষ্যৎকেও একপ্রকার অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হল, তা বোঝা যায় সাম্প্রতিক আরও একটি ভিডিওতে। যেখানে রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলছেন, ''কোনও হিন্দু নাগরিককে নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভাবতে হবে না। কারণ, তাদের জন্য সিএএ আছে। অর্থাৎ, সুকান্ত মজুমদারও প্রকারন্তরে স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, এসআইআরে একটা বৃহৎ অংশের হিন্দুদের নাম বাদ যেতে চলেছে। এবং তাদেরকে ফের নাগরিকত্বের জন্য সিএএ'র মাধ্যমে আবেদন করতে হবে ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য! এই কথাতেই ঈঙ্গিত স্পষ্ট। এই এসআইআরে'র ফলে উদ্বাস্তু, মতুয়া, নমঃশূদ্র হিন্দু বাঙালি পরিবারগুলোর মধ্যে ভূমিহীন, দেশহীন হওয়ার একটা আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। কিছু উন্মাদ এখনও বিশ্বাস করে, এইসব করে নাকি মুসলমানদের 'টাইট' দেওয়া হচ্ছে! আসলে ক্রমাগত বিকৃত এবং অসত্য প্রচারের ফলে কিছু মানুষ বিভ্রান্ত। কিছু মানুষ অনিশ্চয়তার মধ্যে ডুবে আছেন। গত কয়েকদিনে এমন বহু সহ নাগরিকদের সাথে কথা হয়েছে যাঁরা চূড়ান্ত বিভ্রান্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। কারওর পরিবারের অনেকের নাম ২০০২-এর ভোটার লিস্টে নেই। কারওর বাবা-মা দু'জনের কারওর নামই নেই। কারওর মায়ের আছে, বাবার নেই। কারওর সেই সময়ে বাবা প্রয়াত হয়েছেন। কারওর বাবা-মা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, তাঁদের এখন ভোটকেন্দ্র পালটে গেছে, এদিকে পুরনো ভোটকেন্দ্র মনে করতে পারছে না! অনেকের আবার যে ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতেন, সেই ভোটকেন্দ্রটাই নেই! কিন্তু, এত সবকিছুর পরেও ধরা গেল এসআইআরের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হল। এবং উদ্বাস্তু হিন্দু পরিবারগুলোর অনেকের নাম এসআইআরের তালিকা থেকে বাদ চলে গেল। তখন? তখন আবার নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে হবে। এবং বিজেপি নেতাদের কথা অনুযায়ী, আপনি যদি হিন্দু হন, আপনাকে কিচ্ছুটি চিন্তা করতে হবে না। আপনি শুধু আবেদন করবেন। আর হাতে গরম নাগরিকত্ব পাবেন! কিন্তু, ব্যাপারটা কি সত্যিই এত্ত সোজা?

এখানেও কয়েকটা ওই যাকে বলে 'খটকা' আছে।

প্রথমত, সিএএ বলছে, ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে আপনি যদি প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে শরণার্থী হিসেবে আসেন, তাহলে আপনি সিএএ'র মাধ্যমে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে হবে। এখন প্রশ্ন হল, একজন নাগরিক কীভাবে প্রমাণ করবেন, যে তিনি প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার? একই সঙ্গে তিনি যে প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে এসেছেন, তার সপক্ষে প্রয়োজনীয় নথিও তাঁকে পেশ করতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে লক্ষ লক্ষ মানুষ এক কাপড়ে ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় এসেছিলেন, তাঁদের ক'জনের কাছে এই সমস্ত সরকারি নথিপত্র আছে?

দ্বিতীয়ত, একজন ব্যক্তি সিএএ'র মাধ্যমে নাগরিকত্বের আবেদন করলে ঠিক কতদিনের মধ্যে নাগরিকত্ব পাবেন? এসআইআরের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে ৭ ফেব্রুয়ারিতে। সবকিছু নির্ধারিত সময়ে হলে আগামী বছরের মার্চ-এপ্রিলেই বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব চলবে। তাহলে, ৭ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকায় যদি কোনও ব্যক্তির নাম না ওঠে এবং সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি সিএএ'র মাধ্যমে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেন। তাহলে তিনি ঠিক কতদিনের মধ্যে নাগরিকত্ব পাবেন? সেই ব্যক্তি কি আদৌ আগামী ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন?

তৃতীয় আরও একটি জরুরি প্রশ্ন। বিজেপি নেতারা বলছেন, সিএএ'র মাধ্যমে অমুসলিম যেকোনও ব্যক্তি যিনি প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে এসেছেন, এমন যেকোনও ব্যক্তিই আবেদন করলেই নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন!

কোনও যাচাই হবে না? তাহলে, যদি এমন কোনও ব্যক্তি সে হয়তো প্রতিবেশী কোনও রাষ্ট্রে অপরাধমূলক কোনও কাজ করে এদেশে নাম ভাঁড়িয়ে চলে এল। ধরে নিলাম সে ধর্মও বদলে নিল! তাহলেও কি সে নাগরিকত্ব পেয়ে যাবে? নিশ্চয়ই নয়। সেক্ষেত্রে তো দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাবে! তাহলে কীভাবে নাগরিকত্ব পাবে?

এরকম অজস্র বিভ্রান্তির মধ্যেই দিন কাটছে এই বাংলার কোটি কোটি মানুষের। আতঙ্কে আত্মহননের পথ অবধি বেছে নিচ্ছেন বহু সহনাগরিক। যদিও বিজেপি নেতারা রয়েছেন বহাল তবিয়তে। তাঁরা অভয়বাণী দিয়ে চলেছেন, ''সিএএ আছে, কিচ্ছু হবে না।'' সিএএ'তে নাম তুলিয়ে দেওয়ার নাম করে ক্যাম্প অবধি খুলে বসেছেন বিভিন্ন জায়গায়। অভিযোগ, সেই সব ক্যাম্পে নাকি টাকার বিনিময়ে নাগরিকত্বের আবেদন করতে হচ্ছে। ঠিক যেভাবে কয়েক মাস আগে বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর 'মতুয়া কার্ড' বিলি করেছিলেন। অভিযোগ, সেই কার্ডও নাকি বহুক্ষেত্রে টাকা দিয়ে কিনতে হয়েছিল। শান্তনু ঠাকুররা ঘোষণা করেছিলেন, এই মতুয়া কার্ডই নাগরিকত্বের পরিচয়। এই কার্ড থাকলেই আসমুদ্র হিমাচল আপনি নিশ্চিন্তে ঘুরতে পারবেন। যদিও কয়েকমাস আগেই আমরা দেখলাম বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্রেই দুই মতুয়া ভাইকে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করে সেখানকার পুলিশ প্রশাসন। শান্তনু ঠাকুরের দেওয়া মতুয়া কার্ড দেখিয়েও রেহাই পাননি দুই ভাই। কার্যত ওই মতুয়া কার্ডকে গ্রাহ্যই করেনি মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকার! এবারও ফের একবার সিএএ'তে নাগরিকত্ব পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা তোলার অভিযোগ আসছে! বিভ্রান্ত এবং অনিশ্চিত জীবনের অতল সাগরে পড়ে যাওয়া লক্ষ লক্ষ বাঙালি এখন দিশাহীন। আর সেই সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করছে এই রাজনৈতিক ফড়েরা! তাতে কী? সেই ধান্দাবাজি করবার এখনও চলছে।

একটা কথা অবশ্যই সকলকে মাথায় রাখতে হবে, বিজেপি নেতাদের মুখের কথা আর ফলিত ক্ষেত্রে তাঁদের কাজের মধ্যে আসমান-জমিন পার্থক্য। এই এসআইআরকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত জটিল পরিস্থিতি সেটা আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। তাই, প্রতিটি বৈধ নাগরিকের নাম যেন ভোটার তালিকায় থাকে তা নিশ্চিত করাটা আশু কর্তব্য। দিল্লির জমিদাররা বাঙালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছে। বাঙালিকে ভূমিহীন করার ঘৃণ্য প্রয়াস শুরু হয়ে গেছে। এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে ম্যান মার্কিং করে রুখে দেওয়াটাই আসল লক্ষ্য।

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর কার্নিভাল ■ এক ফ্রেমে নানা মুহূর্ত

ডেঙ্গি দমনে ৭৫০ কোটি টাকা
লক্ষাধিক স্বাস্থ্যকর্মী নিযুক্ত

প্রতিবেদন : ডেঙ্গি দমনে এবার আরও জোর দিচ্ছে রাজ্য সরকার। চলতি বছরে মশাবাহিত এই রোগ রুখতে রাজ্য স্বাস্থ্যদফতর খরচ করছে প্রায় ৭৫০ কোটি টাকা। এক্স হ্যান্ডেলে দেওয়া এক বার্তায় এই তথ্য জানিয়েছে স্বাস্থ্যদফতর।

রাজ্য জুড়ে ডেঙ্গি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে এখন প্রায় এক লক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী নিযুক্ত রয়েছেন। তাঁরা প্রতিদিন বিভিন্ন ওয়ার্ড, গ্রাম ও শহরে গিয়ে জনসচেতনতা বাড়ানো থেকে শুরু করে লার্ভা ধ্বংসের কাজে অংশ নিচ্ছেন। পাশাপাশি, মশা নিয়ন্ত্রণে পুরসভা ও পঞ্চায়েতস্তরে বিশেষ নজরদারি দল গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ৪০০-র বেশি সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনামূল্যে ডেঙ্গি পরীক্ষার সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এই কেন্দ্রগুলিতে আক্রান্ত রোগীদের জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। গুরুতর রোগীদের দ্রুত সঠিক চিকিৎসা পৌঁছে দিতে স্বাস্থ্যদফতর আলাদা মেডিক্যাল রেসপন্স টিম তৈরি করেছে। ডেঙ্গি আক্রান্তদের চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় প্লেটলেট সরবরাহের জন্য রাজ্যের ৮৯টি সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে পর্যাপ্ত মজুত নিশ্চিত করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যদফতর জানিয়েছে, প্রতিটি জেলায় ডেঙ্গি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষ কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে এবং সেখান থেকে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি, রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভা ও পঞ্চায়েত এলাকায় বৃষ্টির জল জমে না থাকার বিষয়ে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

■ শনিবার দলীয় নির্দেশে খড়দহ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের ডিজিটাল যোদ্ধাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন। উপস্থিত ছিলেন প্রসেনজিৎ সাহা, দীপা পাইক, প্রবীর দাস-সহ নেতৃবৃন্দ।

■ হাওড়া পুরসভার ২২ নং ওয়ার্ডে রাজলক্ষ্মী বালিকা বিদ্যালয়ে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে প্রাক্তন মেয়র পারিষদ দিব্যেন্দু মুখোপাধ্যায়।

বিভ্রান্ত করতে প্রচার

সংবাদদাতা, গোঘাট : বিভ্রান্ত করতে অপপ্রচার। শুক্রবার জগদ্ধাত্রী পুজোর অনুষ্ঠান শেষে কামারপুকুরে ভিএসভি ক্লাব প্রাঙ্গণে খাওয়া-দাওয়া চলছিল। সেখানে ডিম পরিবেশন নিয়ে বচসা বাধে। হাতাহাতি হয়। ঘটনায় রামচন্দ্র ঘোষাল আহত হয়ে লুটিয়ে পড়েন। পুলিশের টহলগাড়ি ঘটনাস্থলে গিয়ে রামচন্দ্রকে দ্রুত কামারপুকুরের বিপিএইচসি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই যুবকের মৃত্যু হয়। পুলিশ জানিয়েছে, রামচন্দ্রের সঙ্গে রাজু মাইতির বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত বিবাদ থেকে হাতাহাতি হয় এবং দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ঘটে। এর সঙ্গে ধর্ম আর রাজনীতির কোনওরকম যোগাযোগ নেই। পুলিশ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে। রামচন্দ্রকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি রাজু মাইতিকে গ্রেফতারও করেছে। আইন অনুযায়ী যে যে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা, সেগুলিই করা হয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে একটি মহল থেকে ঘটনার পিছনের ধর্মীয় উসকানি দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। যারা এই কাজ করছে, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কড়া ব্যবস্থা নেবে। কোনওরকম গুজব ছড়াবেন না।

গঙ্গাসাগর মেলার পর্যালোচনায় সন্তুষ্ট নবনিযুক্ত জেলাশাসক

নাজির হোসেন লস্কর

হাতে আর দু'মাস। পৌষ সংক্রান্তিতে জেলার অন্যতম মেলা গঙ্গাসাগর। যাকে কেন্দ্র করে সমাগম ঘটে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর। আসন্ন মেলার প্রস্তুতি পর্যালোচনায় সাগরদ্বীপে গেলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নবনিযুক্ত জেলাশাসক অরবিন্দকুমার মিনা। দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি শনিবার প্রথম পরিদর্শনে গেলেন গঙ্গাসাগর প্রাঙ্গণে। পুরো ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখলেন নয়া জেলাশাসক। ঘুরে দেখলেন সমুদ্রতট, মেলাপ্রাঙ্গণ, রাস্তাঘাট। একেবারে ম্যাপ ধরে ধরে খতিয়ে দেখেন প্রস্তুতি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক ভাস্কর পাল, সৌমেন পাল, জেলা সহ-সভাধিপতি শ্রীমন্তকুমার মালি, সুন্দরবন পুলিশ জেলার এসপি কোটেশ্বর রাও, বিডিও কানাইয়াকুমার রাও-সহ বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। এর আগে অক্টোবরের মাঝামাঝি পূর্বতন জেলাশাসক সুমিত গুপ্ত প্রস্তুতি বৈঠক ও এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন। এদিন জেলাশাসক বলেন, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় আধিকারিকদের সঙ্গে গোটা এলাকা পরিদর্শন করলাম। যেখানে যেমন প্রয়োজন তারই প্রস্তুতি হিসেবে কাজ চলছে। মেলাকে ঘিরে নিরাপত্তা, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, জনস্বাস্থ্যমূলক পরিষেবা-সহ নানা দিক খতিয়ে দেখেছি। এদিনের প্রস্তুতি পর্যালোচনায় খুশি জেলাশাসক অরবিন্দকুমার মিনা।

■ মেলার ম্যাপে জেলাশাসক বুঝে নিচ্ছেন ব্যবস্থাপনার খুঁটিনাটি। রয়েছেন এসপি, সহ-সভাধিপতি প্রমুখ।

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই গঙ্গাসাগর মেলাকে 'জাতীয় মেলা' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে আসছেন। কেন্দ্রের মসদনে বসে থাকা বাংলা-বিদ্বেষী বিজেপি সরকারের তাতে কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। তবুও কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী না হয়ে মেলার পরিকাঠামো উন্নয়নে একের পর এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে গড়ে তোলা হচ্ছে গঙ্গাসাগর সেতু। যার টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে। বিশ্বদরবারে তুলে ধরতে গঙ্গাসাগর মেলাকে নানা আঙ্গিকে সাজিয়ে তোলে প্রশাসন। আসন্ন মেলা ঘিরে তারই প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে।

দেওয়ালে নাম লিখে স্ত্রী-কন্যা-সহ আত্মঘাতী

সংবাদদাতা, হুগলি : একই পরিবারের তিনজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু। চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে চাঁপদানিতে। মৃতদের নাম মহঃ কেয়ামুদ্দিন (৪০), তাঁর স্ত্রী মমতাজ পারভিন (৩২) ও তাঁদের মেয়ে আফসা (৮)। পুলিশ সূত্রে খবর, চাঁপদানির অ্যাঙ্গাস এলাকার চন্দনপাড়ায় এদিন সকালে স্থানীয়রা দেখতে পান ঘরের মধ্যে তিনজন মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। সেখানেই তিনজনকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, কেয়ামুদ্দিন বারাকপুর আদালতে এক মুহুরির কাছে কাজ করতেন। বাজারে অনেক টাকা ধার-দেনা হওয়ায় বাবাকে জমি বিক্রির কথা বলেছিলেন। এদিকে কেয়ামুদ্দিনের বাবা-মা দু'জনেই পক্ষাঘাতে পঙ্গু।

মৃত্যুর আগে ঘরের দেওয়ালে নিজের পরিবারেরই সাতজনের নাম লিখে গেছেন কেয়ামুদ্দিন। কী কারণে তাঁদের নাম লিখলেন কেয়ামুদ্দিন তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাংলাদেশে পালানোর আগে ফের সীমান্তে আটক অনুপ্রবেশকারী। স্বরূপনগরের বিভিন্ন সীমান্ত থেকে শিশু ও মহিলা-সহ ৪৫ জন বাংলাদেশিকে আটক করে স্বরূপনগর থানার হাতে তুলে দিল বিএসএফ

গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে ঋণ প্রদানে গতি আনার লক্ষ্যে রাজ্যে

প্রতিবেদন : গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে উদ্যোগী হচ্ছে রাজ্য সরকার। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে রাজ্য সরকার তাঁদের ঋণ প্রদানের কাজে গতি আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি রাজ্য সরকার ও স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স সাব-কমিটির যৌথ উদ্যোগে স্বনির্ভর গোষ্ঠী বিষয়ক একটি পর্যালোচনা বৈঠকে এ বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

রাজ্যের কিছু জেলায় ঋণ সংযোগের গতি সন্তোষজনক। কয়েকটি জেলায় এখনও সেই গতি আসেনি। তাই প্রশাসনিক পর্যালোচনায় সেই জেলাগুলিতে ঋণ প্রদানের গতি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সমন্বয় গড়ে তুলে প্রত্যন্ত এলাকায় থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে দ্রুত ঋণপ্রদান নিশ্চিত করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একইসঙ্গে ঋণপ্রাপ্তির প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও ডিজিটাল করতে নতুন পরিকাঠামো গঠনের কথাও বিবেচনা করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসনের আধিকারিক, ব্যাঙ্ক প্রতিনিধিরা ও স্বনির্ভর গোষ্ঠী দফতরের কর্তারা ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

প্রশাসন জানিয়েছে, এই পদক্ষেপের ফলে গ্রামীণ বাংলার আর্থিক কাঠামো মজবুত হবে এবং মহিলাদের আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করার পথ আরও প্রশস্ত হবে। অন্যদিকে রাজনৈতিক মহলের একাংশের বিশ্লেষণ, নির্বাচনের কয়েক মাস আগে এই সিদ্ধান্ত শাসক দলের গ্রামীণ মহিলা ভোটব্যাঙ্কে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাঁদের মতে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গত দেড় দশকে গ্রামীণ মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে একাধিক প্রকল্প চালু হয়েছে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তার অন্যতম। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির ঋণপ্রাপ্তির সুবিধা বাড়লে সেই কাঠামো আরও শক্তিশালী হবে। নবান্নের দাবি, এটি কোনও নতুন বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং দীর্ঘদিনের চলমান কর্মসূচির ধারাবাহিকতা। রাজ্য সরকার বছরের বিভিন্ন সময়ে ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ঋণ প্রদান করে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সক্রিয় রাখার চেষ্টা করে। এবারের উদ্যোগ সেই প্রক্রিয়াকেই আরও দ্রুত ও কার্যকর করার প্রয়াস, যাতে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও উন্নয়নের প্রবাহ পৌঁছোয়।

খরিফ মরশুমে সহায়ক মূল্যে ধান কেনা শুরু করল রাজ্য

প্রতিবেদন : রাজ্যের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের স্বার্থে শনিবার থেকেই ২০২৫-২৬ খরিফ মরশুমে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের কাজ শুরু হবে। খাদ্য দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী, স্থায়ী ধান ক্রয় কেন্দ্রের পাশাপাশি কৃষি সমবায় সমিতি, কৃষি বিপণন সমিতি, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংঘ ও মহাসংঘ মিলিয়ে মোট ২,৯৮৮টি সংগ্রহ কেন্দ্র থেকে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনা হবে।

খাদ্য দফতর জানিয়েছে, প্রতি কুইন্টাল ধান ২,৩৬৯ টাকায় কেনা হবে। তবে কৃষকরা যদি সরাসরি স্থায়ী ধান ক্রয় কেন্দ্রে ধান বিক্রি করেন, তাহলে তাঁদের প্রতি কুইন্টালে আরও ২০ টাকা অতিরিক্ত উৎসাহমূল্য দেওয়া হবে।

ধান ক্রয় কর্মসূচির জন্য রাজ্য সরকার মোট ১৫,৭৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। চলতি মরশুমে ৬৭ লক্ষ মেট্রিক টন ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এপর্যন্ত রাজ্যে ২৩ লক্ষ ৫৪ হাজার ৮১২ জন কৃষক এই কর্মসূচিতে নাম নথিভুক্ত করেছেন। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, ধান বিক্রির তিনটি কর্মদিবসের মধ্যেই বিক্রিত ধানের অর্থ সরাসরি কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

খাদ্য দফতরের পক্ষ থেকে কৃষকদের উদ্দেশে আহ্বান জানানো হয়েছে, যাতে তাঁরা সঠিক গুণমান বজায় রেখে ধান বিক্রি করেন। দফতর জানিয়েছে, সময়মতো অর্থ প্রদান ও সুষ্ঠু বিপণনের মাধ্যমে রাজ্যের কৃষকরা এবছর আরও বেশি উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

■ উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর বিধানসভার বিনানী ধর্মশালায় তৃণমূলের বিএলএ-২ বৈঠক। রয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা ও অন্যান্য কাউন্সিলররা। শনিবার।

এসআইআর নিয়ে আশ্বাস স্নেহাশিসের

■ নন্দীগ্রামের সভায় বক্তব্য রাখছেন স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

প্রতিবেদন : সারা বাংলার সঙ্গে নন্দীগ্রামের গরিব মানুষের ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করেছে গদ্দার অধিকারী। নন্দীগ্রাম আন্দোলনে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির নেতা শহিদ কায়ুম কাজীর স্মরণ সভায় শ্রদ্ধা জানাতে এসে এমনই অভিযোগ করলেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। সামসাবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংলগ্ন মাঠে আয়োজিত এই সভায় তিনি বলেন, নন্দীগ্রাম আন্দোলনে নিহত শহিদদের জীবনদান ব্যর্থ হয়নি। কারণ, বাংলা আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে উন্নয়ন পেয়েছে। এসআইআর নিয়ে ভীত মানুষদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ভয় পাবেন না। জোটবদ্ধ থাকুন। এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ করে জমা করবেন। একজনও প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ পড়লে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তীব্র লড়াই ও আন্দোলন করবে তৃণমূল কংগ্রেস।

হাওড়া শাখায় ফের ট্রেন বাতিলে ভোগান্তি

প্রতিবেদন : আজ, রবিবার ফের যাত্রী ভোগান্তির আশঙ্কা হাওড়া শাখায়। ছুটির দিনে রক্ষণাবেক্ষণের কাজের অজুহাতে হাওড়া ডিভিশনে বাতিল করা হয়েছে একগুচ্ছ লোকাল ট্রেন। পূর্ব রেল সূত্রে খবর, হাওড়ার বিভিন্ন শাখায় ইঞ্জিনিয়ারিং, ওভারহেড সরঞ্জাম ও সিগনালের রক্ষণাবেক্ষণ চলবে। সেই কারণেই হাওড়া, ব্যান্ডেল, শেওড়াফুলি, বর্ধমান, কাটোয়া, আরামবাগ থেকে একাধিক ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আবার কয়েকটি ট্রেনের যাত্রাপথও সংক্ষেপিত করা হয়েছে। এছাড়াও কাটোয়া-আজিমগঞ্জ লোকাল, বোলপুর-হাওড়া শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস-সহ কিছু ট্রেনের সময়সূচিও বদল করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হাওড়া-বেলুড় মঠ-হাওড়া ইএমইউ লোকালের পরিষেবা ৩ নভেম্বর থেকে ২০ দিনের জন্য বাতিল করা হয়েছে। পূর্ব রেল আরও জানিয়েছে, রেললাইনে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হাওড়া ডিভিশনের ব্যান্ডেল-কাটোয়া সেকশনের আপ লাইনে, ধাত্রীগ্রাম স্টেশন লিমিট এবং সমুদ্রগড় রেল স্টেশনের মধ্যে ৪ থেকে ২৫ নভেম্বরের মধ্যে সাতদিন ট্রাফিক এবং পাওয়ার ব্লক থাকবে। এর জেরে নিত্যযাত্রীদের ফের চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হতে হবে।

■ পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির হাওড়া জেলা(গ্রামীণ) শাখার উদ্যোগে উলুবেড়িয়ায় বিজয়া সম্মিলনী। ছিলেন পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি, বিদেশ বসু, প্রিয়া পাল-সহ অন্যরা।

দেবী যাচ্ছেন কৈলাসে, থমকে যায় ট্রেন

সংবাদদাতা, চন্দননগর : দেবী পাড়ি দেন কৈলাসে, আর তখনই থমকে যায় ট্রেন। কাঁধে চেপে রেললাইন পার করেন জগদ্ধাত্রী। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর শোভাযাত্রার নাম দেশজোড়া। প্রতিবারই বিসর্জনে থাকে অভিনবত্ব। তবে সব প্রতিমা শোভাযাত্রায় অংশ নেয় না। যারা অংশ নেয় না তাদের বিসর্জন শুরু হয় সকাল থেকেই। চন্দননগর রেল স্টেশনের পশ্চিম দিকে বেশ কয়েকটি জগদ্ধাত্রী পুজো হয়। রেল স্টেশনের পূর্বদিকে গঙ্গা হওয়ায় পশ্চিমদিকের ওই প্রতিমাগুলিকে বিসর্জন দিতে সমস্যায় পড়তে হয়। কারণ প্রতিমার আকৃতি বিরাট হওয়ায় চন্দননগর স্টেশনের সাবওয়ে দিয়ে তা নিয়ে যাওয়া যায় না।

চন্দননগরের সুভাষপল্লি উত্তরপাড়ার পুজোর প্রতিমা অন্যবারের মতো এবারেও রেললাইন পার করে নিয়ে যাওয়া হল। শনিবার বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ ওই বারোয়ারি পুজো কমিটির সদস্যরা বাঁশের খাঁচায় দড়ি বেঁধে প্রতিমা কাঁধে তুলে রেললাইন ধরে বেশ খানিকটা হেঁটে নিয়ে যান। এর পর রেললাইন পেরিয়ে পূর্ব পাড়ে নিয়ে গিয়ে তোলা হয় লরিতে। এই সময়ের জন্য হাওড়া-বর্ধমান মেন শাখায় ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়। ওভারহেডের তারের পাওয়ার অফ করা হয় ওই সময়ের জন্য। রেললাইন পার করে জগদ্ধাত্রী প্রতিমা নিয়ে যাওয়া দেখতে ভিড় জমে যায় চন্দননগর স্টেশনে।

শেওড়াফুলি জিআরপি থানার ওসিকে প্রদ্যুৎ ঘোষকে দেখা যায় হ্যান্ড মাইক নিয়ে উৎসাহী লোকজনদের সাবধান করতে। রেললাইন থেকে দূরে থাকতে বলেন। দুর্ঘটনা এড়াতে দড়ি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়।

■ শনিবার বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র মুখ্য কার্যালয়ে পরিবহণমন্ত্রী ই-রিকশা রেজিস্ট্রেশন এবং টোটো কিউআর কোড নিয়ে যে নির্দেশিকা জারি করেছেন সেই বিষয়েই ঠাকুরনগর ই-রিকশা ইউনিয়ন সদস্যদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসভা। ছিলেন নারায়ণ ঘোষ, প্রসেনজিৎ রাহা এবং ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা।

শিশু কিশোর আকাদেমি আয়োজিত ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা, সূর্য সেন মঞ্চে

আশার অপর নাম সুমন লিন্ডা

অশোক মজুমদার

শপথের চিঠি নিয়ে চলো আজ
ভীরুতা পিছনে ফেলে—
পৌঁছে দাও এ নতুন খবর,
অগ্রগতির 'মেলে',
দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখুনি—
নেই, দেরি নেই আর,
ছুটে চলো, ছুটে চলো আরো বেগে
দুর্দম, হে রানার ॥

মানবতার দুর্ভিক্ষপীড়িত এই পৃথিবীতে যখন কর্তব্যকে ছাপিয়ে যায় মনুষ্যত্বের টান তখন সুমন লিন্ডার মতো এক সাধারণ আশাকর্মীর পথচলাটাও কবি সুকান্তের রানারের মতো প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

কে এই সুমন লিন্ডা? কী করেছে সে? চলুন পরিচয় করিয়ে দিই জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা ব্লকের সকলের প্রিয় আশাদিদি সুমন লিন্ডার সঙ্গে, এমন মেয়ের কৃতিত্বকে সম্মান জানিয়ে রাজ্য সরকার যাঁকে পুরস্কৃত করেছে।

৪ঠা অক্টোবর ২০২৫ রাত থেকে উত্তরবঙ্গ ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত। জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা পুরো জলমগ্ন। কোমরসমান জল বইছে সুমনের খেরকাটা বনবস্তিতেও। এমন বন্যা এলাকায় জীবনে দেখেনি কেউ। সারাটা দিন জলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতেই কেটে গেল। রাত তখন বারোটা সাড়ে বারোটা। সুমনের মোবাইল বেজে উঠল। খেরকাটারই এক অন্তঃসত্ত্বার প্রসবযন্ত্রণা হচ্ছে, তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী আশাদিদি সুমনকে ফোন করেছে মেয়েটির শ্বশুরমশাই।

ফোন পেয়েই সুমন ব্যস্ত হয়ে উঠল বেরোনোর জন্য। কিন্তু এখন বাইরে বেরোনো মানে বিপদ মাথায় করে বেরোনো। রিজার্ভ ফরেস্টে এমনিতেই সারাবছরই হাতি আর চিতাবাঘের ভয় থাকেই। আর এই ভয়ানক বিপর্যয়ে চারদিকে জল থইথই অবস্থায় কোথায় কে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আটকে আছে জানা নেই। তার উপর বন্যায় কারেন্ট না থাকায় চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার।

অন্যান্য সময় হলে সে একাই বেরিয়ে পড়ে ছেলেমেয়েকে বড়ো জায়ের কাছে রেখে। কারণ তাঁর স্বামী কেরলে কাজ করে। বছরে দু-একবার আসে। তবে সৌভাগ্যবশত দুর্গাপুজোয় বাড়ি আসার জন্য সেদিন তিনি ছিলেন।

আসন্ন শিশু ও মায়ের কথা ভেবেই সুমন স্কুটি বের করলেন, স্বামীকে নিয়ে পৌঁছালেন খেরকাটা বড়ো রাস্তায়। এদিকে মোবাইলে চার্জ কমে আসছে। গাড়ির ব্যাটারিতে মোবাইল চার্জে বসিয়ে ফোন করলেন সরকারি অ্যাম্বুলেন্সে। কিন্তু সে আসবে কী করে? টন্ডুতে ডায়না ও গাঠিয়া নদীর উপর টানাটানি সেতুটাই তো তুমুল জলের স্রোতে ভেঙে গেছে। অ্যাম্বুলেন্স চালক সুমনকে যাহোক করে নদীর ওপারে পৌঁছাতে বলল, সে ওখানেই থাকবে।

এদিক-ওদিক ফোন করে অনেক কষ্টে একটা টোটো শেষমেশ জোগাড় হল। সুমন তাতে করে ওই অন্তঃসত্ত্বা ও তাঁর স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়িকে নিয়ে আসেন টন্ডুতে। কিন্তু এরপর? এবার তো আর গাড়ি যাওয়ার উপায় নেই। এই পরিস্থিতিতে মেয়েটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে কীভাবে?

নদীর ধারে কয়েকজনকে দেখতে পেয়ে সুমন এগিয়ে গেলেন কথা বলতে... ওরা এনডিআরএফ কর্মী; অন্তঃসত্ত্বা মেয়েটির অবস্থা শোনামাত্র তাঁরা তৎক্ষণাৎ স্পিড বোট নামিয়ে নদী পার করে দিল সকলকে। ততক্ষণে নদীর ওপাড়ে উপস্থিত হয়েছে অ্যাম্বুলেন্সও, দ্রুত মেয়েটিকে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলেও ডাক্তারবাবুরা তাঁর শারীরিক অবস্থা দেখে মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করে।

এদিকে, আশাকর্মী হিসাবে সুমনের সুলকাপাড়া হাসপাতাল অবধিই ডিউটি। কিন্তু ওই অন্তঃসত্ত্বার বাড়ির লোক কিছুতেই তাঁকে ছাড়া মালবাজার যাবে না। যন্ত্রণাক্লিষ্ট মেয়েটি ও তাঁর পরিজনদের ওই অবস্থায় ফেলে আসতে পারেননি সুমন। তাই ওদের সকলকে নিয়ে মালবাজার ছুটলেন। ততক্ষণে জঙ্গলের গাছগাছালির ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটে উঠছে।

অবশেষে মাল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে মেয়েটি ফুটফুটে এক কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়। বন্যার মধ্যে জন্ম বলেই যার নাম রাখা হয় 'বন্যা'। একটা বিপদসঙ্কুল রাতের শেষে সদ্য জন্মানো শিশুর মা ও তার পরিবারের সদস্যদের মুখে হাসি দেখে তবেই হাসপাতাল ছাড়েন সুমন।

ঘটনার বেশ কিছুদিন পর যোগাযোগ করি সুমনের সঙ্গে। সেদিনের পরিস্থিতির কথা তুলতেই গড়গড় করে নিজের যাবতীয় সাংসারিক, অফিসিয়াল কাজের কথা বলল সে। ওই দুর্যোগের রাতে বেরোতে হয়েছে বলে কোনও আফসোস বা অভিযোগ একবারও শুনলাম না। বরং ও যে শুধুমাত্র ফোনে যোগাযোগ করেই সরকারি ব্যবস্থার সাহায্যে এহেন পরিস্থিতিতে মেয়েটি ও তার শিশুটিকে বাঁচাতে পেরেছে তাতে ভীষণ খুশি।

এমনিতেই এলাকায় সুমনদিদি হিসাবে সে বেশ পরিচিত। আশাকর্মী হিসাবে চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁকে অ্যালার্ট থাকতে হয় কখন কীসে ডিউটি পড়ে যায়। কিন্তু তাতে তার কোনও সমস্যা নেই। এমন নয় যে সংসারে তার কোনও সমস্যা নেই। শ্বশুর-শাশুড়ি মারা গেছে। মা-বাবার বাড়ি অনেকটা দূর। পরিযায়ী স্বামীও থাকে না কাছে। ফলে ক্লাস ফাইভ পড়ুয়া ছেলে ও টুয়ের মেয়েকে রেডি করে স্কুলে পৌঁছে সে ডিউটি ধরে রোজ। বিকেলে আবার ছেলেমেয়েকে স্কুল-ফেরত টিউশন করিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রোজই সন্ধে নেমে যায়।

সুমন চাইলেই সেদিন পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে এড়িয়ে যেতে পারত। ৫ তারিখ রাতে নাগরাকাটার অবস্থা ভয়ংকর ছিল। চারদিকে জল বইছে নদীর মতো, সেই অবস্থায় মাঝরাতে জঙ্গলের ভিতর ঘুটঘুটে অন্ধকারে গন্ডার, হাতি, চিতা, সাপের আক্রমণকে তোয়াক্কা না করে সে শুধুমাত্র একটি নবাগত শিশু যেন সুস্থভাবে জন্ম নেয় সেই তাড়নায় বেরিয়ে পড়েছিল। মেয়েটিকে হাসপাতাল পাঠানোর চিন্তা ছাড়া কোনও ভয় তার মানে কাজ করেনি।

মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং ৬ তারিখ যখন নাগরাকাটা গেলেন দিনের আলোতে যে পরিস্থিতি আমরা সেদিন দেখেছি তা বর্ণনার অতীত। চারদিকে শুধু ধ্বংসের চিহ্ন। তাও সেদিন জল নেমে গেছে। বৃষ্টিও আর হয়নি।

আমি জানতে চেয়েছিলাম, 'সেদিন যা অবস্থা ছিল তুমি গেলে কেন?'

সুমন অবলীলায় বলল, 'কেয়া করে সাব; জানা তো পরেগাই। কারোর অসুস্থতা শুনে কি ঘরে বসে থাকতে পারি?'

সুমনের কথা শুনে আমাদের শহুরে রাতদখলের ডাক দেওয়া মেয়েগুলোর কথা মনে পড়ছে। যারা মাঝরাতে আঙুলে সিগারেট ধরিয়ে কেরামতি দেখিয়ে মুক্তমনার ডেমো দেখায়, রাস্তা ফুটপাথ বন্ধ করে উদ্বাহু নাচগান করে বোঝায় তারা শিক্ষিত রুচিশীল এলিট শ্রেণি, মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে অশ্লীল নোংরা ভাষায় কুৎসা করে নারী স্বাধীনতার আওয়াজ তোলে।

আর এদের থেকে কয়েকশো কিমি দূরে আধুনিক নগরসভ্যতাহীন একটি জঙ্গলঘেরা গ্রামের অল্প শিক্ষিত, আদিবাসী একটি মেয়ে রাতের অন্ধকারে একা বিপদকে পায়ে ঠেলে এগিয়ে গেছে শুধুমাত্র মানুষ হয়ে আর একটা মানুষের জীবন রক্ষা করার তাগিদে। তাঁর বোধই তাঁকে মনুষ্যত্বের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছে। তাই তাকে নারী স্বাধীনতার নামে রাতদখল করার ধুয়ো তুলতে হয় না। সেই স্বাধীনতা সুমন অর্জন করেছে বলেই ওই রাতে তার স্বামী বেরোতে বাধা দেয়নি। এটা বইয়ের পাতা নয় জীবন শেখায়।

আমি সুমনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'মুখ্যমন্ত্রী এই বন্যায় তোমার মতো যাঁরা জীবনের পরোয়া না করে কাজ করেছে তাদের স্বীকৃতি দিয়েছে। সেই সম্মান পেয়ে কেমন লাগছে?'

তাতে ও উচ্ছ্বাস ভরা গলায় বলেছিল, 'বহুত খুশ হ্যায় হাম। বাড়িতেও সবাই খুব আনন্দ পেয়েছে। দিদি (মুখ্যমন্ত্রী) বহুত আচ্ছি হ্যায়। হাম লোগো কো মা কি তারাহ কিতনা খায়াল রাখতে হ্যায়! হাম সব খুশ হ্যায়।'

সুমন সেই শ্রেণির মানুষ যারা হাজারো অসুবিধার মধ্যে শুধু অভিযোগ করে জীবন কাটায় না। সমাধানে খুশি খোঁজে। সুমন নিজের কী কী অসুবিধা সেসব পাত্তা না দিয়ে বারবার বলছিল সরকারি পরিষেবার কথা। যেটা ওই দুর্যোগেও ভেঙে পড়েনি। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব মুখ্যমন্ত্রীর; আমি সবসময়ই বলি, কেন ওই সত্তরোর্ধ্ব মহিলাটি বারবার ভোটে জেতে তার রহস্য এই সুমনরা... আর মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া এদের কথা কেউ বলে না। কেউ খোঁজও রাখে না।

সুমনের মতো গরিব, খেটে খাওয়া, ভাঙা ঘর, কোন জঙ্গলের ধারে বাস করা এক আশাকর্মীর খবর মিডিয়া কেন করবে? অথচ সমাজে এরা আছে বলেই তো আমরা শহুরে জীবনে ভাল থাকি। কত আয়োজন আমাদের সুখ কেনার। তার সবটাই তো সুমনের মতো সাধারণ এক সরকারি কর্মীর মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকার কারণেই সম্ভব। তার খবর করতে, তাকে নিয়ে একটা সন্ধ্যা আলোচনা করার মতো মেরুদণ্ডটা আপনাদের বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে যে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি ব্যবস্থায় সুমনরা একটি শিশুকে পৃথিবীর আলো দেখাল, সেই কাজকে সম্মান দেওয়া হল। আপনাদের সেসব খবর করার ইচ্ছেটুকুও ধর্তব্যের মধ্যেই এল না।

একটা সময় ছিল আমরা সাংবাদিকরা দল বেঁধে এইসব খবর করতে যেতাম। কাগজের হেডলাইন হত বড় বড় করে। পাঠকেরা খবর পড়ে আনন্দ পেত। এখন সেসব অতীত। বরং সান্ধ্য আসরে ৫ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী কেন উত্তরবঙ্গ না গিয়ে কার্নিভালে নাচলেন সেটাই চেঁচিয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়। তাছাড়া রাতজাগা বিপ্লবী যারা ব্র্যান্ডেড পোশাক পরে মুখে ইংলিশ বুলি ছুটিয়ে সরকারকে নিপাত যাও বলবে, আঙুল তুলে সরকারি সিস্টেমকে গালি দেবে ...তাদের খবর করাটাও খুব জরুরি। কারণ লোকজন সেই দেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় আরও ভরতনাট্যম নাচে। মিডিয়ার টিআরপি বাড়ে।

কিন্তু সুমন লিন্ডারা কাজ করে যায় মানবিক মূল্যবোধ থেকে। তাই আপনারা খবর করুন ছাই না করুন যতক্ষণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও এই সুমনরা ভরসার হাত হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াবে ততক্ষণ আপনাদের ওই রাত দিন দখলের হুজুগ তোলা বেকার খবরের ডাস্টবিনেই ঘোরাফেরা করতে হবে।

পরিশেষে এটুকুই সবাইকে বলার যে, মানুষ হয়ে একটু মানুষের মাঝে যান। সবকিছু সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে সারাদিন এটা কেন হবে? ওটা কেন হল না এসব বলাতে কোন মহত্ব নেই। সামর্থ্য সামান্য হলেও এগিয়ে তো যান, পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা তো করুন। তবেই না একটা সুস্থ সমাজবন্ধনে একে অপরের সুখ দুঃখের শরিক হতে পারব!!

আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো সুমনের আলো যেমন এক জঙ্গল-ঘেরা ছোট্ট জনপদে ছড়িয়ে পড়েছে তেমনি আমাদের পরস্পরের মনেও আলো জ্বলে উঠুক মানবতার, আর তার ছটায় উজ্জ্বল হয়ে উঠুক এ-সংসার।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

2 November, 2025 • Sunday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

বিজেপি ছেড়ে ৪০ পরিবার তৃণমূলে

সংবাদদাতা, ইটাহার : ফের বিজেপিতে ভাঙন। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করল ৪০টি পরিবার। ইটাহারের মারনাই অঞ্চলে এদিন চেকপোস্ট এলাকায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে মারনাই অঞ্চলের ঠিলবিল সংসদের ৪০টি পরিবার ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেনের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে। দলত্যাগীদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন মোশারফ। বিজেপি দলের প্রতি আস্থা হারিয়ে তাঁরা তৃণমূলে যোগদান করেছেন বলে জানান দলত্যাগীরা।

জলস্তর কমতেই দুধিয়া সেতু চালু

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : বিপর্যয় কাটিয়ে দুধিয়া অঞ্চল এখন অনেকটাই স্বাভাবিক পরিস্থিতি। পর্যটক থেকে শুরু করে সাধারণ যাত্রী— সকলেই ফের মিরিক-যাত্রায় বেরিয়েছেন। ফলে শনিবার সকাল থেকেই খুলে দেওয়া হয়েছে দুধিয়া হিউম পাইপ সেতু। ধীরগতিতেই হলেও স্বাভাবিকভাবে শুরু হয়েছে যান-চলাচল। টানা বৃষ্টির জেরে যে দুর্যোগের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল, তা আপাতত কেটে গিয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সতর্কতা এখনও জারি থাকলেও বর্তমানে কোনও আশঙ্কা নেই। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে নিরাপত্তার স্বার্থে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল সেতু। শুক্রবার রাত পর্যন্ত বালাসন নদীর জলস্তর উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে যাওয়ায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে সতর্কতা জারি করা হয়। রাতভর পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালান পূর্ত আধিকারিকেরা। কিছু প্রয়োজনীয় যানবাহন সীমিতভাবে চলাচল করলেও সাধারণ যানবাহনের জন্য বন্ধ রাখা হয় সেতু। শনিবার সকালে বৃষ্টি কমতে শুরু করলে নদীর জল ধীরে ধীরে নেমে আসে এবং সেতুর গঠন অক্ষত রয়েছে বলে নিশ্চিত হন দফতরের আধিকারিকেরা। এরপরই সকাল থেকে দুধিয়া সেতুতে পুনরায় যান-চলাচল শুরু হয়।

পাহাড়ে লাগাতার বৃষ্টির জন্য সরানো হল ৬০টি পরিবারকে

সংবাদদাতা, দার্জিলিং ও শিলিগুড়ি : দার্জিলিং পাহাড়ে লাগাতার বৃষ্টিপাতের কারণে ফের নদীতে জলস্ফীতির সম্ভাবনা। তাই বিজনবাড়ি ব্লকের চুনথুং, মারাবং এবং তামসাং থেকে ৬০টি পরিবারকে গতকাল সন্ধ্যায় নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দার্জিলিং পুলবাজার ব্লকের লিজাহিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর বড় একটি গাছ পড়ায় স্কুলটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আপাতত স্কুলটি বন্ধ রাখা হয়েছে। একটি প্রাইভেট গাড়িও গাছ পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত তিনদিন ধরে দার্জিলিং পাহাড়ে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। গ্রামীণ এলাকা চুনথুং, মারাবং এবং তামসাং বিজনবাড়ি ব্লকের ৬০টি পরিবারকে বিজনবাড়ি ডিগ্রি কলেজ এবং কিছু স্কুল ও কমিউনিটি হলে নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে। আবহাওয়া ভাল হলে বাড়িতে ফেরানো হবে।

জিটিএ-র পক্ষে সন্দীপ লামা রাজ্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। গত ৪ অক্টোবর ভূমিধসে খুবই খারাপ পরিস্থিতি হয়েছিল। সরানো এই পরিবারে ছোট শিশু এবং মহিলাও রয়েছে। তাদের খাবারদাবার ও অন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করা হচ্ছে।

বৃষ্টির দাপটে মহানন্দা ও বালাসনের জল বাড়ায় রাতভর প্রশাসন নজরদারি চালিয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে রাতভর প্রবল বৃষ্টির জেরে ফের আতঙ্ক ছড়াল শহর শিলিগুড়ি সংলগ্ন পোড়াঝাড়ে এলাকায়। মহানন্দা ও বালাসন নদীর জলস্তর লাগাতার বাড়ায় ইতিমধ্যেই কয়েকটি নিচু এলাকায় জল ঢোকার শঙ্কা তৈরি হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে গ্রামবাসীদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মাইকিংয়ের মাধ্যমে নদীর ধারে যেতে নিষেধ করা হচ্ছে। জরুরি পরিস্থিতির জন্য উদ্ধারকারী দলকেও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শনিবার ঘটনাস্থলে যান রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন। তিনি নবনির্মিত বাঁধ পরিদর্শন করেন। জানান, নদীর জলস্তর ও বাঁধের অবস্থার উপর নজর রাখছি। প্রয়োজনে আশপাশের বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হবে।

অনলাইনে নাম নেই, ফুঁসছে পচাগড়

■ কোচবিহার ১ ব্লকে বিএলওদের প্রশিক্ষণ।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : ভোটার তালিকার মাঝখান থেকে উধাও নাম। একটি বা দুটি নয়, একেবারে ৪২৫ জনের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে এলাকায়। এমন হতে পারে অনুমান করে বিভিন্ন জায়গায় অনেক আগেই অভিযোগ জানিয়েছিলেন এলাকার মানুষজন। অভিযোগ জানিয়েও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় করেছিলেন রাজ্য সড়ক অবরোধও। তবে এরই মধ্যে ঘোষণা হয়ে গিয়েছে এসআইআর-এর দিনক্ষণ। তাই এবার হুমকির সুর এলাকাবাসীর মুখে। তাঁরা স্পষ্ট জানাচ্ছেন, কোনও বিএলওকেই এলাকায় ঢুকতে দেবেন না। মাথাভাঙা-১ ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাংকোবা এলাকায় ১৬০ নম্বর বুথের ঘটনা। যদিও বর্তমানে সেই বুথ নম্বর-২ এর ২৪৩।

এলাকাবাসীর দাবি, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম ছিল ৮৪৬ জনের। বর্তমানে অনলাইনে বা বিএলওদের কাছে আসা ভোটার তালিকায় ৪২৫ জনের নাম উধাও। তালিকায় ১ থেকে ৪১৬ নম্বর পর্যন্ত নাম রয়েছে এরপর ৮৪২ থেকে ৮৪৬। মাঝখানে ৪১৭ নাম্বার থেকে ৮৪১ পর্যন্ত নাম নেই।

বিডিওর দফতরে ঢুকে হুমকি, দাদাগিরি টিগ্গার

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : দলের কাছে নম্বর বাড়াতে গিয়ে কুৎসিত কাজ করলেন বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা। মাদারিহাটের বিডিও-কে তাঁর দফতরে ঢুকে টেবিল চাপড়ে গালিগালাজ করেছেন। শালীনতার সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছেন। বুধবার বহু কর্মী-সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে বিনা অনুমতিতে বিডিও অমিতকুমার চৌরাসিয়াকে তাঁর দফতরে ঢুকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করলেন সাংসদ। এই ঘটনার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। তাতে দেখা যাচ্ছে, সাংসদ মনোজ টিগ্গা এনআর মাদারিহাট বিডিও অফিসে বিডিও-র সামনে টেবিল চাপড়ে কথা বলছেন। বিডিও তাঁর সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলার চেষ্টা করলেও তিনি আঙুল উঁচিয়ে হুমকির সুরে কথা বলে যাচ্ছেন। সাম্প্রতিক বন্যায় মাদারিহাট ব্লকের তোর্সা নদী সংলগ্ন পূর্ব খয়েরবাড়ি গ্রামে জল ঢোকে। সরকারি নিয়ম মেনেই ত্রাণ বিলি করেন বিডিও। কিন্তু বিজেপি দলীয়ভাবে বন্যা নিয়ে রাজনীতি করতে পারেনি বলে বিডিও-র ওপর এই ক্ষোভ বলে ধারণা রাজনৈতিক মহলের। এই ঘটনায় আতঙ্কিত বিডিও জানান, সাংসদ কিছু না

জানিয়েই এক-দেড়শো লোক নিয়ে আমার দফতরে চলে আসেন। তবুও আমি সাংসদ হিসেবে ওঁকে যথেষ্ট সম্মান করে বসে আলোচনার কথা বলি। তিনি কোনওভাবেই সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করতে চাননি। সকলের সামনে আমাকে যা ইচ্ছে তাই বলেন। হয়তো প্রচার পেতেই এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছেন। আমি আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।

সুইমিং পুল উদ্বোধনে এসে টিগ্গাকে তুলোধোনা উদয়নের

■ ফিতে কাটছেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ

সংবাদদাতা, কোচবিহার : আমি ওকে বলছি মনোজ টিগ্গা তুমি বিডিওর হাতে তৃণমূলের ঝান্ডা ধরিয়ে দাও আপত্তি নেই, কিন্তু তোমার যদি সৎ সাহস থাকে তোমার মধ্যে যদি বিন্দু মাত্র সততা থাকে বিডিওর হাতে তৃণমূলের পতাকা দেওয়ার আগে বিজেপির পতাকা নির্বাচন কমিশন, সিবিআই, ইডি, ইনকাম ট্যাক্সের হাতে ধরিয়ে দাও। সিআইএসএফের যে চিফ তার হাতে ধরিয়ে দাও, বিএসএফের যে চিফ তার হাতে ধরিয়ে দাও। তারপর বিডিওর হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দিও। মাদারিহাটের বিডিওর অফিসে ঢুকে বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গার হম্বিতম্বির ঘটনায় মন্তব্য করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, রবিবার, প্রায় প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিকমানের সুইমিংপুলের উদ্বোধন করতে এসে। স্থানীয় একটি ক্লাবের মাঠে এই সুইমিং পুল হয়েছে।

■ আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে সম্পূর্ণভাবে কোণঠাসা করতে মাঠে নামল তৃণমূল। রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে শনিবার মালদহের গাজোল ব্লকে শুরু হল নতুন কর্মসূচি— দুয়ারে ব্লক সভাপতি। গাজোল ব্লক তৃণমূল সভাপতি রাজকুমার সরকার বৈরগাছি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঢাকের তালে কর্মসূচির সূচনা করেন। মূল লক্ষ্য, সংগঠনকে আরও মজবুত করা ও ঘরে ঘরে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ পৌঁছে দেওয়া। ব্লক সভাপতি নিজে দুই রাত ওই এলাকায় অবস্থান করবেন, কর্মীদের সঙ্গে বুথভিত্তিক বৈঠক করবেন এবং বিজেপির বিরুদ্ধে প্রচার তীব্র করবেন।

দুই দাঁতালের লড়াইয়ের মাঝে পড়ে মৃত্যু হস্তিশাবকের

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : দুই বড় হাতির লড়াইয়ের মাঝে পড়ে গিয়েছিল এক শাবক, তাতেই বেঘোরে প্রাণ গেল তার। শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ি মেরি ভিউ চা-বাগানের ঘটনা। চা-বাগানে এক হস্তিশাবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। আজ সকালে মেরি ভিউ বাগান ম্যানেজারের নজরে আসতেই বিষয়টির খবর দেওয়া হয় বাগডোগরা রেঞ্জের বন দফতরকে। অপরদিকে হাতির মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন চা-শ্রমিকরাও। পরে বাগডোগরা বন দফতরের টিম

ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই হাতিটির মৃতদেহ উদ্ধার করে। ঘটনাস্থলে বড় হাতির পায়ের ছাপ মিলেছে। তাতেই বন দফতরের অনুমান, দুই হাতির লড়াইয়ের মাঝে পড়েই এই হস্তিশাবকের মৃত্যু হয়েছে। ওই হস্তিশাবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বেঙ্গল সাফারিতে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর মৃত্যুর ঠিক কারণ জানা যাবে বলেই মত বাগডোগরা বন দফতরের রেঞ্জার সোমব্রত সাধুর। মৃত হস্তিশাবকের বয়স ২-৩ মাসের, বলেই জানিয়েছেন তিনি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের চার্চ সংলগ্ন ব্যস্ত রাস্তায় শনিবার হঠাৎই বিষধর সাপ দেখে ভয়ে রাস্তায় থমকে যান পথচলতি মানুষ, সমস্ত যান। শেষে এক বাসকর্মী আহত ও রক্তাক্ত সাপটিকে সরিয়ে পাশের জঙ্গলে ছেড়ে দেন

আমার বাংলা
2 November, 2025 • Sunday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in
৯
২ নভেম্বর ২০২৫
রবিবার

এসআইআর, সর্বদলীয় বৈঠক জেলাশাসকের

বৈঠকে জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা-সহ অন্যরা।

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর: এসআইআর নিয়ে শনিবার সর্বদলীয় বৈঠক হল পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসকের কার্যালয়ের নিউ কনফারেন্স হলে। বৈঠকে এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের জারি করা গাইডলাইন, এসআইআরের বিস্তারিত প্রণালী, ইনুমারেশন ফর্ম নিয়ে আলোচনা হয়। চলে রাজনৈতিক দলগুলির প্রশ্ন-উত্তর পর্ব। বৈঠকে ছিলেন জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা-সহ প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সদস্যরা। শুক্রবার ডেবরা ব্লক অফিসেও প্রতিটি দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই বিষয়ে বৈঠক করেন বিডিও।

দুর্গাপুর নগর নিগমের নয়া ভাইস চেয়ারম্যান

ভাইস চেয়ারম্যান হলেন ধর্মেন্দ্র যাদব।

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুর নগরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলীতে কিছু বদল হল। চেয়ারপার্সন পদে পুনরায় আস্থা রাখা হয়েছে অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়ের ওপর। তবে অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভাইস চেয়ারম্যান পদ থেকে সরিয়ে নতুন ভাইস চেয়ারম্যান করা হল ধর্মেন্দ্র যাদবকে। অমিতাভবাবু হলেন প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য। ধর্মেন্দ্র আগে ছিলেন প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য। দীপঙ্কর লাহা এবং রাখি তিওয়ারিকে সদস্য পদেই রাখা হল। নতুন পদ পেয়ে ধর্মেন্দ্র যাদব বলেন, মুখ্যমন্ত্রী আমার ওপর আস্থা রেখেছেন। সেই জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা ও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। দুর্গাপুরের উন্নয়নে সব সময় সচেষ্ট থাকব।

রানিগঞ্জে ভেজাল তেল কারখানায় পুলিশি হানা

সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ : রানিগঞ্জের মোদি অয়েল মিলে চলছিল নকল রান্নার তেলের ব্যবসা। নামী ব্র্যান্ডের স্টিকার লাগিয়ে সাধারণ মানুষকে বোকা বানানোর অভিযোগের খবর গোপন সূত্রে পেয়ে আইপি ইনভেস্টিগেশন ও রানিগঞ্জ থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে শনিবার হানা দেওয়া হয় ওই মিলে। উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ নকল রান্নার তেল আর ভেজাল তেল।

যানজট রুখতে পুরসভার পদক্ষেপ
আদালত চত্বরে শুরু প্রাচীর নির্মাণ

প্রাচীর নির্মাণের সূচনায় পুরপ্রধান কবিতা ঘোষ। শনিবার।

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম শহরের যানজট কমাতে উদ্যোগ নিল পুরসভা। শহরের প্রধান রাস্তা চওড়া করার পরিকল্পনা অনুযায়ী শুক্রবার আদালত চত্বরে প্রাচীর নির্মাণের কাজের সূচনা করেন পুরপ্রধান কবিতা ঘোষ। ছিলেন পুরসভার কাউন্সিলর নব গোয়ালা, সুকুমার শিট, সোনা মল্ল, বিপ্লব শিট ও পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার মলয় বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাচীর নির্মাণে ব্যয় হবে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। প্রসঙ্গত, পূর্ত দফতরের উদ্যোগে উড়ালপুলের শেষ প্রান্ত শিবমন্দির থেকে পাঁচমাথা মোড় পর্যন্ত রাস্তা চওড়া করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাঁচমাথা মোড় থেকে উড়ালপুল পর্যন্ত রাস্তার ডানদিকে পূর্ত দফতরের একটি ফাঁকা জমি ছিল। প্রায় ছয় বছর আগে ওই জমি পুরসভাকে হস্তান্তর করা হয়। পরিকল্পনা ছিল, রাস্তা ২০ ফুট চওড়া করে পাশে ড্রেন তৈরি হবে এবং বাকি অংশে পিপিপি মডেলে দোকান গড়ে দোকানদারদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। তবে জেলা গঠনের পর ওই এলাকায় অস্থায়ী জেলা আদালত ও জেলা জজের বাংলো তৈরি হওয়ায় নিরাপত্তার কারণে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পুরপ্রধান কবিতা ঘোষ জানান, জেলা জজের বাংলো থাকার কারণে নিরাপত্তার স্বার্থে প্রশাসন পুরসভাকে বিকল্প জমি দিচ্ছে। হাইকোর্টের নো-অবজেকশনও পাওয়া গিয়েছে। তার আগে আদালত চত্বরে প্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। পুরসভা ও পূর্ত দফতরের সমন্বয়ে শহরের যানজট নিরসন ও অবকাঠামো উন্নয়নে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে ঝাড়গ্রাম শহর আরও আধুনিক রূপ পাবে বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

৫০ হাজার খুইয়ে আত্মঘাতী যুবক

সংবাদদাতা, সবং : মোবাইলে আসক্তির ফলে প্রাণ হারাল দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া। পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং ব্লকের বড়চাহারা এলাকার ছাত্র আকাশ পাল (১৮) দিনের বেশিরভাগ সময় মোবাইল গেমে আসক্ত থাকত। মায়ের বকুনি খেয়ে আত্মহত্যা করে সে। আকাশের মা সম্প্রতি গরু কেনার ঋণ বাবদ ব্যাঙ্ক থেকে ৫০ হাজার টাকা অ্যাকাউন্টে রাখেন। সেই টাকা গেম খেলে খরচ করে ফেলে আকাশ। এরপর ব্যাঙ্কের পাস বই আপডেট করে ব্যালেন্স চেক করতে গিয়ে দেখেন টাকা উধাও। বাড়ি এসে টাকা চাওয়ায় মা-ছেলের তর্ক হয়। কিছুক্ষণ পরই বাড়ির কাছে বাগানে গিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয় ওই পড়ুয়া।

গদ্দারকে কড়া চ্যালেঞ্জ পার্থর

প্রতিবেদন : কথায়-কথায় কোর্টে গিয়ে মামলা করা বিরোধী দলনেতা গদ্দার অধিকারীকে পানিহাটির প্রদীপ কর ইস্যুতে কড়া চ্যালেঞ্জ জানালেন বারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক। গত কয়েকদিন ধরে এসআইআর আতঙ্কে আত্মঘাতী পানিহাটির প্রদীপ করের সুইসাইড নোট লেখা নিয়ে গদ্দার নানা বিতর্কিত মন্তব্য করছেন বলে অভিযোগ। বিজেপি নেতার দাবি, ডানহাতের চারটি আঙুল নেই, তা হলে কীভাবে সুইসাইড নোট লিখলেন? এমনকী, বাঁকুড়ায় চিতাবাঘের মৃতদেহ পাওয়া নিয়েও প্রদীপ করের ঘটনা মিলিয়ে গদ্দার বিদ্রুপ করেছেন বলে অভিযোগ। মৃতের পরিবারও বিজেপি নেতার এই মন্তব্য নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বিষয়টির উল্লেখ করে শনিবার বারাকপুরের তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক সরাসরি গদ্দারকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, কথায়-কথায় তো বিরোধী দলনেতা কোর্টে যান। আমি ওঁকে চ্যালেঞ্জ করে বলছি, ক্ষমতা থাকলে, সাহস হলে প্রদীপ করের সুইসাইড নোট প্রয়াতের লেখা কি না, তা নিয়ে মামলা করুন। এর পরই নিজের রাজনৈতিক জীবনকে বাজি রেখে পার্থ ভৌমিক বলেন, মামলা করে উচ্চপর্যায়ের তদন্তে যদি প্রমাণিত হয় সুইসাইড নোট প্রদীপ করের লেখা নয়, তাহলে আমি সাংসদ পদে ইস্তফা দিয়ে রাজনীতি থেকে সরে যাব। আর যদি নোটটি প্রদীপ করেরই লেখা বলে প্রমাণ হয়, তা হলে প্রকাশ্য জনসভায় দাঁড়িয়ে

সাহস থাকলে কোর্টে চলুন

বিজেপির হয়ে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইতে হবে গদ্দার অধিকারীকে। সাহস থাকলে আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে আদালতে মামলা করে দেখান উনি। এদিন রাত পর্যন্ত পার্থর এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা তো দূরের কথা, কোনও প্রতিক্রিয়াও পাওয়া যায়নি বিরোধী দলনেতার। সূত্রের খবর, তদন্তে নেমে বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট ইতিমধ্যে প্রদীপ করের সুইসাইড নোট নিয়ে হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞদের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে।

দুর্গতদের পাঁচ লক্ষ এইচডিএর

সংবাদদাতা, হলদিয়া : উত্তরবঙ্গের মানুষের পাশে দাঁড়াতে উদ্যোগ নিল হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদ (এইচডিএ)। হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের তরফে ইতিমধ্যে ৫ লক্ষ টাকা উত্তরবঙ্গের জন্য রাজ্য সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের তহবিলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। শুক্রবার হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের বোর্ড মিটিংয়ে চেয়ারম্যান জ্যোতির্ময় কর-সহ অন্য সদস্যরা এই সিদ্ধান্ত নেন।

লুঠে এসে জালে

সংবাদদাতা, দাসপুর : ঘাটাল মহকুমার দাসপুর ২ ব্লকের চাইপাট এলাকায় স্কুল মাঠের পাশে জল প্রকল্পের সরকারি পাইপ মজুত করা ছিল। সেই পাইপ লুট করতে গিয়ে সাতজন পুলিশের জালে। উদ্ধার হয় একটি শর্টগান, একাধিক গুলি ও অস্ত্র। ধৃতেরা মুর্শিদাবাদের ইসরাফিল হক, মতিন শেখ, শরিফুল শেখ, মাসাদুল হক এবং বিহারের মহম্মদ গুড্ডু, ডানকুনির কার্তিক বাছার ও হুগলির বাচ্চু সিং।

১৭ লক্ষের প্রতারণা

সংবাদদাতা, হলদিয়া : অভিনব কায়দায় আর্থিক প্রতারণার শিকার হলদিয়ার সিদ্ধার্থশংকর দাস। হারালেন ১৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। কয়েকদিন আগে অচেনা নম্বর থেকে কল আসে। ফোনে টেলিকম রেগুলেটরির প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দিয়ে বলা হয় তাঁর নামে মুম্বইয়ে নতুন একটি সিমকার্ড তোলা হয়েছে। সেটি তাঁর না হলে পিসিপি লেটার দিতে বলা হয়। কিছুক্ষণ পর অন্য একটি নম্বর থেকে এই ঘটনার তদন্তকারী অফিসার অনুরাগ ঠাকুর নাম বলে একজন গ্রেফতার হুমকি দেয় এবং ভুয়ো বিচারকও হাজির করে। সেই ফাঁদে পা দিয়ে ১৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা পাঠিয়ে দেন।

স্বপ্ন হল সত্যি, হোটেলকর্মীর ছেলে এবার আইআইটির অধ্যাপক

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • দিঘা

স্বপ্ন সেটাই যেটা মানুষকে ঘুমোতে দেয় না। এপিজে আব্দুল কালামের এই কথা বেদবাক্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল দিঘার খাদালগোবরা গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রসেনজিৎ দাসের কাছে। আর সেই স্বপ্নই এবার তাঁকে দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইআইটির অধ্যাপকের পদে পৌঁছে দিয়েছে। চলতি মাসেই প্রসেনজিৎ আইআইটি রোপারের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছেন। আর এর ফলে একপ্রকার গর্বে ভাসছেন গোটা খাদালগোবরার মানুষ। জানা গিয়েছে, প্রসেনজিতের বাবা বিশ্বজিৎ দাস একজন হোটেলকর্মী। তিনি দীর্ঘদিন দিঘার এক হোটেলে কাজ করেন। মা ছবি দাস গৃহবধূ। বাবার সামান্য মাইনে থেকেই চলত গোটা সংসার। সেখান থেকেই স্বপ্ন দেখার সূচনা প্রসেনজিতের। কঠোর পরিশ্রম এবং মনের জেদ নিয়ে স্বপ্নপূরণের লড়াই শুরু করেন প্রসেনজিৎ। প্রথম থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ২০০৬ সালে স্থানীয় দিঘা বিদ্যাভবন থেকে মাধ্যমিক এবং ২০০৮ সালে গোবরা ইন্দ্রনারায়ণ ক্ষেত্রমোহন হাই স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। দুটি পরীক্ষাতেই চোখ ধাঁধানো নম্বর পেয়েছিলেন। এরপর কলকাতার আশুতোষ কলেজে শুরু হয় উচ্চশিক্ষার

প্রসেনজিৎ দাস।

পর্ব। সেখান থেকে রসায়নে স্নাতক করেন প্রসেনজিৎ। স্নাতকোত্তরের জন্য স্বপ্নের আইআইটিতে সুযোগ পেয়ে যান তিনি। আইআইটি হায়দরাবাদ থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে আইআইএসইআর মোহালিতে পিএইচডি করেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রসেনজিতের একের পর এক সিঁড়ি ভাঙার এই গল্পে তাজ্জব বনে যান গ্রামের মানুষজন। কয়েক মাস পর সেখান থেকেই পাড়ি দেন বিদেশে। সেখানে শুরু হয় গবেষণা পর্ব। আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ পিটার্সবার্গে ফেলোশিপ এবং পরে জার্মানিতে আলেকজান্ডার ফন হামবোল্ট ফেলো হিসেবে কাজ করেন প্রসেনজিৎ। সেখানেই চলে প্রসেনজিতের দীর্ঘদিনের অধ্যবসায় পর্ব। এর মাঝে কয়েক মাস আগে আইআইটি রোপারের অধ্যাপক হিসেবে যোগদানের সুযোগ পান প্রসেনজিৎ। সেই খবর গ্রামে ছড়িয়ে পড়তেই প্রসেনজিৎকে ঘিরে উচ্ছ্বাস যেন বাদ মানছে না। সেদিনের ছোট্ট প্রসেনজিৎ আজ আইআইটির অধ্যাপক। প্রসেনজিৎ বলেন, শুধু স্বপ্ন দেখলেই হবে না। স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। স্বপ্নের প্রতি আস্থা রাখতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে। আর্থিক প্রতিকূলতা কোনও বাধা নয়। বরং সেটাই দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই জিততে সাহায্য করবে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
2 November, 2025 • Sunday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

■ ধুলিয়ান টাউন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে 'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা' রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্পে উপস্থিত সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, ধুলিয়ানের পুরপ্রধান মহঃ ইনজামুল ইসলাম, রাজা ও ধুলিয়ান টাউন তৃণমূল যুব সভাপতি সুভাষ গুপ্ত।

বাংলাদেশ থেকে বুদ্ধ গয়ার পথে দুর্ঘটনায় বাস, আহত ২৩ যাত্রী

সংবাদদাতা, বর্ধমান: ১৯ নং জাতীয় সড়কের জামালপুর থানার মুসুন্ডা এলাকায় বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে বুদ্ধগয়া যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় পড়ল পুণ্যার্থীদের বাস। আহত ২৩ যাত্রী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাসপাতাল ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুর অভিমুখী পুণ্যার্থীদের ওই বাসটির পিছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে একটি কন্টেনার। ঘটনায় আহত হন কন্টেনারের চালক-সহ ২৩ জন। তাঁদের চিকিৎসা চলছে বর্ধমান মেডিক্যালে। চট্টগ্রাম থেকে ২৯ অক্টোবর বুদ্ধগয়া দর্শনে ১১৭ জন রওনা দেন দুটি বাসে। বেনাপোল হয়ে বাস দুটি ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে বুদ্ধগয়ার দিকে রওনা দেয়। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের মুসুন্ডা এলাকায় গভীররাতে একটি বাসের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে কন্টেনারটি। দুর্ঘটনায় কমবেশি আহত হন ২৩ জন।

ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত

সংবাদদাতা, আউশগ্রাম : আউশগ্রামের পিচকুড়ি নববিয়া মাদ্রাসায় ডায়েরিয়ার প্রকোপে শনিবার প্রায় ৬০ আবাসিক পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে। খাবারে বিষক্রিয়ার জেরেই এই ঘটনা বলে প্রাথমিক অনুমান। প্রায় দুশো আবাসিক নিয়ে চলে মাদ্রাসাটি। শনিবার সকাল থেকেই জ্বর, পেটব্যথা, বমি ও পাতলা পায়খানার উপসর্গ দেখা যায়। বিকেলের পর অসুস্থর সংখ্যা বাড়তে থাকে। গুসকরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা চলছে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা যায়, অধিকাংশেই স্থিতিশীল।

কাঁথিতে বিজেপির গৃহযুদ্ধ চরমে, দায়ের তিন-তিনটি মামলা

ধৃত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি-সহ ৪ নেতা

সংবাদদাতা, খেজুরি : নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই পরিণত হয়েছে দলের ভিতরে গৃহযুদ্ধে। খোদ খেজুরি ২ ব্লক এলাকায় নিজেদের মধ্যে মারামারিতে এবার গ্রেফতার হলেন বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উদয়শঙ্কর মাইতি-সহ মোট চারজন। শনিবার তাঁদের কাঁথি আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠান। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি নিজেদের মধ্যে মারামারির অভিযোগে তিনটি অভিযোগ দায়ের হয় তালপাটিঘাট কোস্টাল থানায়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই আট বিজেপি নেতা ও জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে মামলা শুরু করে পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নেমে শুক্রবার রাতে দুটি মামলায় চারজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য খেজুরি ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উদয়শঙ্কর মাইতি। নিজকসবা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মৌসুমী মণ্ডলের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার হয়েছেন তিনি। এছাড়াও গ্রেফতার হন সুন্দরপুর সংসদের বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী সুভাষ মণ্ডল ও বিজেপি নেতা মোহন প্রামাণিক। বেশ কয়েক মাস আগে একইভাবে অন্য এক মামলায় গ্রেফতার হন উদয়শঙ্কর। এরপর ফের তাঁর গ্রেফতারে রীতিমতো রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে এলাকায়। এঁদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা এবং নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। এই তিনজন ছাড়াও বিজেপি নেতা সৌরভ সরকারের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার হয়েছেন স্থানীয় বিজেপির এসসি ৪ মণ্ডলের সভাপতি সূর্যকান্ত দাস। মোট তিনটি মামলায় চারজন গ্রেফতার হলেও বাকি চারজনের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। ব্লক তৃণমূল সভাপতি সমুদ্রব দাশ বলেন, গোটা রাজ্যেই নিজেদের নেতাদের মধ্যে কলহ, মারামারিতে ব্যস্ত বিজেপি। এই হচ্ছে বিজেপির চরিত্র। ওদের কারণে এলাকার আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। এই ঘটনায় মারামারি ও অশান্তি সৃষ্টির অভিযোগের ভিত্তিতে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানান কাঁথি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দিবাকর দাস।

■ ধৃত উদয়শঙ্কর মাইতি।

গ্যাস লিক করে আগুন, গুরুতর জখম শ্বশুর, শাশুড়ি-সহ জামাই

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : বিষ্ণুপুর পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের আকুঞ্জিপাড়ার একটি বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন লেগে গুরুতর জখম তিন বাসিন্দা কলকাতা পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর জামাই সঞ্জয় কুণ্ডু, বাড়ির কর্তা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক জগন্নাথ পাল ও তাঁর বিধবা বউদি সবিতা পাল। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাতে সবিতা দেবী খাবার বানাতে রান্নাঘরে যান। সিলিন্ডারের গ্যাস শেষ হয়ে যাওয়ায় নতুন সিলিন্ডার লাগানোর চেষ্টা করেন। লাগাতে না পারায় তাঁর দেওর ও জামাই এসে কোনওমতে ওভেনের সঙ্গে গ্যাসের কানেকশন করেন। কিন্তু ততক্ষণে গোটা ঘর গ্যাসে ভর্তি হয়ে ছিল না বুঝেই ওভেন চালু করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে গোটা রান্নাঘর। আগুনে জ্বলতে থাকে সমস্ত আসবাব, জিনিসপত্র, দরজা-জানালা, ফ্রিজ-সহ সব কিছু। গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হন তিনজনই। তাঁদের চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় বিষ্ণুপুর দমকল বিভাগে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে একটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। গুরুতর আহত তিনজনকে ভর্তি করা হয় বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁরা সেখানে চিকিৎসারত। কেউ ৮০%, কেউ ৭০%, কেউ ৬০% পুড়ে গিয়েছেন। রাতেই আহতদের দেখতে হাসপাতালে পৌঁছন বিষ্ণুপুরের পুরপ্রধান, বিষ্ণুপুরের বিধায়ক এবং স্থানীয় কাউন্সিলর। সবরকমভাবে আহতদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন চেয়ারম্যান ও বিধায়ক।

পাশে রয়েছেন তৃণমূল নেতারা

■ হাসপাতালে দেখতে এলাকার পুরপ্রধান, বিধায়ক প্রমুখ।

গদ্দারের মিথ্যাচার ফাঁস

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফাঁস হয়ে গেল গদ্দারের মিথ্যাচার। সেই মিথ্যার নমুনা সামনে আনলেন নন্দীগ্রামের বিরুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা প্রদীপ মান্না। সম্প্রতি তিনি স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ডায়মন্ড হারবার মডেলের মতো নন্দীগ্রামেও সেবাশ্রয়ের আবেদন জানান। শনিবার বিকেলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গদ্দারের দাবি ছিল, প্রদীপবাবুকে নাকি আইপ্যাক দিয়ে শিখিয়ে এই কথা বলানো হয়েছে। এই কথা শোনামাত্রই গদ্দারের মিথ্যা সামনে এনে প্রদীপ মান্না বলেন, উনি যে কথাগুলো বলছেন সেগুলো আমি বলিনি। আইপ্যাকের সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগই নেই। আমি শুধু ডায়মন্ড হারবার মডেলের মতো স্বাস্থ্য পরিষেবার কথা বলেছিলাম। আমার নামে উনি মিথ্যে রটাচ্ছেন।

■ প্রদীপ মান্না।

হুমকির বিরুদ্ধে কমিশনে চিঠি

(প্রথম পাতার পর)

তৃণমূলের আরও অভিযোগ, এসআইআর ঘোষণার পর এমন হুমকি 'ইচ্ছাকৃতভাবে ভয় দেখানো' এবং 'নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার চেষ্টা'। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি যদি সরকারি কর্মীদের জেলে ভরার হুমকি দেন, তা শুধু অগ্রহণযোগ্যই নয়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি সরাসরি আঘাত। চিঠিতে অভিযোগের পাশাপাশি তিন দফা দাবিও জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

প্রথমত, এই মন্তব্যের জন্য গদ্দার অধিকারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করতে হবে। দ্বিতীয়ত, সমস্ত বিএলও ও নির্বাচন কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অবিলম্বে নির্দেশ জারি করা হোক। আর তৃতীয় দাবিটি হল, নির্বাচন কমিশন সর্বসমক্ষে ঘোষণা করুক কোনও রাজনৈতিক নেতা বা দল নির্বাচনী কর্মীদের ভয় দেখালে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এসআইআর আতঙ্কে ফের আত্মঘাতী

(প্রথম পাতার পর)

আর সেই চিন্তাতেই শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেন। দেহ আসার পর ছিলেন এলাকার বিধায়ক এবং তৃণমূলের নেতৃত্ব। এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, যাঁরাই বাইরে কাজ করতে গিয়েছেন, তাঁরা এসআইআর আতঙ্কে ভুগছেন। ভোটার তালিকায় নাম থাকবে কি না এনিয়ে চরম উৎকণ্ঠা। বিমলের পড়শি সোমনাথ শীল বলেন, আমরা কাজ করব না নথি জোগাড় করব? ২০০২-এর তালিকায় নাম রয়েছে কি না আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ফলে আতঙ্ক তৈরি হচ্ছে। এলাকার বিধায়ক অলক মাঝি জানিয়েছেন, বিমল ভয়ে ছিলেন। বাড়িতে বারবার ফোন করে খবর নিচ্ছিলেন। অসুস্থ হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি হন। শেষ পর্যন্ত আতঙ্কের জেরে আত্মহত্যা করেন। বিজেপির এসআইআর আর কত মানুষের প্রাণ নেবে?

'বাংলা ভোট রক্ষা এসআইআর' বিধায়কের কর্মশালা

■ কর্মশালায় তৃণমূল কর্মীদের প্রতি বক্তব্যরত জাকির হোসেন।

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : বিধায়ক জাকির হোসেনের হল 'বাংলা ভোট রক্ষা এসআইআর' বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা। শুক্রবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক শেষে শনিবার বিকেলে রঘুনাথগঞ্জে বিধায়কের 'জনতার দরবারে' অনুষ্ঠিত হয় এই কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক-সহ তৃণমূল নেতৃত্ব, অঞ্চল ও বুথ সভাপতি, পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধান, পাশাপাশি বিআরএস, বিএলও এবং বিএলও ২ প্রতিনিধিরা। রঘুনাথগঞ্জ ১ নম্বর ব্লক সভাপতি গৌতম ঘোষ অংশগ্রহণকারীদের হাতে প্রয়োজনীয় ফর্ম দিয়ে প্রশিক্ষণ দেন। কর্মশালায় ভোটসংক্রান্ত নানা বিষয়, সংগঠনের দায়িত্ববোধ এবং 'বাংলা ভোট রক্ষা এসআইআর' প্রকল্পের কার্যকর বাস্তবায়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিধায়ক বলেন, একজন জেনুইন ভোটারের নামও যাতে বাদ না যায় সে-বিষয়ে ১০০ শতাংশ নজরদারি রাখতে হবে। অনেক পরিবার ও মানুষ ২০০২ সালে ভোট দিলেও তাঁদের নাম ভোটার লিস্টে পাওয়া যাচ্ছে না। এই নিয়ে নির্বাচন কমিশন ও এই কাজের দায়িত্বে যাঁরা থাকবেন তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।

রাতে অফিসে আলো বন্ধ করা নিয়ে দুই সহকর্মীর মধ্যে কথা-কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি। তার জেরে খুন। শনিবার বেঙ্গালুরুর এক অফিসের ঘটনা। ভীমেশ বাবু নামে এক যুবকের মাথায় ডাম্বেল মেরে খুন করে সোমালা বংশী নামে তাঁরই এক সহকর্মী

দিল্লি-এনসিআরে দূষণ ও ভাইরাসের জোড়াফলায় অসুস্থ ৭৫% পরিবার!

নতুন সমীক্ষায় উঠে এল জনস্বাস্থ্যের বিপজ্জনক তথ্য

নয়াদিল্লি: দিল্লি-এনসিআর-এর বিষাক্ত ধোঁয়াশা কেবল দিগন্তরেখায় বিপদ তৈরি করছে না, সেখানকার বাসিন্দাদের কার্যত শ্বাসরোধ করছে। কমিউনিটি প্ল্যাটফর্ম 'লোকাল সার্কেল'-এর একটি নতুন সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে এই অঞ্চলের প্রতি চারটি পরিবারের মধ্যে অন্তত একটিতে বর্তমানে একজন সদস্য অসুস্থতায় আক্রান্ত হচ্ছেন। মারাত্মক বায়ুদূষণের পাশাপাশি ঋতুভিত্তিক ভাইরাসের আক্রমণ একসাথে একটি গুরুতর জনস্বাস্থ্য সংকট সৃষ্টি করেছে। দিল্লি, গুরুগ্রাম, নয়ডা, ফরিদাবাদ এবং গাজিয়াবাদ থেকে সংগৃহীত ১৫,০০০-এরও বেশি প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে এই সমীক্ষাটি তুলে ধরেছে, কীভাবে গত একমাসে শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতা উল্লেখযোগ্য বেড়েছে। সেপ্টেম্বরের শেষে ৫৬ শতাংশ পরিবারে একজন বা তার বেশি অসুস্থ সদস্য ছিলেন; এখন সেই সংখ্যা ৭৫ শতাংশে পৌঁছেছে। রাজধানীর ডাক্তাররা এইচ৩এন২ ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং অন্যান্য ভাইরাল সংক্রমণের ক্ষেত্রে ক্রমাগত বৃদ্ধির কথা জানাচ্ছেন। লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে দীর্ঘস্থায়ী জ্বর, কাশি, গলাব্যথা এবং ক্লান্তি। বাসিন্দারা বলছেন, সুস্থ হতে ১০ দিনের বেশি সময় লাগছে। সমীক্ষাভিত্তিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই ভাইরাসটি বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক এবং যাদের আগে থেকেই অসুস্থতা রয়েছে তাদের সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করছে এবং এতে জ্বর, শরীরে ব্যথা এবং শ্বাসকষ্টের ব্যাপকতার মতো সমস্যাগুলি তুলে ধরা হয়েছে। উৎসবের মরশুম শেষ হতেই দিল্লির বাতাস আবারও মারাত্মক হয়ে উঠেছে। বাজি পোড়ানো, প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে খড়ের আগুন এবং স্থানীয় দূষণের কারণে একিউআই (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স) স্তর ৪০০ থেকে ৫০০-এর মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। এই সময়টি চলতি বছরের সবচেয়ে দূষিত দিনগুলির মধ্যে অন্যতম। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড -এর তথ্য অনুযায়ী, এই সময়ে দিল্লির সার্বিক একিউআই প্রায় ৩৫২-এর উচ্চ স্তরে রয়েছে, তবে বিবেক বিহার ও আনন্দ বিহারের মতো কিছু কিছু এলাকায় দূষণ 'ভয়াবহ' বা বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছে গেছে। সূক্ষ্ম কণা পদার্থের মাত্রা ৩৫০ জিএম-এ পৌঁছেছে, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-এর নির্ধারিত নিরাপদ সীমার প্রায় দশ গুণ বেশি।

লোকাল সার্কেলস-এর সমীক্ষায় দেখা গেছে যে প্রতি চারটি পরিবারের মধ্যে তিনটিই শ্বাসকষ্ট, কাশি, গলাব্যথা, নাকবন্ধ, চোখজ্বালা এবং মাথাব্যথার মতো বায়ুদূষণের সাধারণ লক্ষণগুলির শিকার হচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দিল্লির বাসিন্দারা দ্বৈত-আঘাতের সম্মুখীন হচ্ছেন। ঋতুভিত্তিক ভাইরাল সংক্রমণ বিপজ্জনকভাবে উচ্চদূষণের সাথে মিশে যাওয়ায় সুস্থ হওয়া কঠিন হচ্ছে এবং শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতার ঝুঁকি বাড়ছে। এই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে পিএসআরআই ইনস্টিটিউট অফ পালমোনারি, ক্রিটিক্যাল কেয়ার এবং স্লিপ মেডিসিনের চেয়ারম্যান, ডাঃ গোপীচাঁদ খিলনানি সতর্ক করেছেন যে এই মারাত্মক দূষণ ভয়াবহ ভাইরাল বা ব্যাকটেরিয়াজনিত নিউমোনিয়ার কারণ হতে পারে, যার ফলে মৃত্যুর হারও বেশি। ডাঃ খিলনানি পরামর্শ দিয়েছেন, যাদের দীর্ঘস্থায়ী রোগ আছে তাদের জন্য পরামর্শ, যদি সম্ভব হয়, তবে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি বা শেষ পর্যন্ত দিল্লি ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যান। তিনি মনে করিয়ে দেন, এয়ার পিউরিফায়ার কার্যকর হতে হলে সেগুলিকে সর্বদা চালিয়ে রাখতে হবে এবং ঘর সব সময় বন্ধ রাখতে হবে। সমীক্ষার বিশ্লেষণে অসুস্থতার যে উদ্বেগজনক চিত্র দেখা গেছে তাতে উঠে এসেছে : সমীক্ষাভুক্ত ১৭% উত্তরদাতার পরিবারে চারজন বা তার বেশি সদস্য অসুস্থ ছিলেন, ২৫% পরিবারে দুই থেকে তিনজন এবং ৩৩% পরিবারে একজন অসুস্থ ব্যক্তি ছিলেন। মাত্র ২৫% পরিবার জানিয়েছে যে তাদের সবাই সুস্থ আছেন। এই তথ্যগুলি আবহাওয়ার পরিবর্তন, নিম্নমানের বায়ু এবং ভাইরাল সংক্রমণের মিলিত প্রভাবকে তুলে ধরেছে। পরিস্থিতি 'খুব খারাপ' পর্যায়ে থাকায় দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে জরুরি নয় এমন নির্মাণকাজ বন্ধ রাখা এবং ডিজেল জেনারেটর ব্যবহার সীমিত করার মতো কঠিন বিধিনিষেধ কার্যকর করা হতে পারে। সমীক্ষার গবেষকরা কর্তৃপক্ষের কাছে বায়ু দূষণের মূল কারণগুলি— যেমন যানবাহনের ধোঁয়া, নির্মাণ কাজের ধুলো এবং খড় পোড়ানো— মোকাবিলা করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। চিকিৎসকেরা সাধারণ মানুষকে যতটা সম্ভব বাইরের কার্যকলাপ এড়িয়ে চলতে, বিশেষ করে সকালের দিকে বাইরে বের হওয়া থেকে বিরত থাকতে এবং অপরিহার্য কারণে বাইরে বের হলে এন-৯৯ বা এন-৯৫ মাস্ক ব্যবহার করার পরামর্শ দিচ্ছেন। এই মুহূর্তে কেবল পরিচ্ছন্ন বাতাস নয়, একটি সমন্বিত জনস্বাস্থ্য পদক্ষেপ প্রয়োজন।

বিশেষজ্ঞদের সতর্কতা উপেক্ষা করে সিদ্ধান্ত বিজেপি সরকারের

৩৪ কোটি টাকার পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে, দায় কার?

নয়াদিল্লি : কৃত্রিম মেঘের বীজ বপন করে এ পর্যন্ত কোনও ফল মেলেনি— এটা বিজ্ঞানীরা এবং সম্ভবত দিল্লির সরকারও জানত। তা সত্ত্বেও, বিশেষজ্ঞরা যা 'সম্ভব নয়' বলে আগেই বাতিল করে দিয়েছিলেন, সেই পরীক্ষা চালাতে কীভাবে দিল্লির বিজেপি সরকার করদাতাদের প্রায় ৩৪ কোটি টাকা খরচ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল? গত বছরের ডিসেম্বরে রাজ্যসভায় দেওয়া একটি লিখিত উত্তর অনুসারে, কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রক নিশ্চিত করেছে যে তিনটি বিশেষজ্ঞ সংস্থা— এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট কমিশন (সিএকিউএম), কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (সিপিসিবি), এবং ইন্ডিয়া মেটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট (আইএমডি)— শীতকালে দিল্লিতে মেঘ-বীজ বপনের বিরুদ্ধে পরামর্শ দিয়েছিল। তাদের বিশেষজ্ঞ মতামত ছিল স্পষ্ট : পশ্চিমি ঝঞ্ঝা দ্বারা প্রভাবিত দিল্লির শীতকালীন আকাশে এই পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় ঘন, আর্দ্র মেঘ তৈরি হয় না এবং কোনও বৃষ্টিপাত হলেও তা মাটিতে পড়ার আগেই বাষ্পীভূত হয়ে যায়। রাজ্যসভার উত্তরটিতে বলা হয়েছে যে এই সংস্থাগুলি সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ঠান্ডা ও শুষ্ক মাসগুলিতে (নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি) মেঘ-বীজ বপন করা কার্যকর নয়

। তারা সতর্ক করেছিল যে মেঘের অভাবের কারণে সিলভার আয়োডাইডের মতো রাসায়নিক ব্যবহার করলে ফল সামান্য হবে কিন্তু উল্টো পরিবেশগত ঝুঁকি বাড়তে পারে। বিজ্ঞানীদের স্পষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও চলতি বছরের শুরুতে দিল্লি সরকার আইআইটি কানপুরের সহযোগিতায় আনুমানিক ৩৪ কোটি টাকার একটি প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে যায়। আইআইটি কানপুরের পরিচালকও চুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেন। ২৮ অক্টোবর দুটি উড়ান সম্পন্ন হয়, যার প্রতিটিতে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা খরচ হয়। তবে ফলাফল ছিল প্রায় শূন্য— সর্বোচ্চ কয়েক মিলিমিটার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। বিজ্ঞানীরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে পরীক্ষার সময় বায়ুমণ্ডলে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল অত্যন্ত কম— মাত্র ১০ থেকে ১৫ শতাংশ— যা আইএমডি ও সিপিসিবি গত বছরই সতর্ক করেছিল। তাহলে প্রশ্ন জাগে, এই বিশাল অর্থব্যয়ের অনুমোদন কে দিল? বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির পরামর্শ কি উপেক্ষা করা হয়েছিল? যদি বিজ্ঞান আগেই এই পদ্ধতিকে ব্যর্থ ঘোষণা করে থাকে, তবে এই জুয়াখেলার পিছনে কী কারণ ছিল? এই বিষয়ে দিল্লি সরকার জানিয়েছে যে মেঘ-বীজ বপন উদ্যোগটি এখনও পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে এবং তারা আইআইটি কানপুরের একটি বিশদ প্রযুক্তিগত মূল্যায়নের অপেক্ষায় আছে। অতীতের ব্যর্থতার মতোই এই প্রচেষ্টাও যখন কোনও ফল দিল না, তখন প্রশ্নটা আর কবে বৃষ্টি হবে তা নয়। প্রশ্নটা হল, কে বিজ্ঞানকে অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্ত নিল এবং কেন। দিল্লির শীতকালীন ধোঁয়াশা হয়তো রহস্য নয়, কিন্তু এই মেঘ-বীজ বপন পরীক্ষার পেছনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কুয়াশা অবশ্যই এক রহস্য। সবটাই বিজেপির রাজনৈতিক গিমিক তৈরির অপচেষ্টা কিনা, সেই প্রশ্ন তুলছেন পরিবেশবিদেরাও।

অন্ধ্রপ্রদেশের মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে ২ শিশু-সহ মৃত ১২

শ্রীকাকুলাম : শনিবার সকালে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম জেলার কাসিবুগ্গার ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে কমপক্ষে বারোজনের মৃত্যু হয়েছে এবং বহু মানুষ আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে দুটি শিশুও রয়েছে। সাধারণত শনিবার এই মন্দিরে ভক্তদের ভিড় বেশি থাকে, যার কারণে এই হুড়োহুড়ি ঘটে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। স্থানীয় এক পুলিশ কর্মকর্তা সংবাদমাধ্যমকে জানান, ভক্তরা লাইনে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার জন্য ধাক্কাধাক্কি করছিলেন। সেইসময় একটি রেলিং ভেঙে যাওয়ায় মানুষজন একে অপরের ওপর পড়ে গেলে পদপিষ্ট হয়ে এই মমান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু ঘটনায় নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

প্রায় ১২ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত কাসিবুগ্গা ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা আসেন। মন্দিরে মমান্তিক পদপিষ্টের ঘটনার পিছনে ছিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ও মারাত্মক গাফিলতি। মন্দিরটি ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত হওয়ায় এটি রাজ্যের এনডাওমেন্টস দপ্তরের অধীনে আসে না, যা এই ধরনের বিশাল জনসমাগমের জন্য প্রয়োজনীয় তদারকি এবং সুরক্ষার পরিকল্পনার অভাব নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে। সূত্র মারফত জানা যায়, অনুষ্ঠানের আয়োজকেরা এই ব্যাপক ভক্ত সমাগম সম্পর্কে কোনও সরকারি অনুমতি নেননি বা রাজ্য সরকারকে আগে

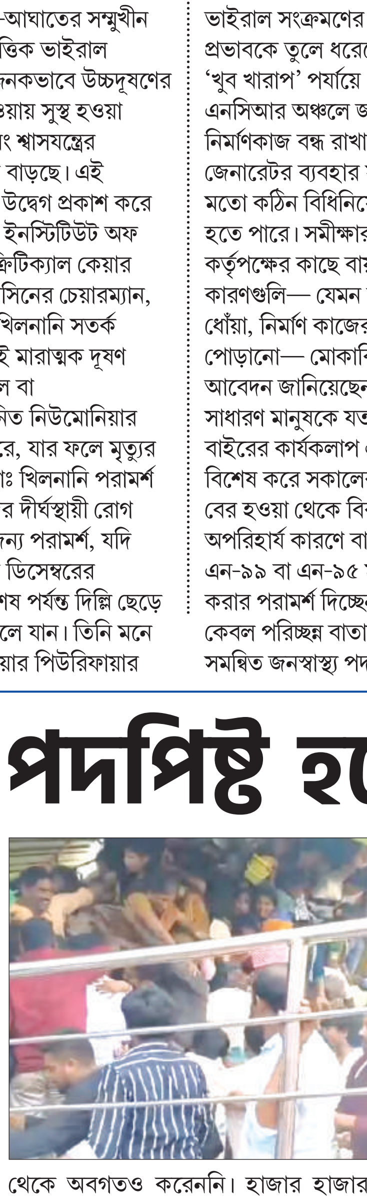

থেকে অবগতও করেননি। হাজার হাজার ভক্তের সমাগমের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সেখানে আগাম কোনও সতর্কবার্তা বা ভিড় নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়নি। প্রাথমিক নিরাপত্তাবিধি লঙ্ঘন করে তীর্থযাত্রীরা যেখানে জড়ো হয়েছিলেন। জানা গিয়েছে, সেই স্থানটি তখনও নির্মাণাধীন ছিল এবং দুর্ঘটনার সময়েও সেখানে কাজ চলছিল। বিশৃঙ্খলা আরও বাড়িয়ে দেয় মন্দিরের প্রবেশ ও প্রস্থান-পথ একই হওয়া। এর ফলে ভক্তরা একই সঙ্গে ভেতরে ঢোকা ও বাইরে বেরোনোর চেষ্টা করায় একটি বিপজ্জনক সংকীর্ণ পথের সৃষ্টি হয়। সঠিক ব্যারিকেড বা ভিড় ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা না থাকায় পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এই মমান্তিক ঘটনাটি মনে পড়িয়ে দিচ্ছে পার্শ্ববর্তী তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক সমাবেশে পদপিষ্ট হয়ে ৪২ জনের মৃত্যুর ঘটনাকে। ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরের এই পদপিষ্টের ঘটনাটি রাজ্যে চলতি বছরে এই ধরনের তৃতীয় বড় দুর্ঘটনা। এর আগে গত ৩০ এপ্রিল বিশাখাপত্তনমের সিমহাচলম মন্দিরে শ্রী বরাহ লক্ষ্মী নরসিংহ স্বামীর একটি নতুন নির্মিত বৃষ্টিস্নাত প্রাচীর ধসে সাতজনের মৃত্যু হয়। অক্ষয়তৃতীয়ার কারণে সেদিন টিকিট কাউন্টারে ভিড় বেশি ছিল এবং বহু লোক প্রাচীরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এছাড়া, চলতি বছরের ৮ জানুয়ারি তিরুপতির ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরের বিশেষ দর্শনের টিকিট বিতরণের কাউন্টারে পদপিষ্ট হয়ে ছ'জন নিহত এবং অসংখ্য মানুষ আহত হয়েছিলেন। এই দুর্ঘটনাগুলি দর্শনার্থীদের ব্যবস্থাপনার ঘাটতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে।

দেশ বিদেশ

2 November, 2025 • Sunday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শুল্ক-বিজ্ঞাপন বিতর্কে এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে ক্ষমা চাইলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নে। তিনি জানান, বিজ্ঞাপনের কারণে রেগে গিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এজন্য তিনি দুঃখিত। আমেরিকা রাজি থাকলে আবার বাণিজ্য আলোচনায় বসতে প্রস্তুত কানাডা

দেশের ১৮.৮ কোটি কর্মীর ভবিষ্যৎ সামাজিক সুরক্ষা ও স্থায়িত্বের সংকটে

সতর্ক করল নীতি আয়োগ

নয়াদিল্লি: ভারতের পরিষেবা ক্ষেত্রে গভীর সংকট। নীতি আয়োগের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে, পরিষেবা ক্ষেত্র এখনও অনথিভুক্ত তথা প্রথাগত নয় এমন কর্মসংস্থানের দ্বারা প্রভাবিত, যেখানে বেশিরভাগ শ্রমিকেরই চাকরির স্থায়িত্ব এবং সামাজিক সুরক্ষার অভাব রয়েছে। প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক সতর্ক করে জানিয়েছে, দেশের দ্রুততম ক্রমবর্ধমান অংশ হওয়া সত্ত্বেও এই ক্ষেত্রটি 'কম-মজুরির ফাঁদে' পরিণত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

'ভারতের পরিষেবা খাত: কর্মসংস্থান প্রবণতা থেকে অন্তর্দৃষ্টি' শীর্ষক নীতি আয়োগের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩-২৪ সালে পরিষেবা ক্ষেত্রে ১৮.৮ কোটি মানুষ নিযুক্ত ছিলেন, যা গত ছয় বছরে প্রায় ৪ কোটি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। ২০১১-১২ সালের ২৬.৯% থেকে বেড়ে ২০২৩-২৪ সালে সামগ্রিক কর্মসংস্থানে এই খাতের অংশ দাঁড়িয়েছে ২৯.৭%। তবে এর পাশাপাশি উদ্বেগের বিষয় হল, পরিষেবা খাত ভারতের মোট জাতীয় উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশি জোগান দিলেও এটি মোট চাকরির এক-তৃতীয়াংশের কম সরবরাহ করে, যার অধিকাংশই অনথিভুক্ত এবং নিম্ন বেতনের। নীতি আয়োগের এই রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দুতে পরিষেবা ক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও এই খাতের অবস্থা এমনই যে, বেশিরভাগ শ্রমিকেরই চাকরির নিরাপত্তা বা সামাজিক সুরক্ষা নেই। অর্থনীতির দ্রুততম বর্ধনশীল অংশ হওয়া সত্ত্বেও পরিষেবা খাত একটি কম-মজুরির ফাঁদে পরিণত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

পরিষেবা খাতের গভীর বিশ্লেষণে উচ্চমূল্যের এবং ঐতিহ্যবাহী পরিষেবাগুলির মধ্যে একটি তীব্র বিভাজন দেখা গেছে। তথ্যপ্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা এবং পেশাদার পরিষেবাগুলির মতো আধুনিক, বিশ্ব-প্রতিযোগিতামূলক বিভাগগুলি উৎপাদনে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম শ্রমিক নিয়োগ করে। এর বিপরীতে বাণিজ্য এবং পরিবহণের মতো ঐতিহ্যবাহী ক্ষেত্রগুলি বেশিরভাগ শ্রমশক্তি শোষণ করে, তবে এগুলি অনুষ্ঠানিকতাহীন এবং কম মজুরি বৃদ্ধির দ্বারা চিহ্নিত, যা তাদের কাজের ক্ষেত্রকে অসুরক্ষিত করে তুলেছে। প্রতিবেদনটি আরও দেখিয়েছে যে, পরিষেবা ক্ষেত্রে স্বনিযুক্ত শ্রমিকরা এই কর্মসংস্থানের বৃহত্তম অংশ, যা মোট অনথিভুক্ত কর্মীর ৫৫.৭%। এরপর রয়েছে ২৯% সামাজিক সুরক্ষা ছাড়া নিয়মিত বেতনভোগী বা কর্মচারী, গৃহস্থালী উদ্যোগে সহায়তাকারী ৯.২%, এবং দৈনিক শ্রমিক ৬.১%। এই রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, নিয়মিত পরিষেবা কর্মীদের প্রতি পাঁচজনের মধ্যে দু'জনই মৌলিক সামাজিক সুরক্ষার অভাব নিয়ে কাজ করেন, যা আপাত স্থিতিশীল চাকরিতেও অনিশ্চয়তার ব্যাপকতা তুলে ধরে।

চলতি বছরের অক্টোবরে প্রকাশিত নীতি আয়োগের আরেকটি প্রতিবেদন ভারতের শিল্পখাতের জন্য উদ্বেগের চিত্র তুলে ধরেছে। এতে বলা হয়েছে, পরিষেবা খাতের দ্রুত অগ্রগতির বিপরীতে গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে উৎপাদন এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলি স্থবির হয়ে আছে। গবেষণায় দেখা গেছে, শিল্প খাতের মোট মূল্য সংযোজনের (জিভিএ) অংশ ২০১১-১২ সাল থেকে ২৮% থেকে ২৯% এর মধ্যে কার্যত অপরিবর্তিত রয়েছে, যা ২০২৩-২৪ সালে ছিল ২৮.৮%। এর বিপরীতে, পরিষেবা খাত বর্তমানে ৫৪.৫% জিভিএ ভাগ নিয়ে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করেছে। শিল্প খাতের এই স্থবিরতার প্রধান কারণ হিসাবে প্রতিবেদনে উৎপাদন শিল্পের দুর্বল কর্মক্ষমতাকে দায়ী করা হয়েছে, যা শিল্প উৎপাদনের বৃহত্তম অংশ সরবরাহ করে।

ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেস ভবন নতুন ভাবে সেজে উঠছে।

রাজপথে নেত্রী-অভিষেক

(প্রথম পাতার পর)

দলনেত্রীর নেতৃত্বে মহামিছিলে হাঁটবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার মানুষকে ভয় দেখিয়ে বাংলাদেশে পাঠানোর চক্রান্ত করেও দমিয়ে রাখতে পারেনি কেন্দ্রের স্বৈরাচারী বিজেপি সরকার। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার খেলা শুরু করেছে এখন। কোনও ধরনের কারচুপিই বাকি রাখেনি নির্বাচন কমিশন। যে প্রক্রিয়ায় ইন্যুমারেশন ফর্ম ফিলআপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাতে নথির জটিলতায় আতঙ্কে ভুগছেন বাংলার মানুষ। উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহ ও বীরভূমের ইলামবাজারে এসআইআর আতঙ্কে আত্মঘাতী হয়েছেন দুই ব্যক্তি। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে সবরকমভাবে এগিয়ে এসেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। ৪ নভেম্বর ফর্ম-ফিলআপ প্রক্রিয়া শুরুর দিন থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্যের প্রতিটি পঞ্চায়েতে ও পুরসভার ওয়ার্ডে বসবে হেল্প ডেস্ক। তিনমাস পথে থাকবেন তৃণমূল সাংসদ থেকে নেতা-কর্মীরা। মঙ্গলবার দলনেত্রী পথে নামছেন এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য। রেড রোড থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত মিছিলে থাকবেন রাজ্যের মন্ত্রী থেকে সাংসদ, বিধায়ক ও কাউন্সিলররা। মিছিল-শেষে কর্মী ও নেতাদের জন্য নির্দেশ দেবেন দলনেত্রী।

ক্ষোভের মুখে নিরুত্তর কমিশন

(প্রথম পাতার পর)

ভূমিকা পালন করতে মাঠে নামতে হয়।

শনিবার থেকে রাজ্যের বিএলও-দের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে রাজ্যে ইন্যুমারেশন ফর্ম ফিলআপের আগে। মঙ্গলবার থেকে সেই ফর্ম ফিলআপ প্রক্রিয়া শুরু হবে। শনিবার প্রশিক্ষণে যোগ দেওয়ার আগেই বিএলও-দের সঙ্গে একপ্রস্থ সংঘাত হয়ে গিয়েছে নির্বাচন কমিশনের। একাধিক অব্যবস্থার অভিযোগ তুলে ১৪৩ জন বিএলও শুক্রবার পর্যন্ত কাজে যোগ দেননি। শুক্রবার দুপুর ১২টার মধ্যে নিজেদের রেজিস্ট্রেশন না করালে বিভাগীয় ব্যবস্থা, এমনকী সাসপেনশনেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছিল কমিশন। আদতে যে দাবি তুলে বিএলও-রা কাজে যোগ দিতে অস্বীকার করছিলেন, তা কতটা ন্যায্য ছিল, প্রমাণিত হল শনিবার প্রশিক্ষণের প্রথম দিন।

নজরুল মঞ্চে বিএলও-দের প্রশিক্ষণ চলাকালীন দাবি তোলা হয় ডিউটির স্বচ্ছতা নিয়ে। বিএলও-রা জানান, তাঁদের কোনও অন ডিউটি ফর্ম দেওয়া হবে না বলেই জানান কমিশনের আধিকারিকরা। সেক্ষেত্রে যে কর্মক্ষেত্র, মূলত স্কুলে, বিএলও-রা কর্মরত সেখানে যে কাগজ দেখিয়ে নির্বাচনের কাজে যোগ দেবেন রাজ্য সরকারের কর্মীরা, সেরকম কোনও কাগজই তাঁদের হাতে থাকছে না। ফলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম ফিলআপের কাজ তাঁদের স্কুল কামাই করেই করতে হবে। সেখানেই কমিশনের দাবি, স্কুল ছুটির পরে তাঁদের এসআইআর-এর কাজ করতে হবে, এমনটা জানানো হয়। এরই প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন বিএলও-রা।

শনিবার প্রশিক্ষণ নিতে আসা বিএলও-দের দাবি, প্রশিক্ষণ শিবিরে তাঁদের কোনও কথাই শোনা হয়নি। মঞ্চে থাকা আধিকারিকরাই বক্তব্য রেখেছেন। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বিএলও-দের হুমকি দিয়েছেন, কাজে অসঙ্গতি হলে বিহারের মতো বিএলও-দের জেলে ভরা হবে! সেক্ষেত্রে কমিশনের নির্দেশে স্কুল করার পরে এসআইআর-এর কাজ করা তাঁদের জন্য একটি অমানুষিক কাজ হবে। সেক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি হলে দায় নেবে কে, প্রশ্ন বিএলও-দের।

সেই সঙ্গে স্কুলের শেষে সন্ধ্যায় কাজ করতে গেলে কীভাবে নিরাপত্তা দেওয়া হবে বিএলও-দের? যেসব মহিলাকর্মী এলাকায় ঘুরে ঘুরে ফর্ম ফিলআপের কাজ করবেন, তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়েই বা কী ভাবা হয়েছে কমিশনের তরফে— প্রশ্ন তোলেন প্রশিক্ষণে যোগ দেওয়া বিএলও-রা। কোনও প্রশ্নেরই সদুত্তর এদিন দিতে পারেননি কমিশনের আধিকারিকরা। জানানো হয়, অন ডিউটি লিখিত দেওয়া সম্পর্কে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে রাজ্যের সিইও-র তরফ থেকে অন ডিউটি কাগজ চেয়ে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সদুত্তর দেয়নি জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড বিশ্বের অন্যতম প্রসিদ্ধ বহুতল পেট্রোনাস টাওয়ারে। শনিবার সকালে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে ওই বহুতলের তিন নম্বর টাওয়ারে আগুন লাগে। বহুতলটির 'রুফ টপ' রেস্তোরাঁ থেকেই আগুন ছড়িয়েছে বলে মালয়েশিয়ার সংবাদমাধ্যম 'নিউ স্ট্রেটস টাইমস'-এর ইঙ্গিত দিয়েছে। এই বিষয়ে 'ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ সার্ভিস'-এর সহকারী কমিশনার হাসান আসারি ওমর জানান, তাঁদের লাগাতার চেষ্টায় কয়েকঘণ্টা পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

অরুণাচলের কাছে চিনের বায়ুসেনার সক্রিয়তায় বিতর্ক

নয়াদিল্লি: ডোকলাম সংঘাতের পর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বা এলএসিতে পরিস্থিতি সবে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছিল এবং ভারত থেকে চিনের সরাসরি বিমান পরিষেবাও শুরু হয়েছে। কিন্তু ফের উদ্বেগের মেঘ ঘনাচ্ছে চিনের মতিগতিতে। এবার স্যাটেলাইট ইমেজে ধরা পড়েছে চিনা ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারত ও চিন সীমান্তে বিতর্কিত ম্যাকমোহন লাইন থেকে মাত্র ৪০ কিলোমিটার উত্তরে ৩৬টি মজবুত স্থায়ী ঘাঁটি বানিয়েছে চিন। প্রতিটি ঘাঁটিই আকারে এত বড় যে আস্ত যুদ্ধবিমান ভিতরে রাখা যাবে। ইতিমধ্যেই সেখানে ড্রোন মজুত রয়েছে। অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং থেকে ১০৭ কিলোমিটার দূরে চিনা বায়ুসেনার তৎপরতায় সিঁদুরে মেঘ দেখছেন ভারতের প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা।

এপ্রিল মাস থেকে তিব্বতের বুকে ঘাঁটি তৈরিতে তৎপরতা বাড়িয়েছিল চিন। বায়ুসেনা ঘাঁটি তৈরির কাজ অনেকটা সম্পন্ন হতেই যুদ্ধবিমান, ড্রোন-সহ একাধিক বায়ুসেনার সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে আসা হয় সেখানে। ইতিমধ্যেই চিনা সিএইচ-৪ ড্রোন মোতায়েন রয়েছে এই ঘাঁটিতে। কিন্তু ভারতের এত কাছে হঠাৎ করে কেন বায়ুসেনা ঘাঁটি তৈরি করল বেজিং? চিনের এই কৌশল নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন এয়ার চিফ মার্শাল বি এস ধানোয়া। তিনি বলেছেন, ডোকলাম সংঘাতের আগেও বলেছিলাম, তিব্বতে পিপলস লিবারেশন আর্মি এয়ার ফোর্সের বিমানঘাঁটি আমাদের মূল সমস্যা নয়। মূল সমস্যা হল, চিনা সেনার তৎপরতা ও আগ্রাসী মনোভাব। এলএসির এত কাছাকাছি এরকম আধুনিক ঘাঁটি তৈরির অর্থই হল, ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা করতে পারে চিন। বিশেষজ্ঞদের মতে, ম্যাক্সারের স্যাটেলাইট চিত্রে মাটির উপরে ঘাঁটি তৈরির ছবি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই মাটির নিচে সুড়ঙ্গ জ্বালানি ও গোলাগুলি মজুত করে রাখতে পারে লালফৌজ। ডোকলামের মতো সংঘাতের পরিস্থিতি ভবিষ্যতে ফের তৈরি হলে চিনা সেনা লুনজে থেকেই পরিচালিত হবে বলেও তাঁদের আশঙ্কা। স্থায়ী ঘাঁটিগুলিতে যুদ্ধবিমান, অ্যাটাক হেলিকপ্টার, ড্রোন মোতায়েন করা যাবে। অবসরপ্রাপ্ত বায়ুসেনা কর্তা এয়ার মার্শাল অনিল খোসলার আশঙ্কা, তিব্বতের লুনজে ঘাঁটির আধুনিকীকরণের ফলে সামগ্রিকভাবে এশিয়ার শান্তি ও স্থিতাবস্থা বিঘ্নিত হবে। বিশেষত, গালওয়ান সংঘাতের পর থেকেই প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার পরিস্থিতি খুবই স্পর্শকাতর।

হাওড়ার বালিটিকুরি থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'নবীন আলো' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা। গদ্যে-পদ্যে ঠাসা। লিখেছেন এই সময়ের বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকেরা

বাংলা সাহিত্যে ননসেন্সের প্রবর্তক

আশ্চর্য প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন সুকুমার রায়। অসম্ভব মেধাবী। ননসেন্স ছড়া-কবিতার পাশাপাশি লিখেছেন গল্প, প্রবন্ধ, নাটক। সম্পাদনা করেছেন 'সন্দেশ'। আজও তিনি চর্চিত, পঠিত। ৩০ অক্টোবর ছিল জন্মদিন। স্মরণ করলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

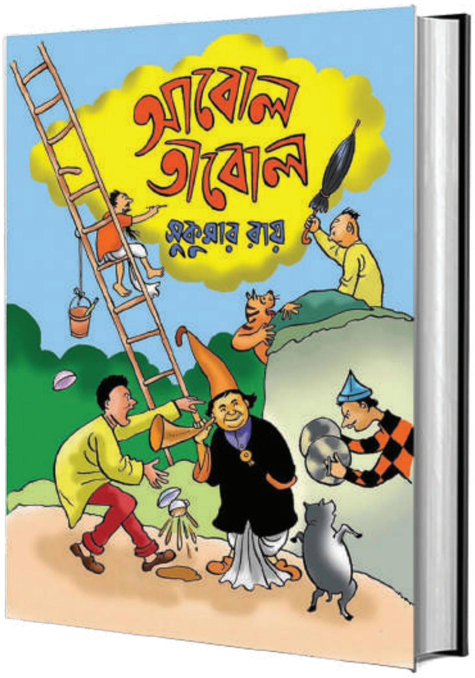

মসূয়ার রায়চৌধুরী পরিবারের বিশেষ অবদান রয়েছে বাংলা শিশুসাহিত্যে। এই ধারার সূচনা হয়েছিল উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর হাত ধরেই। সেই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর পুত্র সুকুমার রায়। আশ্চর্য প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন সুকুমার। অসম্ভব মেধাবী। প্রেসিডেন্সি কলেজের স্নাতক। পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে। দুই বিষয়ে অনার্স-সহ স্নাতক হয়েছিলেন। ছাত্রজীবনেই ডুব দিয়েছিলেন সাহিত্যচর্চায়। ভারতীয় সাহিত্যে ননসেন্স ছড়া-কবিতার প্রবর্তন করেন। ছড়া-কবিতার পাশাপাশি লিখেছেন গল্প, রম্যরচনা, প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদি।

সুকুমারের জন্ম ১৮৮৭-র ৩০ অক্টোবর। কলকাতার এক দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ বংশীয় ব্রাহ্ম পরিবারে। তাঁদের আদিনিবাস বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার কটিয়াদি উপজেলার মসূয়া গ্রামে। বর্তমানে কিশোরগঞ্জ জেলা। তাঁর পূর্বপুরুষের আদিনিবাস ছিল নদিয়া জেলার চাকদহে। সুবিনয় ও সুবিমল তাঁর দুই ভাই। তিন বোন— সুখলতা, পুণ্যলতা ও শান্তিলতা। সাহিত্যানুরাগী পারিবারিক পরিবেশ সুকুমারের সাহিত্যিক প্রতিভা বিকাশে বিশেষ সহায়তা করেছিল। পিতা উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন মূলত শিশুসাহিত্যিক। সেইসঙ্গে বিজ্ঞান লেখক, চিত্রশিল্পী, সুরকার ও শৌখিন জ্যোতির্বিদ। 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তাঁর সূত্রেই রায়চৌধুরী পরিবারের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখের।

উপেন্দ্রকিশোর ছাপার ব্লক তৈরির কৌশল নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। দীর্ঘদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। মানসম্পন্ন ব্লক তৈরির একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। নাম দেন 'মেসার্স ইউ. রয় অ্যান্ড সন্স'। পারিবারিক ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সুকুমার। তিনি মুদ্রণবিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষার জন্য ১৯১১ সালে বিলেতে যান। সেখানে আলোকচিত্র ও মুদ্রণপ্রযুক্তি নিয়ে বিস্তর পড়াশোনা করেন এবং কালক্রমে ভারতের অগ্রগামী আলোকচিত্রী ও লিথোগ্রাফার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯১৩ সালে ফিরে আসেন কলকাতায়। সুকুমারের বিলেত থেকে ফেরার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মৃত্যু হয় উপেন্দ্রকিশোরের।

পিতা জীবিত থাকাকালীন খুব বেশি লেখালিখি করেননি সুকুমার। পিতার মৃত্যুর পর 'সন্দেশ' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। সুকুমারের হাত ধরে শুরু হয় বাংলা শিশুসাহিত্যের এক নতুন অধ্যায়। আট বছর তিনি 'সন্দেশ' ও পারিবারিক ছাপাখানা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। ছোট ভাই এই কাজে তাঁর সহায়ক ছিলেন। পরিবারের অনেক সদস্যই 'সন্দেশ'-এ লিখতেন। সম্পাদক থাকাকালীন সুকুমারও লিখেছেন অজস্র রচনা। তাঁর লেখা ছড়া, গল্প ও প্রবন্ধ আজও বাংলা শিশুসাহিত্যে মাইলফলক হয়ে আছে।

সুকুমার রায়। সহধর্মিণীর সঙ্গে (উপরের ডানদিকে), বাবা-মা, ভাই-বোনেদের সঙ্গে (নীচের ডানদিকে)

বাংলা সাহিত্যে ননসেন্সের প্রবর্তক সুকুমার। এই ধারায় তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'আবোল তাবোল'। ননসেন্সের রসগ্রহণ বাঙালি পাঠক করতে পারবে কিনা, সেই সম্বন্ধে তিনি সংশয়ী ছিলেন। তাই 'আবোল তাবোল'-এর ভূমিকায় তাঁর কৈফিয়ত ছিল— 'ইহা খেয়াল রসের বই, সুতরাং সে রস যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে।'

অনেকেই মনে করেন, তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে ছিল এডওয়ার্ড লিয়র, লুই ক্যারলের প্রভাব। যদিও সুকুমার রায়ের একমাত্র পুত্র সত্যজিৎ রায় বলেছেন— 'সুকুমারের ননসেন্সের অনেকখানি সুকুমারেরই সৃষ্টি।'

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়েই ননসেন্স ক্লাব নামে একটি সংঘ গড়ে তুলেছিলেন সুকুমার। এর মুখপত্র ছিল 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'। পরবর্তীতে ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পর মানডে ক্লাব নামে একই ধরনের আরেকটি ক্লাব খুলেছিলেন। মানডে ক্লাবের সাপ্তাহিক সমাবেশে সদস্যরা নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। মজার ছড়ার আকারে এই সাপ্তাহিক সভার কয়েকটি আমন্ত্রণপত্র রচনা করেছিলেন সুকুমার। সেগুলোর বিষয়বস্তু ছিল মূলত উপস্থিতির অনুরোধ এবং বিশেষ সভার ঘোষণা ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উপেন্দ্রকিশোরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেইসঙ্গে তিনি ছিলেন সুকুমারেরও বন্ধু। যদিও এই বন্ধুত্বটি ছিল অসমবয়সি। তরুণ বন্ধুটিকে বিশেষ পছন্দ করতেন রবীন্দ্রনাথ। করতেন স্নেহও। সুকুমারের জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল অপরিসীম। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন তিনি রবীন্দ্রনাথের গানের বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তখনও রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাননি। সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল কাজ ছাড়াও সুকুমার ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারপন্থী গোষ্ঠীর এক তরুণ নেতা। তিনি 'অতীতের কথা' নামক একটি কাব্য রচনা করেছিলেন, যা ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাসকে সরল ভাষায় প্রকাশ করে। কাব্যটি একটি পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ওই সময়ের সবথেকে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম। তাঁর ব্রাহ্মসমাজের সভাপতিত্বের প্রস্তাবের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন সুকুমার। সুপ্রভা রায় ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী।

মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরের জীবন। ১৯২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর, কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করেন সুকুমার রায়। সেই সময় এই রোগের কোনও চিকিৎসা ছিল না। মৃত্যুযন্ত্রণা স্পর্শ করতে পারেনি তাঁর আনন্দময় সত্তাকে। মৃত্যুর দোরগোড়ায় বসেই তিনি লিখেছিলেন— 'ছুটলে কথা থামায় কে/ আজকে ঠেকায় আমায় কে'।

সত্যিই তাঁকে থামানো যায়নি, ঠেকানোও যায়নি। মৃত্যুর পরও তিনি প্রকাশিত হয়েছেন। আলোকিত ও আলোচিত হয়েছেন। আজও তিনি চর্চিত, পঠিত। তাঁকে ছাড়া বাংলা সাহিত্য ভাবাই যায় না।

জাহিরুলের জাবেদা

» মোবাইল বইয়ের শত্রু না বন্ধু? বিতর্ক তুলে দিয়েছেন জাহিরুল হাসান সদ্য প্রকাশিত 'জাহিরুলের জাবেদা'য়। শুধু নিয়মিত প্রকাশ নয়, চাইলেই পাঠকদের হাতে পৌঁছেও দিচ্ছেন। দেবব্রত মুখোপাধ্যায় স্মৃতিচারণ করেছেন বরিশালবাসের। বিষ্ণু সামন্তের কলমে আছে তাঁর শিল্পী হয়ে ওঠার কথা। উত্তর কলকাতার 'গপ্পো' বলেছেন অনিন্দ্য রুদ্র। কবি হেমচন্দ্রকে নিয়ে আশিসকুমার দে ও ভাষাচার্যের সই নিয়ে লিখেছেন দেবারুণ রায়। গোবিন্দরাম মান্না, ভুবন মুরমু, সলিল চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থ আলোচনা পাঠকদের ভাল লাগবে। শেষে আছে পূর্ববর্তী সংখ্যা নিয়ে পাঠকদের পাঠ-প্রতিক্রিয়া। সবমিলিয়ে অন্যরকম পরিবেশন।

মিলন

» ১৯৮৪ সাল থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলছে গারো পাহাড়ের একমাত্র বাংলা ভাষার পত্রিকা 'মিলন'। সম্পাদক বিশ্বজিৎ নন্দী। পাহাড়-ঘেরা অঞ্চলটিতে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষা টিকিয়ে রাখাই যেখানে মুশকিল, সেখানে বিশ্বজিতের এই প্রয়াসে বাংলাভাষী কৃতজ্ঞ। কমল চক্রবর্তীর ভালো পাহাড় নিয়ে লিখেছেন রাজকুমার সরকার। ৯টি প্রবন্ধ লিখেছেন প্রবোধ সাংমা, নির্মল কোচ-সহ সম্পাদক স্বয়ং। এ-ছাড়াও কবিতা, গল্প, অণুগল্প, নিবন্ধ লিখেছেন নবীন-প্রবীণ কবি-লেখকগণ। প্রয়াত শিবব্রত দেওয়ানজীর লেখাটি বড় নস্টালজিক।

চন্দ্রিমা

» সম্পাদক অলোক বিশ্বাস প্রথম থেকেই ঠিক করেছিলেন নতুনদের সুযোগ দেবেন। কথা রেখেছেন। 'চন্দ্রিমা'র শুরু থেকেই তরুণ লেখকদের সুযোগ দিয়েও আসছেন। নতুন পর্যায়েও সেই পরিকল্পনা অব্যাহত। এক ঝাঁক নবীন লেখকের সঙ্গে আছে ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, শম্পা দত্ত, অপূর্ব কোলে, বাসুদেব ঘোষের মতো কবির ছড়া ও কবিতা। পাশাপাশি 'হাওড়া লৌকিক দেবদেবী' নিয়ে লিখেছেন প্রবাল দত্ত। সুস্মিতা পাছালের 'সমাজে মনোবিজ্ঞান' প্রয়োজনীয় রচনা। যোগ্য সঙ্গত সহ-সম্পাদক প্রদীপ দাসের।

মাঠে ময়দানে
2 November, 2025 • Sunday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফাইনালের আগে টিকিটের হাহাকার। অনেকেই টিকিটের খোঁজ করে পাচ্ছেন না। মুম্বই জুড়ে এই অবস্থা

অর্শদীপকে এবার অন্তত খেলাও : অশ্বিন

চেন্নাই, ১ নভেম্বর : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম দুটি টি ২০ ম্যাচের দলে বাঁ হাতি পেসার অর্শদীপ সিংকে না খেলানোর সিদ্ধান্ত অবাক করেছে রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে। রবিবার হোবার্টে তৃতীয় ম্যাচের আগে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে অশ্বিনের স্পষ্ট বার্তা, এবার তো দয়া করে অর্শদীপকে খেলাও।

অশ্বিনের বক্তব্য, টিম ম্যানেজমেন্ট যদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চায়, তাহলে বুমরাকে বিশ্রাম দিক। এমনিতেই বুমরার ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার রয়েছে। কিন্তু অর্শদীপ! এই ছেলেটা টি ২০ ক্রিকেটে সাম্প্রতিক কালে দলের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি। আমরা যখন আগামী বছর টি ২০ বিশ্বকাপ খেলব, তখন শিশির একটা ফ্যাক্টর হবে। আর অর্শদীপ ওই পরিস্থিতিতে আইপিএলে বহুবার বল করেছে। তাই ওকে ম্যাচের পর ম্যাচ বসিয়ে রাখা দুর্ভাগ্যজনক।

অশ্বিন বলেন, টি ২০ ফরম্যাটে দল নির্বাচনের সময় জোরে বোলারদের তালিকার দ্বিতীয় নামটাই হবে অর্শদীপের। প্রথম নাম অবশ্যই বুমরা। আর যদি বুমরা না খেলে, তাহলে অর্শদীপই দলের প্রথম পছন্দের পেসার হওয়া উচিত। অথচ ওকেই বারবার বাদ দিয়ে দল খেলতে নামছে! এর কোনও ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। অনেকেই মনে করছেন, কোচ গৌতম গম্ভীরের প্রিয়পাত্র হর্ষিত রানাকে খেলানোর জন্য কোপ পড়ছে অর্শদীপের উপর। আমি হর্ষিতের খেলার বিরুদ্ধে নই। কিন্তু বসিয়ে রেখে ওর আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরানো হচ্ছে।

হ্যাজলউড আজ নেই, এটাই স্বস্তি

হোবার্ট, ১ নভেম্বর : তাসমানিয়া আর বেলরিভ ওভাল বললে চওড়া গোঁফের ডেভিড বুনের নাম সবার আগে মাথায় আসে। যিনি দাঁড়িয়েই স্কোয়ার কাট মেরে দিতেন। আর এক তাসমানিয়ানও ক্রিকেট বিশ্বে সাড়া ফেলেছিলেন। বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক রিকি পন্টিং। আরও আছে। টিম পেইন, জর্জ বেইলি প্রমুখ।

রবিবার তৃতীয় টি ২০ ম্যাচে ভারত অবশ্য বেলরিভ ওভালে খেলবে না। আসলে খেলবে, শুধু স্পনসরের জন্য স্টেডিয়ামের নাম বদলে হয়েছে নিনজা স্টেডিয়াম। সাড়ে উনিশ হাজার লোক ধরে এই মাঠে। পিছনে সবুজ টিলা। সিনিক বিউটি বলে যে জিনিসটা আছে সেটা এই মাঠের ক্ষেত্রে দিব্যি মিলে যায়। কাছেই একটা নদীও আছে।

সূর্য কুমার যাদবরা মেলবোর্ন থেকে এখানে এসে কিছুটা স্বস্তি পেতে পারেন উইকেটের কারণে। এমনিতেই পাটা উইকেট, তারপর খেলা গড়ালে আরও ফ্ল্যাট হয়ে যায় এখনকার ২২ গজ। শুক্রবার এমসিজিতে গতি ও বাউন্স সহযোগে ভারতীয় টপ অর্ডারকে নাজেহাল করেছেন জস হ্যাজলউড। এখানে অন্তত সিমারদের সেই দাপট না দেখারই সম্ভাবনা। তার উপর হ্যাজলউড সিরিজের বাকি তিন ম্যাচে খেলবেন না ভিক্টোরিয়ার হয়ে শেফিল্ড শিল্ডে খেলবেন বলে। এটা তাঁদের অ্যাসেজের জন্য প্রস্তুতি।

রবিবার হোবার্টের নিনজা স্টেডিয়ামে এই দৃশ্য দেখা যাবে না।

কিন্তু ২০২২-এর ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের পর থেকে এখানে কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয়নি। ফলে এখানকার উইকেটের হাল হকিকত বুঝতে সময় লাগবে। সূর্যরা সেই সুযোগ পাচ্ছেন না। মেলবোর্ন থেকে হোবার্ট এই যাত্রা সুচি শেষ করে ভারতীয়দের উইকেটের সঙ্গে পরিচয় হবে রবিবার ম্যাচের দিনই।

এমসিজিতে ভারতীয় ব্যাটিং খুব খারাপ হয়েছে। তার থেকে বরং ভেস্তে যাওয়া ক্যানবেরা ম্যাচে সূর্য, শুভমনরা ভাল ব্যাট করেছিলেন। সূর্য হারের পর বলেছেন তাঁরা প্রথম ম্যাচের ব্যাটিং চান। অধিনায়ক নিজে রানে নেই। শুভমনও তাই। দুজনেই কিন্তু মেলবোর্নে রান করেছেন। তবে বৃষ্টির জন্য বেশি দূর এগোতে পারেননি।।

দ্বিতীয় ম্যাচে একমাত্র অভিষেক শর্মা রান করেছেন। কিন্তু তিনি যেভাবে উইকেট দিয়ে গেলেন তাতে তোপ আসতে শুরু করেছে। সূর্য অবশ্য বলেছেন তাঁরা অভিষেককে খেলার স্টাইল বদলাতে বলবেন না। বরং চান অভিষেক নিজের মতোই খেলুন। তবে অধিনায়ক যতই ভাল ভাল কথা বলুন, তিনি নিজেই রান পাচ্ছেন না। এখানে সূর্য, শুভমনকে রান করতে হবে।

এখনকার পাটা উইকেটে গম্ভীর হয়তো খুব বেশি পরিবর্তন করবেন না। কিন্তু ছোট মাঠ বলে এক স্পিনার কমিয়ে অর্শদীপকে খেলিয়ে দেওয়া হতে পারে। ব্যাটিংয়ে রিঙ্কু বাইরে আর তিলক ব্যর্থ হচ্ছেন। শুক্রবার তিনি যেভাবে উইকেট দিয়েছেন তাতে রিঙ্কুর কথা এবার ভাবা যেতে পারে।

অস্ট্রেলিয়ার জন্য সুবিধা এটাই যে নতুনরা ভাল খেলছেন। বার্টলেট, ওয়েন— এলিস সবাই কিছু না কিছু অবদান রাখছেন। মিচেল মার্শ বলছিলেন তাঁরা গত বিশ্বকাপের পর থেকেই জনা পঁচিশের একটা পুল বানিয়ে নতুনদের খেলার সুযোগ দিচ্ছেন। যার ফলও মিলছে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে ভাল পারফরম্যান্স এই ছেলেদের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে।

কলকাতা পুলিশের ফ্রেন্ডশিপ কাপ ২০২৫। শনিবার মহমেডান মাঠে তার উদ্বোধন করলেন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। উদ্বোধনের পর পরিচিত হচ্ছেন খেলোয়াড়দের সঙ্গে। —সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

এই ফর্ম্যাটে শুভমন কেন, তোপ শ্রীকান্তের

ওকে সহ-অধিনায়ক কে করল?

মুম্বই, ১ নভেম্বর : শুভমন গিলকে টি ২০-তে কে সহ অধিনায়ক করল? জানতে চাইলেন কৃষ্ণমাচারী শ্রীকান্ত। তিনি বলেছেন শুভমন টি ২০ দলে এসে ব্যালান্স নষ্ট করেছেন। এশিয়া কাপের আগে তাঁকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে শুভমনকে এখন আর বাদ দেওয়া যাচ্ছে না। মেলবোর্নে দ্বিতীয় টি ২০ ম্যাচে হারের পর শ্রীকান্ত শুভমনকে সূর্য কুমার যাদবের সহকারী করা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে শ্রীকান্ত বলেছেন, পরের তিনটি ম্যাচে ওরা আর শুভমনকে বাদ দিতে পারবে না। এটা নিয়ে ওদের অবশ্য মাথাব্যথাও নেই। টি ২০ বিশ্বকাপে শুভমন সহ অধিনায়ক থাকবে এটা নিশ্চিত। আর এটাও ঠিক হয়ে আছে যে ও পরের টি ২০ অধিনায়ক। তাই ওকে দলের ব্যালান্স তৈরি করতে খেলাতেই হবে। কিন্তু কে বলল যে শুভমন এই দলে নিশ্চিত? কীসের ভিত্তিতে ওকে সহ অধিনায়ক করা হয়েছে?

২০২৫-এ ৯টি টি ২০ ম্যাচ খেলে শুভমন ১৬৯ রান করেছেন। গড় ২৪.১৪। এশিয়া কাপে শুভমন ওপেন করায় জায়গা হারিয়েছিলেন সঞ্জু স্যামসন। শ্রীকান্তের বক্তব্য এতে যোগ্য প্রার্থী যশস্বী জয়সোয়ালের জায়গা হয়নি। শ্রীকান্ত বলেছেন, যশস্বী জয়সোয়াল অপেক্ষা করছে। ও দলে নেই। শুভমন টি ২০ দলে আসায় ব্যালান্সটাই নড়ে গিয়েছে। কেউ বুঝতে পারছে না তাকে কি করতে হবে। সঞ্জু ও তিলক ভার্মার আর কোনও নির্দিষ্ট জায়গা নেই। অর্শদীপ সিং দলে জায়গাও হারিয়েছে। কপাল ভাল টি ২০ বিশ্বকাপ ভারতে হবে। তাই এত সবের পরেও হয়তো নিস্তার পাওয়া যাবে।

টি-২০-তে এমন বোলিং আগে দেখিনি : অভিষেক

হোবার্ট, ১ নভেম্বর : রবিবারের তৃতীয় ম্যাচ ও তারপর বাকি দুটি ম্যাচে জস হ্যাজলউডকে খেলতে হবে না জেনে আশ্বস্ত হচ্ছেন অভিষেক শর্মা। মেলবোর্নে তিনি ১৩ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ভারতকে চাপে ফেলে দিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া ৪ উইকেটে জিতে সিরিজে ১-০-তে এগিয়ে গিয়েছে।

রবিবার হোবার্টের নিনজা স্টেডিয়ামে টি ২০ সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ। অ্যাসেজের প্রস্তুতি হিসাবে হ্যাজলউড এবার মেলবোর্নে ভিক্টোরিয়ার হয়ে শেফিল্ড শিল্ডের ম্যাচে খেলবেন। অনেক আগে থেকেই অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ম্যাচে ৩৭ বলে ৬৮ রান করা অভিষেক অবশ্য এটা জানতেন না। মিডিয়ার কাছে খবর পরের তিন ম্যাচে খেলছেন না হ্যাজলউড।

অভিষেক বলছিলেন, আমি হ্যাজলউডকে একদিনের সিরিজেও বল করতে দেখেছি। তাই ও আমাদের কতটা বিপদে ফেলবে বা আমাদের উদ্দেশে কী চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে সেটা আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। কিন্তু মেলবোর্নে হ্যাজলউড যে বোলিং করেছে তাতে আমি অবাক হয়েছি। টি ২০-তে এভাবে কাউকে বল করতে দেখিনি। এটা আমার কাছে নতুন। ব্যাটার হিসাবে সবসময় দাপট দেখাতে চেয়েছি। কিন্তু হ্যাজলউড যখন আমাকে বল করছিল, তখন মনে হয়েছে ওর বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে। ও সেটা কাজে লাগাতে চাইছে।

অভিষেক আরও বলছিলেন, হ্যাজলউড তিনটি ফর্ম্যাটেই খেলার যোগ্য। তিনি অবশ্য এই চ্যালেঞ্জ উপভোগ করেছেন। তবে হ্যাজলউড যে অ্যাসেজের প্রস্তুতির জন্য বাকি তিনটি টি ২০ ম্যাচে খেলবেন না সেটা স্বস্তির ভারতীয় ওপেনারের কাছে। তিনি সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন।

তিন বছরে অনেক ক্ষতি হয়েছে। এবার ফেডারেশনে পালা বদলের আশায় বাইচুং ভুটিয়া

সুদীপ-শাকিরের ব্যাটে বড় রানের দিকে বাংলা

প্রতিবেদন : আগরতলায় বাংলা বনাম ত্রিপুরা ম্যাচে প্রথম দিন ৬০ ওভারের বেশি খেলা হয়নি। আলো কমে যাওয়ায় খেলা আগেই বন্ধ করে দিতে হয়। বাংলার রান তখন ১ উইকেটে ১৭১।

আগরতলার এমবিবি স্টেডিয়ামে এদিন ত্রিপুরা টসে জিতে আগে বাংলাকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিল। মাত্র ৪ রানে বাংলা প্রথম উইকেট হারায়। কাজি জুনেইদ সইফি (০) অভিজিৎ সরকারের বলে সেন্টু সরকারের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে যান। কিন্তু এরপর ত্রিপুরার বোলাররা আর কোনও উইকেট নিতে পারেননি। ওপেনার সুদীপকুমার ঘরামি ৭০ ও শাকির গান্ধী ৮২ রানে নট আউট রয়েছেন।

অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ ও আকাশ দীপ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এ দলের ম্যাচে ব্যস্ত রয়েছেন। অভিমন্যুর জায়গায় এদিন ওপেন করেছেন শাকির। তিনি প্রাপ্ত সুযোগ কাজে লাগিয়ে সেঞ্চুরির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছেন। সুদীপও রান পেয়েছেন। এই জুটিতে এ-যাবৎ ১৬৭ রান উঠেছে। রবিবার বাংলার ইনিংস কতদূর যায় সেটাই এখন দেখার।

সাত বোলারকে কাজে লাগিয়েও ত্রিপুরা সুদীপ ও শাকিরের জুটিকে ভাঙতে পারেনি। সুদীপ ১৬৯ বলের ইনিংসে ন'টি বাউন্ডারি মেরেছেন। শাকির ১৮৫ বল খেলে ১১টি বাউন্ডারি মারেন। অভিমন্যুর বদলে এই ম্যাচে বাংলার নেতৃত্ব দিচ্ছেন অভিষেক পোড়েল। এদিন অভিষেক হয়েছে তরুণ স্পিনার রাহুল প্রসাদের। তাঁর হাতে বেঙ্গল ক্যাপ তুলে দেন মহম্মদ শামি।

এই ম্যাচে সরাসরি জেতার চেষ্টা করবে বাংলা। প্রথম দুটি ম্যাচ জিতে তাদের এখন ১২ পয়েন্ট হয়েছে। শামি প্রথম দুটি ম্যাচে ১৫টি উইকেট নিয়েছেন। এখানে তিনি কেমন বল করেন সেদিকে নির্বাচকদের নজর রয়েছে। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শামির দলে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে তাঁকে ত্রিপুরার বিরুদ্ধেও উইকেট নিতে হবে।

সুদীপ ও শাকির। এদের দিকেই তাকিয়ে দল।

রোহিতকে টপকে গেলেন বাবর

লাহোর : টি ২০ ক্রিকেটে নয়া নজির গড়লেন বাবর আজম। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি ২০ ম্যাচে ১১ রানে অপরাজিত ইনিংস খেলার পথে, বাবর ভেঙে দিয়েছেন রোহিত শর্মার রেকর্ড। আন্তর্জাতিক টি ২০ ক্রিকেটে এতদিন সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ছিল রোহিতের দখলে। তিনি ১৫৯ ম্যাচে ৪২৩১ রান করে এই নজির গড়েছিলেন। ১৩০ ম্যাচে বাবরের রান এই মুহূর্তে ৪২৩৪। এই তালিকার তৃতীয় স্থানে রয়েছেন বিরাট কোহলি। তিনি ১২৫ ম্যাচে ৪১৮৮ রান করেছেন। এদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৯ উইকেটে হারিয়ে সমতা ফিরিয়েছে পাকিস্তান।

হারের হ্যাটট্রিক

ওয়েলিংটন : প্রথম দুই ম্যাচ হেরে আগেই সিরিজ হাতছাড়া হয়েছিল। শনিবার তৃতীয় একদিনের ম্যাচেও নিউজিল্যান্ডের কাছে ২ উইকেটে হারল ইংল্যান্ড। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে, ৪০.২ ওভারে ২২২ রানেই গুটিয়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। সর্বোচ্চ ৬৮ রান করেন জেমি ওভার্টন। এছাড়া জস বাটলারের ৩৮ ও ব্রাইডন কার্সের ৩৬ রান উল্লেখযোগ্য। নিউজিল্যান্ডের ব্লেয়ার টিকনার ৪ উইকেট দখল করেন। ৩ উইকেট নেন জেকব ডাফি। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ৪৪.৪ ওভারে ৮ উইকেটে ২২৬ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় নিউজিল্যান্ড। রাচিন রবীন্দ্র ৪৬ ও ডারিল মিচেল ৪৪ রান করেন। শেষ দিকে টিকনার অপরাজিত ১৮ রান করে দলকে জয় এনে দেন।

টেনিসকে বিদায় জানালেন বোপান্না

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : দুই যুগের বর্ণময় কেরিয়ারে ইতি। টেনিস কোর্টে আর দেখা যাবে না রোহন বোপান্নাকে। শনিবার অবসরের কথা ঘোষণা করেছেন ৪৫ বছর বয়সি ভারতীয় তারকা।

জোড়া গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাবজয়ী বোপান্না এদিন সোশাল মিডিয়াতে লিখেছেন, বিদায়। তবে এটাই শেষ নয়। টেনিস আমাকে বাঁচার রসদ দিয়েছে। তাই কীভাবে বিদায় বলা সম্ভব। তবুও একটা সময় সবাইকে সরে যেতেই হয়। কুর্গের একটা ছোট শহর থেকে বিশ্বের সেরা মঞ্চের সফরটা আমার কাছে স্বপ্নের মতো। টেনিস আমার জীবনে শুধুই একটা খেলা নয়। যখন জীবনের উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলতাম, গোটা দুনিয়া যখন আমার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলত। তখন টেনিস আমাকে শক্তি জুগিয়েছে। দেশের প্রতিনিধিত্ব করা আমার কেরিয়ারের সবথেকে গৌরবের বিষয়। ওই পোস্টে বোপান্না আরও জানিয়েছেন, অবসর নেওয়ার পর তিনি নিজের শহরে একটি টেনিস অ্যাকাডেমি খুলতে চান। ২০০২ সালে পেশাদার টেনিসে পা রেখেছিলেন বোপান্না। ২০১৭ সালে গ্যাব্রিয়েল ডাব্রোভস্কির সঙ্গে জুটি বেঁধে ফ্রেঞ্চ ওপেনের মিক্সড ডাবলস খেতাব জিতে নেয়। যা তাঁর প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম ট্রফি। এরপর ২০২৪ সালে ম্যাথু এবডেনের সঙ্গে জুটি বেঁধে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ডাবলস খেতাব জিতে নেন। সেই বছরই পুরুষদের ডাবলস র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠেছিলেন তিনি। ২০২৪ সালে পদ্মশ্রী পুরস্কার পান। তার আগে, ২০১৯ সালে পেয়েছিলেন অর্জুন পুরস্কার। সব থেকে বেশি বয়সে গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব জয়ের রেকর্ড বোপান্নার দখলে। ৪৪ বছর বয়সে মায়ামি ওপেন জিতে সব থেকে বেশি বয়সে কোনও এটিপি খেতাব জয়ের নজিরও গড়েন তিনি।

মলিনায় ক্ষুব্ধ ক্লাব

প্রতিবেদন : সুপার কাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর, মোহনবাগানের অন্দরমহলে তীব্র অসন্তোষ। কোচ জোসে মোলিনা তো রীতিমতো বারুদের স্তূপের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন! যা পরিস্থিতি, তাতে আইএসএলে সবুজ-মেরুনের ডাগ আউট তাঁকে আদৌ দেখা যাবে কি না সন্দেহ হয়েছে।

সুপার কাপের ব্যর্থতার জন্য সরাসরি টিম ম্যানেজমেন্টের দিকে আঙুল তুলেছিলেন বাগানের স্প্যানিশ কোচ। তিনি সাফ জানিয়েছিলেন, ফুটবলার সই করার বিষয়ে শেষ কথা বলে ম্যানেজমেন্ট। তিনি শুধু মতামত দেন। মরশুমের শুরু থেকে বিদেশি সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার চেয়েও তিনি পাননি। আর কোচের এই মন্তব্যে দারুণ ক্ষুব্ধ মোহনবাগান কর্তারা। তাঁদের বক্তব্য, কোচের সঙ্গে আলোচনা করেই ফুটবলার সই করানো হয়। তাই মলিনা এভাবে ব্যর্থতার দায় ঝেড়ে ফেলতে পারেন না। পাশাপাশি প্রশ্ন উঠছে, মাস্ট উইন ম্যাচে কেন মলিনা শুরু থেকে রবসন, দিমিত্রি, কামিন্সদের খেলালেন না। যে ম্যাচটা জিততেই হবে, সেই ম্যাচে কেন এমন রক্ষণাত্মক স্টাট্রেজি নিলেন তিনি। আইএসএল কবে শুরু হবে তার ঠিক নেই। এই পরিস্থিতিতে ফুটবলারদের অনির্দিষ্ট কালের জন্য ছুটি দেওয়া হয়েছে। বিদেশিরা গোয়া থেকেই নিজের দেশে ফিরে গিয়েছেন। তবে মলিনা দেশে যাননি। তিনি কলকাতায় ফিরেছেন। মলিনার সঙ্গে ক্লাবের বৈঠক হওয়ার সম্ভবনা আছে। পরিস্থিতি যে দিকে গড়াচ্ছে, তাতে ছাঁটাই হতে পারেন তিনি।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন শ্রেয়স

সিডনি, ১ নভেম্বর : হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন শ্রেয়স আইয়ার। তাঁকে দ্রুত দেশে ফেরানো হচ্ছে। তবে শ্রেয়স কবে দেশে ফিরবেন, তা স্থির হয়নি। তাঁর শারীরিক অবস্থা দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন চিকিৎসকেরা। তবে বোর্ড জানিয়েছে, শ্রেয়স দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন। দীর্ঘ বিমানযাত্রার মতো পরিস্থিতি হলেই সিডনি থেকে তাঁকে ফিরিয়ে আনা হবে। তবে ক্রিকেট মাঠে ফেরার জন্য আরও কিছুটা সময় লাগবে। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে সম্ভবত তাঁকে পাওয়া যাবে না। গত ২৫ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় একদিনের ম্যাচে ক্যাচ ধরতে গিয়ে পাঁজরে গুরুত্ব চোট পেয়েছিলেন শ্রেয়স। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মাঝে চোটের জায়গা থেকে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের জন্য আইসিইউতে ভর্তি করতে হয়েছিল।

হাফ সেঞ্চুরি করে ঋষভ, আমি ফিট

বেঙ্গালুরু, ১ নভেম্বর : প্রত্যাবর্তন ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সেই আক্ষেপ দ্বিতীয় ইনিংসে মিটিয়ে নিলেন ঋষভ পন্থ। দক্ষিণ আফ্রিকা এ দলের বিরুদ্ধে তৃতীয় দিনের শেষে ৬৪ রানে নট আউট রয়েছেন তিনি। ভারত এ দলের রান ৪ উইকেটে ১১৯। শেষ দিনে বেসরকারি টেস্ট জেতার জন্য আরও ১৫৬ রান চাই পন্থদের।

এদিকে, শনিবারই বোর্ডের পোস্ট করা ভিডিওতে নিজের ফিটনেস নিয়ে মুখ খুলেছেন পন্থ। তাঁর পাখির চোখ যে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ, তা বুঝিয়ে দিয়ে বলেছেন, আমি এখন পুরোপুরি ফিট। এর জন্য বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্স-এর কর্মীদের একটা বড় ধন্যবাদ প্রাপ্য। ওদের সাহায্য ছাড়া এত তাড়াতাড়ি ফিট হয়ে উঠতে পারতাম না।

গত ইংল্যান্ড সফরে চোট পাওয়ায় পর, কীভাবে ধাপে ধাপে তিনি উন্নতি করেছেন, তা নিয়েও মুখ খুলেছেন ঋষভ। তিনি বলেছেন, প্রথম ছয় সপ্তাহ শুধুই বিশ্রাম নিয়েছি। এতে আমার পায়ের পাতায় যে চিড় ধরেছিল, সেটা পুরোপুরি ঠিক হয়ে গিয়েছিল। তার পর আমি বেঙ্গালুরুতে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স-এ যোগ দিই। সেখানে শুরু হয় দ্বিতীয় পর্ব। পন্থ আরও বলেন, আমার রিহ্যাব শুরু হয়। শুরুর দিকে আমাকে কড়া পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখা হয়েছিল। একদিন পরপরই বিভিন্ন টেস্ট দিতে হত। ধীরে ধীরে পায়ের জোর বাড়ানোর প্রস্তুতি শুরু করি। এরপর জগিং ও নেটে ব্যাটিং প্র্যাকটিস শুরু করি। গোটা প্রক্রিয়া চলাকালীন নিজের উপর একবারের জন্য আস্থা হারাইনি। বড় চোট পেলে এনার্জি লেভেল কমে যেতে বাধ্য। তবে আমি মনের জোর হারাইনি। তবে ওই সময়টা খুব কঠিন ছিল।

রিয়ালেই থাকতে চাই : এমবাপে

রিয়াল, ১ নভেম্বর : রিয়াল মাদ্রিদে অভিষেক মরশুম দারুণ কেটেছে এমবাপের। লা লিগায় ৩৪ ম্যাচে করেছিলেন ৩১ গোল। পুরস্কার হিসেবে কেরিয়ারে প্রথমবার ইউরোপিয়ান গোল্ডেন বুট জিতেছেন ফরাসি তারকা। আর সেই পুরস্কার হাতে এমবাপের ঘোষণা, আরও অনেকগুলো বছর রিয়ালেই থাকতে চাই। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে এমবাপের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। কোচ আলোনসোর সঙ্গে ফুটবলাররাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এমবাপে বলেছেন, গোল্ডেন বুট জেতা আমার জন্য গর্বের বিষয়। প্রথমবার এই পুরস্কার পেলাম। নিজের দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি। আমি রিয়াল মাদ্রিদের মতো ক্লাবে খেলতে পেরে গর্বিত। আরও অনেকগুলো বছর এই ক্লাবেই থেকে যেতে চাই। কারণ রিয়াল বিশ্বের সেরা ক্লাব।

ম্যান ইউয়ের ড্র

লন্ডন, ১ নভেম্বর: প্রিমিয়ার লিগে টানা তিন ম্যাচ জয়ের পর, হোঁচট খেল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। শনিবার নটিংহ্যাম ফরেস্টের সঙ্গে ২-২ ড্র করেছে ম্যান ইউ। ৩৪ মিনিটে কাসেমিরোর গোলে এগিয়ে যায় ম্যান ইউ। কিন্তু ৪৮ মিনিটে মর্গ্যান গিবসের গোলে ১-১ করে ফেলে নটিংহ্যাম। দু'মিনিট পরেই নিকোলা সাভোনার গোলে ২-১ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল নটিংহ্যাম। এরপর টানা আক্রমণ শানিয়েও কিছুতেই গোলের দেখা পাচ্ছিল না ম্যান ইউ। অবশেষে ৮১ মিনিটে দুরন্ত ভলিতে গোল করে ২-২ করেন আমাদ দিয়ালো। এদিনের ড্রয়ের পর, ৯ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচ নম্বরে রইল ম্যান ইউ এদিকে, অন্য ম্যাচে বার্নলিকে ২-০ গোলে হারিয়ে লিগের শীর্ষেই রইল আর্সেনাল (১০ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট)। আর্সেনালের হয়ে গোল দুটি করেন ভিক্টর গিয়োকেরেস ও ডেকলান রাইস। লিগের অন্য একটি ম্যাচে ক্রিস্টাল প্যালেস ২-০ গোলে হারিয়েছে ব্রেন্টফোর্ডকে।

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মহারাষ্ট্রে হলুদ সতর্কতা জারি। ফাইনালে বৃষ্টি হলে রিজার্ভ ডে আছে। তাতেও খেলা না হলে চ্যাম্পিয়ন হবে দক্ষিণ আফ্রিকা

সেই মুম্বই, আজ দেশ চায় বিশ্বকাপ

নবি মুম্বই, ১ নভেম্বর : ইতিহাসের অপেক্ষায় অর্ধেক আকাশ! ভুল হল, অর্ধেক নয় পুরো আকাশ।

রবিবার রাতে হরমনপ্রীত কৌরের হাতে বিশ্বকাপ ট্রফি দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছে গোটা ভারত। মেয়েদের ফাইনাল নিয়ে উত্তেজনার পারদ ইতিমধ্যেই আকাশছোঁয়া। টিকিট নিয়ে চলছে হাহাকার। ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশের অভিযোগ, ফাইনালের টিকিট বিক্রি নিয়ে চূড়ান্ত অব্যবস্থা চলছে।

এর আগে দুবার বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেও খালি হাতে ফিরতে হয়েছে ভারতের মেয়েদের। ২০০৫ ও ২০১৭ সালে। প্রথমবার প্রতিপক্ষ ছিল অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ড। লর্ডসের সেই ফাইনালে ঝুলন গোস্বামীর দুরন্ত বোলিংয়ের সৌজন্যে ইংল্যান্ডকে মাত্র ২২৮ রানে আটকে রেখেছিল ভারত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ম্যাচ হারতে হয়েছিল মাত্র ৯ রানে। হরমনপ্রীত ওই ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি করেও দলকে জেতাতে পারেননি। সেই আক্ষেপ কি রবিবার সুদে আসলে পুষিয়ে দেবেন?

ভারতের মতো প্রথমবার একদিনের বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে দক্ষিণ আফ্রিকাও। হরমনের মতো লরা উলভার্টও মুখিয়ে রয়েছে কাপ মুঠোয় নেওয়ার জন্য। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার যে দলই জিতুক, রবিবার একদিনের ক্রিকেটে নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন পেতে চলেছে মেয়েদের ক্রিকেট।

লিগ পর্বে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হেরেছিল ভারত। রবিবার তাই হরমনদের বদলা নেওয়ার ম্যাচ। সবথেকে বড় কথা, সেমিফাইনালে সাতবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সাড়ে তিনশোর কাছাকাছি রান তাড়া করে জয়, ভারতীয় শিবিরের ছবিটাই পাল্টে দিয়েছে। দেশের মাটিতে প্রথমবার বিশ্বকাপ জিততে মরিয়া দেখাচ্ছে জেমাইমা রডরিগেজ, স্মৃতি মান্ধানাদের।

ফাইনালের আগে ট্রফি নিয়ে দুই অধিনায়ক হরমনপ্রীত ও লরা উলভার্ট। মুম্বইয়ে শনিবার।

ভারতের মূল শক্তি ব্যাটিং। ইতিমধ্যেই একটি সেঞ্চুরি ও দুটি হাফ সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন স্মৃতি। ৮ ম্যাচে ৩৮৯ রান করে তিনি আপাতত টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। সেমিফাইনালে রান পাননি। তাই ফাইনালে রান পেতে মরিয়া দেখাচ্ছে স্মৃতিকে। এবং জেমাইমা। সেমিফাইনালে ম্যাচ জেতানো সেঞ্চুরির পর এবার ফাইনালেও নিজের সেরাটা দিতে মুখিয়ে রয়েছেন জেমাইমা। অধিনায়ক হরমনপ্রীতও চেনা ফর্মে ফিরেছেন। এবার যদি শেফালি ভার্মা ব্যাট হাতে ছন্দে থাকেন, তাহলে স্কোরবোর্ডে বড় রান উঠবেই।

তবে বোলিং ও ফিল্ডিং নিয়ে চিন্তা থাকছে। প্রতি ম্যাচেই নিয়ম করে ক্যাচ মিস করছেন ভারতীয়রা। অহেতুক ওভার থ্রো করে বিপক্ষকে বাড়তি রানও উপহার দিচ্ছেন। দীপ্তি শর্মা ১৭ উইকেট নিয়ে বিশ্বকাপের যুগ্ম সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি হলেও, প্রচুর রান দিচ্ছেন। আরেক স্পিনার শ্রী চারানি অবশ্য বেশ ভাল ফর্মে। কিন্তু বাকিদের আরও নিয়ন্ত্রিত বোলিং করতে হবে।

পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং ও বোলিং দুটোই শক্তিশালী। ফিল্ডিংয়ে তো নিঃসন্দেহে এগিয়ে। রয়েছেন উলভার্ট। সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অসাধারণ সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন তিনি। ৮ ম্যাচে ৪৭০ রান করে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকও উলভার্ট। এছাড়া আছেন মারিজেন কাপের মতো অলরাউন্ডার। যিনি সেমিফাইনালে ব্যাটে-বলে অনবদ্য পারফরমেন্স করেছিলেন। রয়েছেন ক্লার্ক। যিনি লিগ পর্বে ভারতের মুঠো থেকে জয় ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এদিকে, হরমনপ্রীতদের কাপ জয়ে কাটা হতে পারে বৃষ্টি। রবিবার বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ৬৩ শতাংশ! মহারাষ্ট্র জুড়ে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ফাইনাল শুরু বিকেল তিনটেয়। আর স্থানীয় আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, বিকেল চারটে থেকে সন্ধে সাতটার মধ্যে বৃষ্টির সম্ভবনা ৫০ শতাংশ। শেষ পর্যন্ত যদি বৃষ্টিতে রবিবার খেলা ভেস্তে যায়, তাহলে সোমবার রিজার্ভ ডে রাখা হয়েছে। তবে সেদিনও বৃষ্টির সম্ভবনা ৫৫ শতাংশ। যদি দুটো দিনই খেলা বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়, সেক্ষেত্রে দক্ষিণ আফ্রিকাকে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ঘোষণা করা হবে। কারণ রাউন্ড রবিন লিগে দক্ষিণ আফ্রিকা বেশি পয়েন্ট পেয়েছিল ভারতের থেকে।

২০১১-র ২ এপ্রিল এই মুম্বইয়ে এমএস ধোনির হাতে বিশ্বকাপ দেখেছিল ভারত। ঘটনাচক্রে সেই ২ তারিখেই আজ কাপ ফাইনালে নামছেন হরমনপ্রীতরা। মাঝে শুধু ১৪ বছর কেটে গিয়েছে। আর এক মায়াবি রাতের অপেক্ষায় আরব সাগরের তীরের শহর। হরমনপ্রীতরা কাপ জিতলে আনন্দে পাগল হবে গোটা দেশ।

ট্রফি জয়ের স্বাদ চান অধিনায়ক

ফাইনালে বৃষ্টির পূর্বাভাস, চিন্তায় দু'দল

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হরমনপ্রীত। (ডানদিকে) ভারতের প্রস্তুতি। শনিবার মুম্বইয়ে।

নবি মুম্বই, ১ নভেম্বর : ব্যর্থতার যন্ত্রণা জানি। এবার জয়ের স্বাদ পেতে চাই। বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে সাংবাদিক বৈঠকে এসে সাফ জানালেন হরমনপ্রীত কৌর।

২০০৫ ও ২০১৭, দুবার ফাইনালে উঠেও রানার্স হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল ভারতীয় মেয়েদের। আট বছর পর ফের একটা বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারত। এবার আর সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নন হরমন। শনিবার ভারত অধিনায়ক বলেন, ফাইনালে হারের যন্ত্রণা আমাদের অজানা নয়।

এবার জয়ের অনুভূতি পেতে চাই। আশা করি, কাল দিনটা আমাদের জন্য একটা স্মরণীয় দিন হতে চলেছে। অনেক পরিশ্রম করে এই জায়গায় পৌঁছেছি। এবার শেষ কাজটা ঠিকঠাক করতে হবে। কারণ দিনের শেষে ওটাই আসল। আমরা ওই বিশেষ মুহূর্তটা উপভোগ করতে চাই।

হরমন আরও বলেন, আমার নিজেদের মধ্যে একটা কথা আলোচনা করছিলাম। যতবার মাঠে নেমে খেলা উপভোগ করেছি— চাপমুক্ত হয়ে নিজেদের সেরাটা দিয়েছি, ততবারই ইতিবাচক ফল পেয়েছি। বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলছি, এটা আমার এবং গোটা দলের কাছে গর্বের বিষয়। আমি নিশ্চিত, গোটা দেশও আমাদের নিয়ে গর্বিত। এবার তার মান রাখতে হবে। হরমনের সংযোজন, বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলছি। এটাই তো অনুপ্রেরণা। এর থেকে বড় ম্যাচ আর কী হতে পারে! গোটা দল মানসিক ভাবে খুব ভাল জায়গায় আছে। আমরা সবাই এককাট্টা। এক অপরকে যতটা সম্ভব সাহায্য করছি। অনেক দিন আগে থেকেই জানতাম, দেশের মাটিতে এবারের বিশ্বকাপ খেলব। গত দুটো বছর ধরে এই দিনটার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি। এবার মাঠে নেমে ১০০ শতাংশ দেওয়ার পালা।

হরমনপ্রীত আরও জানান, ফাইনালের জন্য বিশেষ কোনও পরিকল্পনা নেই। আমরা শুধু মাঠে নেমে মুহূর্তগুলো উপভোগ করতে চাই। অধিনায়ক হিসেবে আমার কাছে এর থেকে বড় দিন হয়তো আর আসবে না। তাই বড় কিছু না ভেবে ছোট ছোট লক্ষ্য রেখে এগোতে চাই। যদি ছোট ছোট লক্ষ্যগুলো পূরণ করতে পারি, তাহলেই বড় লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব। ভারতীয় অধিনায়কের কথাতেই স্পষ্ট, দেশের মাটিতে প্রথমবার বিশ্বকাপ ট্রফিটা মুঠোয় নিতে তিনি মরিয়া।

ফাইনালের প্রস্তুতির ফাঁকে পোষ্যের সঙ্গে জেমাইমা। শনিবার।

জিতলে সমান অর্থ

মুম্বই, ১ নভেম্বর : হরমনপ্রীত কৌরদের সামনে ইতিহাস গড়ার হাতছানি। রবিবার ওয়ান ডে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হলেই ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলকে বিরাট অঙ্কের আর্থিক পুরস্কার দেবে বিসিসিআই। যা পুরুষ দলের সমান।

গত টি ২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর রোহিত শর্মার নেতৃত্বধীন ভারতীয় দলকে ১২৫ কোটি টাকা দিয়েছিল বোর্ড। এই বিশাল অঙ্কের অর্থ ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল দলের ক্রিকেটার, কোচ ও সাপোর্ট স্টাফদের মধ্যে। বোর্ড সূত্রের খবর, চ্যাম্পিয়ন হলে রোহিতদের সমান আর্থিক পুরস্কার পাবেন হরমনরাও।

এমনিতেই এবারের মেয়েদের বিশ্বকাপে আর্থিক পুরস্কার অনেকটা বেড়েছে। যে দল কাপ জিতবে, তারা পাবে ৩৭.৩ কোটি। রানার্স দল পাবে ২০ কোটি। যা ২০২২ সালের বিশ্বকাপ থেকে এবারের বিশ্বকাপে পুরস্কার মূল্য ২৩৯ শতাংশ বেড়েছে। আগের বার চ্যাম্পিয়ন হয়ে অস্ট্রেলিয়া পেয়েছিল ১১ কোটি। রানার্স ইংল্যান্ড পেয়েছিল ৫ কোটি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

2 November, 2025 • Sunday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

মানবতার পূজারি গুরু নানক

এক ওঙ্কারের বার্তা ছড়িয়েছিলেন এক ঈশ্বরপ্রেমী মানব। সাম্য, প্রেম আর দয়া ছিল তাঁর জীবনের মূল কথা। সব ধরনের বৈষম্য ভুলে সমতার শিক্ষা দিয়েছিলেন যিনি সেই শিখ গুরু নানকের জীবনের গল্প বললেন **তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশ্চরক**

'এক ওঙ্কার'-এর বার্তা ছড়িয়ে ছিলেন মানুষটি। এক ওঙ্কারের অর্থ এক ঈশ্বর, যিনি তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিতে অবস্থান করেন এবং চিরন্তন সত্য ধারণ করেন। এই বার্তার মাধ্যমে তিনি বলতে চেয়েছিলেন ঈশ্বরের প্রতি ধ্যান এবং বিশ্বাস রাখা জরুরি। সমস্ত মানবজাতির একতা যা নিঃস্বার্থ সেবা প্রদান করে এবং সমস্ত প্রাণীর আশীর্বাদ ও সমৃদ্ধির জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার এবং গৃহস্থ জীবন যাপনের সৎ আচরণ ও সরল জীবনের বার্তা দেয়। তাঁর অনুগামীদের বলা হয় শিখ। যা সংস্কৃত শব্দ শিষ্য এবং শিক্ষার মিশ্রণ। পালি ভাষায় যাকে শিখিও বলা যেতে পারে। কে তিনি?

পিতা কল্যাণচাঁদ দাস বেদী ও মা তৃপ্তির পুত্র গুরু নানক। যিনি প্রচার করেছিলেন যে সৃষ্টির প্রতিটি অংশে একমাত্র ঈশ্বর আছেন এবং তিনিই চিরন্তন সত্য। তিনি সাম্য, প্রেম এবং দয়ার উপর ভিত্তি করে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক বার্তা দিয়েছিলেন। জাতিভেদ প্রথা এবং সব ধরনের বৈষম্যের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি সমস্ত মানুষের মধ্যে সমতা এবং ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দিয়েছিলেন।

নানকের জন্মকথা ও শৈশব

গুরু নানক ১৪৬৯ সালের ১৫ এপ্রিল পাকিস্তানের তালওয়ান্দিতে জন্মগ্রহণ করেন। নানকের জন্ম তারিখ নিয়ে কিছু বিতর্ক রয়েছে তবে জানা যায় হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে কার্তিক মাসে জন্ম তাঁর। যা সাধারণত কার্তিক পূর্ণিমা নামে পরিচিত। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী অক্টোবর-নভেম্বর।

গুরু নানকের শৈশবকাল কেটেছে পরিবারের গবাদি পশুপালন ও সুফি ও সাধুদের সঙ্গে আলাপচারিতায়। কুড়ি বছর বয়সে তিনি সুলতানপুরে চলে আসেন এবং সেখানে বেশ কয়েক বছর হিসাবরক্ষকের কাজ করলেও আধ্যাত্মিক অনুশাসনের প্রতি তাঁর মনোযোগ ছিল বেশি। ছোট থেকেই তিনি স্বতন্ত্র ভাবধারার মানুষ ছিলেন। নানকের বয়স যখন পনেরো বছর, তখন তাঁর বাবা একদিন তাঁকে কুড়ি টাকা দিয়ে বাজারে যেতে এবং কিছু জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে বলেন। আর বললেন তা যেন লাভজনক হয়। বাবা নানকের সঙ্গে বাড়ির পরিচারককেও পাঠালেন। নানকের সঙ্গে সেই পরিচারক বালা চুহা কানায় পৌঁছালেন। পথে নানকের ফকিরদের একটি দলের সঙ্গে দেখা হল। তিনি মনে মনে ভাবলেন আমার কাছে যখন এই টাকা রয়েছে তখন আমি এই ফকিরদের খাবার খাইয়ে দিই এটাই আমার কাছে সবথেকে লাভজনক হবে। তিনি তৎক্ষণাৎ খাবার কিনে তাদের বিলাসবহুলভাবে খাওয়ালেন। তারপর তিনি বাড়িতে ফিরে এলেন। পরিচারক নানকের বাবাকে সব খুলে বললে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হলেন।

এরপর তিনি নানককে ভ্রমণের ব্যবসার কথা বললে তাতে নানক একেবারেই রাজি নন। তিনি তাঁর ঈশ্বর এবং সেই সংক্রান্ত বিষয়ে তেই বেশি আগ্রহী।

এরপরেও বাবা তাঁকে বলেন, ''তুমি যদি ব্যবসা পছন্দ না করো তাহলে তুমি কোন পদে চাকরি করো।'' নানকের স্পষ্ট উত্তর— ''আমি ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের একজন দাস। আমি আমার প্রভুর সেবায় সত্যতা এবং পূর্ণ হৃদয়ের সাথে আমার কর্তব্য পালন করব।'' চিন্তিত পিতা এরপর নানকের মনকে জাগতিক বিষয়ের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন তিনি নানককে জমি চাষের কাজ দেখাশোনার জন্য নিযুক্ত করলেন। এতে কোনও লাভ হল না। গবাদি পশুরা প্রতিবেশী খেতে ঢুকে খেত নষ্ট করছিল এবং নানা অভিযোগ আসছিল তখন পিতা নানককে তাঁর অলসতার জন্য তিরস্কার করলেন। নানক উত্তর দিলেন, আমি অলস নই কিন্তু আমার নিজের খেত পাহারা দেওয়ার কাজে ব্যস্ত আছি। বাবা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার খেত কোথায়? নানক উত্তর দিলেন, আমার দেহই হল চাষাবাদ।

(এরপর ১৮ পাতায়)

গুরু নানকের পাঁচটি নীতি

■ বন্দ ছাকো

গুরু নানকের বার্তা ছিল এই যে ঈশ্বর আমাদের যা কিছু দেন তা গরিব দুঃখী অভাবীদের মধ্যে ভাগ করে ভোগ করা উচিত।

■ কিরাত কারো

এর অর্থ হল সত্যিকারের জীবনযাপন করা আমাদের আত্ম সুখের জন্য অন্যদের প্রভাবিত না করা, কঠোর পরিশ্রম করা এবং সৎভাবে উপার্জন করা।

■ নাম জপো

নাম জপ মানে সত্য ঈশ্বরের নাম জপ করা, এটি ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার এবং কাম— এই পাঁচটি মন্দকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ঈশ্বরের নামের ধ্যানের উপরে জোর দেন।

■ সরবত দা ভাল্লা

জাতি-লিঙ্গ এবং ধর্ম নির্বিশেষে অন্যের সুখের জন্য প্রার্থনা করুন প্রত্যেকেরই অন্যের মঙ্গল কামনা করা উচিত।

■ ভয় ছাড়াই সত্য কথা বলুন

সর্বদা নির্ভয়ে সত্য কথা বলার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন। হয় যুদ্ধে আমরা জিতব নয় যুদ্ধে হেরে যাব।

কৌশিক ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস পবিত্র ধর্মগ্রন্থ গুরু গ্রন্থ সাহেবে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে এক ঈশ্বরের নামে ধ্যান এবং বিশ্বাস এটি সমস্ত মানবজাতির একতা যারা নিঃস্বার্থ সেবা প্রদান করে এবং সকল প্রাণীর আশীর্বাদ ও সমৃদ্ধির জন্য সামাজিক ন্যায়বিচারের সন্ধান করে এবং বেহেস্তের জীবন যাপনের সময় সৎ আচরণ ও জীবিকা নির্বাহ করা।

রবিবার

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

2 November, 2025 • Sunday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

মানবতার পূজারি গুরু নানক

(১৭ পাতার পর)

বিনয় হল সেচের জন্য জল। আমি ভগবানের পবিত্র নামের বীজ দিয়ে খেত বপন করেছি।

সন্তুষ্টি হল আমার খেতের ঝাড়। নম্রতা হল তার বেড়া। ভালবাসা এবং ভক্তির সঙ্গে বীজ অঙ্কুরিত হলে একটি ভাল ফসল ফলবে। মন ঘোরাতে চিন্তিত বাবা তাঁকে একবার একটি ছোট দোকানের দায়িত্ব দেন। কিন্তু নানক দোকানের সমস্ত জিনিসপত্র সাধু ও দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দেন।

জনশ্রুতি এই যে, প্রায় ত্রিশ বছর বয়সে নানকের এক রহস্যময় অভিজ্ঞতা হয়েছিল। নদীতে স্নান করার সময় নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। সবার ধারণা হয় যে তিনি ডুবে গেছেন। তাঁর কোনও খোঁজ মিলছিল না এবং এটাই বিশ্বাস করা হয় যে, তার অন্তর্ধানের সময় ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সংযুক্তি ঘটে এবং তিনি অমরত্বের সন্ধান পান, ঈশ্বরের দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্তিও ঘটেছিল। গুরু নানক ছিলেন প্রথম দশজন শিখ গুরুর একজন। শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বাবা নানক নামেও তিনি পরিচিত। প্রতিবছর তাঁর জন্মদিন বিশ্বব্যাপী গুরু নানক গুরুপুরব হিসেবে পালিত হয়। ভারতে এটি গুরু নানক জয়ন্তী হিসেবে পালিত হয়।

নানকের জীবনের রহস্যময় অভিজ্ঞতা

ছোট থেকেই নানকের মধ্যে ছিল প্রবল ঈশ্বরচিন্তা এবং নানান জিজ্ঞাসা।

পরিবারের লোকেরা তাঁর এত আধ্যাত্মিকতার প্রতি আকর্ষণ দেখে অল্প বয়সেই নানকের বিয়ে দিয়ে দেন।

এরপর নানকের সন্তানও হয়, সন্তানের জন্মের পর তাঁর মধ্যে দার্শনিক চিন্তা আরও বাড়তে থাকে। খুশবন্ত সিংয়ের হিস্ট্রি অফ দ্য সিক্স বই অনুসারে তিনি মারদানা নামে একটি মুসলিম কবি দলে যোগ দেন যারা প্রতি রাতে গান গাইত। অতিথিদের খাওয়াদাওয়ার উপর তারা গুরুত্ব দিত। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা আগে নানক নদীতে স্নান করতে যেতেন।

জীবনের ৩০ বছর বয়সে পৌঁছে, একদিন ভোরবেলা নদীতে স্নান করতে গিয়ে এক রহস্যময় অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন গুরু নানক। যদিও তিনি একে তাঁর ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ বলেই বর্ণনা করেছেন।

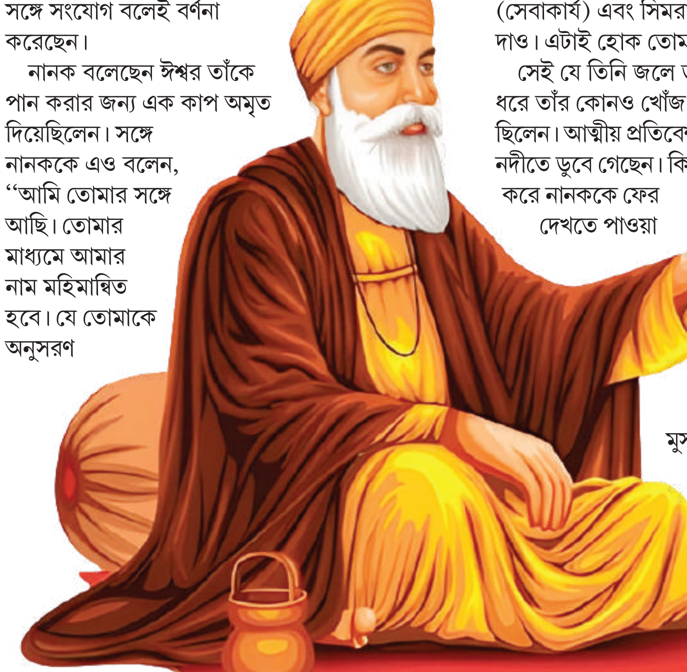

নানক বলেছেন ঈশ্বর তাঁকে পান করার জন্য এক কাপ অমৃত দিয়েছিলেন। সঙ্গে নানককে এও বলেন, ''আমি তোমার সঙ্গে আছি। তোমার মাধ্যমে আমার নাম মহিমান্বিত হবে। যে তোমাকে অনুসরণ করবে আমি তাঁকে রক্ষা করব। পৃথিবীবাসীকে প্রার্থনা করতে শেখাও। জগতের পথ দেখে বিব্রত হবে না। জীবনে দাতব্য (দান) অজু (পরিচ্ছন্নতা), সেবা (সেবাকার্য) এবং সিমরান (প্রার্থনা)-এর উপর জোর দাও। এটাই হোক তোমার জীবনের লক্ষ্য।''

সেই যে তিনি জলে ডুবেছিলেন, তিনদিন তিনরাত ধরে তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। তিনি নিখোঁজ ছিলেন। আত্মীয় প্রতিবেশীরা ভেবেছিলেন যে নানক নদীতে ডুবে গেছেন। কিন্তু চতুর্থ দিনে সবাইকে অবাক করে নানককে ফের দেখতে পাওয়া যায়। নানক এরপরই ফকিরের দলে গিয়ে যোগ দেন। তিনি বারবার বলতে শুরু করেন, ''হিন্দু নেই মুসলমান নেই। সবাই শুধু মানুষ।'' নানক তাঁর বার্তা ছড়িয়ে দিতে হেঁটে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি তাঁর শিক্ষা প্রচারের জন্য শ্রীলঙ্কা, বাগদাদ এবং মধ্য এশিয়া ভ্রমণ করেন। তাঁর শেষ যাত্রা ছিল মক্কা এবং মদিনায়। ইসলামের সবচেয়ে পবিত্র স্থান।

তাঁর এই ভ্রমণকে বলা হত 'উদাসিস'। সম্পূর্ণ খালি পায়ে হেঁটে তাঁর এই পরিভ্রমণ ছিল। নানক হিন্দু সাধু এবং মুসলিম ফকিরের পোশাকের মিশ্রণে তৈরি বিশেষ পোশাক পরতেন। তিনি পণ্ডিত সুফিসাধক এবং অন্যান্য ধর্মীয় ব্যক্তির সঙ্গেও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন।

নানক তাঁর 'এক ঈশ্বর' এই মতবাদ প্রচারের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তিনি মক্কায় এক মসজিদে ছিলেন দীর্ঘ সময়। সেখানে কাবার দিকে পা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এই কাজটিকে ঈশ্বরের প্রতি গুরুতর অসম্মান বলে মনে করেছিলেন প্রার্থনাকারীরা। তাঁরা নানককে প্রশ্ন করেন কেন তিনি এমন কাজ করেছেন? উত্তরের নানক বলেছিলেন, ''তাহলে আমায় এমন একদিকে ঘুরিয়ে দিন যেখানে কোনও ঈশ্বর বা কাবা নেই!'' অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় নানকের এই কথার সঙ্গে সঙ্গে গোটা মসজিদ ঘুরতে শুরু করেছিল। অর্থাৎ নানক বলতে চেয়েছিলেন ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান।

গুরু নানক একবার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ভ্রমণকালে একটি পাহাড়ের পাদদেশে পিপুল গাছের নিচে বসে ছিলেন। পাহাড়ের উপরে বালি ওয়ানধারি নামে একজন মুসলিম সাধু থাকতেন পাহাড়ের উপরে তখন একটি জলের ঝরনা ছিল।

সেই ঝরনার জল গুরু নানক সংগ্রহ করতেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এই অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ওঁর জনপ্রিয়তা দেখে মুসলিম সাধু খুব ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন এবং তিনি ঝরনা থেকে জল তুলতে নিষেধ করেন।

গুরু নানকের শিষ্য মুসলমান সাধুর এই বারণের কথা জানান। গুরু নানক তাঁকে বলেন— ''ভয় পেও না। ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাদের জন্য অতি শীঘ্রই জল পাঠাবেন।'' দেখা গেল অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পাহাড়ের ওপরে যে ঝরনা ছিল তার জল শুকিয়ে গেল।

বরং নানক যেখানে বসে পাহাড়ের নিচে সাধনা করতেন সেখানে একটি ঝরনা দেখা গেল। সেই সাধু অত্যন্ত রেগে নানকের উদ্দেশ্যে একটি বড় পাথর ছুঁড়ে মারলেন। একটুও বিচলিত না হয়ে গুরু নানক তাঁর খোলা হাত দিয়ে পাথরটিকে থামিয়ে দিলেন।

পাথরের ওপর তাঁর হাতের ছাপ এখনও বিদ্যমান। তারপর সেই সাধক গুরু নানকের কাছে এসে তাঁর পায়ে প্রণাম করলেন এবং ক্ষমা চাইলেন।

গুরু নানক হেসে অহংকারী ও হিংসাপরায়ণ মানুষটিকে ক্ষমা করেন। সেই ঝরনার পাশে এখন একটি সুন্দর মন্দির রয়েছে, যার নাম 'পুঞ্জা সাহেব।'

তাঁর ভ্রমণ নিয়ে অনেক রহস্যময় কাহিনি আছে যা প্রমাণ করে যে তিনি কীভাবে মানব চেতনাকে জাগ্রত করেছিলেন যাতে মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে এবং সততার পথ দিয়ে চলতে পারে।

গুরু নানক একবার সৈয়দপুরে যান। তারপর জঙ্গল ও প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে হেঁটে একটি সরাইখানায় পৌঁছান। সেই সরাইখানার মালিক সজ্জন ছিলেন একজন ডাকাত এবং খুনি। তিনি ভ্রমণকারীদের তাঁর সরাইখানায় ডাকতেন। তাদের ঘুমানোর জন্য অপেক্ষা করতেন। এবং তারপর তাদের ডাকাতি করে হত্যা করতেন। নানক যখন তাঁর সরাইখানায় যান গুরুর মুখের উজ্জ্বলতা দেখে ডাকাতটি ভেবেছিলেন তিনি একজন ব্যবসায়ী। এবং এঁকে হত্যা করে তিনি অনেক কিছু পাবেন। নানক ঘুমোতে যাওয়ার সময় প্রতিদিনের মতোই একটি স্তোত্র গেয়েছিলেন। স্তোত্রের তাৎপর্য বুঝতে পেরে সরাইখানার ডাকাত-মালিক ক্ষমাপ্রার্থনা করেন এবং জীবনের মন্দপথ ত্যাগ করে একজন সত্যিকারের ঈশ্বরপ্রেমী হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর সরাইখানাকে ধর্মশালায় রূপান্তরিত করেছিলেন ধর্মীয় উপাসনা স্থান হিসাবে। এটিই ছিল গুরু-শিষ্যের সমাবেশের জন্য প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র।

নানক তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলো কর্তারপুরে কাটিয়েছিলেন। তিনি এবং তাঁর শিষ্যরা একটি নির্দিষ্ট রুটিন মেনে চলতেন। তাঁরা সূর্যোদয়ের আগে উঠতেন, ঠান্ডা জলে স্নান করতেন এবং সকালের প্রার্থনা করার জন্য মন্দিরে হাজির হতেন। অভাবীদের সাহায্য করতেন, খাবার রান্না করতেন, সন্ধেবেলায় স্তবগানের জন্য জমায়েত হতেন। খাবার খেতেন, প্রার্থনা করতেন এবং তারপর বাড়ি ফিরতেন। এই পদ্ধতি সব গুরুদ্বারগুলোই অনুসরণ করা শুরু করে। গুরুনানক ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২২ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হন।

নানকের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত উদার তিনি বর্ণের নিয়ম মেনে চলতেন না। মানুষের কুসংস্কার দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। পবিত্রতা ন্যায়বিচার মঙ্গল এবং ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা প্রচার করেছিলেন।

মানুষের মনের মধ্যে কুটিলতা কলুষতা দূর করতে ঈশ্বরের উপাসনা এবং ধর্ম ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসের মধ্যে প্রকৃত চেতনা সঞ্চার করার জন্য প্রচেষ্টা করেছিলেন। 'বাহে গুরু' হল গুরু নানকের অনুগামীদের জন্য এক পবিত্র মন্ত্র। আরেকটি পবিত্র মন্ত্র হল ঈশ্বর এক এবং অভিন্ন। তাঁর নামই একমাত্র সত্য এবং তিনি স্রষ্টা। তিনি সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত। তিনি ভয়হীন। তিনি শত্রুতামুক্ত। তিনি অমর। তিনি জন্মহীন। তিনি স্বজন্ম এবং স্ব-অস্তিত্বশীল। তিনি অন্ধকার (অজ্ঞানতা) দূরকারি এবং তিনি করুণাময়।

নবজাতকের বেঁচে ওঠার গল্প

আমাদের দেহের সমস্ত দোষ-গুণের অন্যতম কারণ জিন তাই দোষ-মুক্তির উপায় হিসেবে জিনে কাঁচি চালানোর বন্দোবস্ত করেছেন বিজ্ঞানীরা। বলা বাহুল্য তাঁরা সফলও হয়েছেন। এরকমই একটি ঘটনার সুলুকসন্ধানে **প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী**

সম্প্রতি 'নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন' জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে এক যুগান্তকারী ঘোষণা করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান (ফিলাডেলফিয়ার চিলড্রেনস হসপিটাল, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া-বার্কলে এবং পেন মেডিসিন)-এর বিজ্ঞানী, চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞরা একসাথে কাজ করে একটি বিরল জেনেটিক ডিসঅর্ডার নিয়ে জন্মগ্রহণকারী কে. জে. (K. J.) নামের এক নবজাতকের জীবন সফলভাবে বাঁচিয়ে তুলেছেন। এই অবিশ্বাস্য চিকিৎসা সাফল্য অর্জন করতে, ডাক্তাররা বিশ্বের প্রথম ইন ভিভো CRISPR জিন থেরাপি প্রয়োগ করেছেন অর্থাৎ শরীরের ভিতরে থাকা অবস্থায় কোষগুলির জিন সারাইয়ের কাজ করেছেন, যা কিনা এতদিন ইন ভিট্রো পদ্ধতিতে ল্যাবরেটরিতে এসমস্ত কাজ হত তারপর তা শরীরে প্রয়োগ করা হত। চিলড্রেনস হসপিটাল অফ ফিলাডেলফিয়া-র রেবেকা আহরেন্স-নিকলাস, যিনি এই গবেষণার সহ-লেখক, একটি প্রেস বিবৃতিতে বলেছেন, 'জিন এডিটিং-এ বছরের পর বছর ধরে অগ্রগতি এবং গবেষক ও চিকিৎসকদের মধ্যে সহযোগিতাই এই মুহূর্তকে সম্ভব করেছে। যদিও কে. জে. (K. J.) শুধুমাত্র একজন রোগী, আমরা আশা করি তিনি এমন একটি পদ্ধতির সুবিধাভোগীদের মধ্যে প্রথম, যা একজন রোগীর ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।'

নবজাতক কে. জে.

কে. জে.-বেঁচে ওঠার গল্প

কে.জে.-এর জন্মের এক সপ্তাহ পর ডাক্তাররা লক্ষ্য করেন যে তার দেহে অস্বাভাবিকরকম ভাবে কার্বামোইল ফসফেট সিন্থেটেজ ১ (CPS1)-এর ঘাটতি রয়েছে, যা একটি বিরল জিনগত ত্রুটি। এই রোগ প্রতি ১৩ লক্ষ শিশুর মধ্যে মাত্র একজনের দেখা যায়। এই ব্যাধিটি শরীরের অ্যামোনিয়া (প্রোটিন বিপাকের একটি উপজাত)-কে দেহ থেকে নির্গত হতে দেয় না। আসলে এই অ্যামোনিয়া উক্ত উৎসেচক কার্বামোইল ফসফেট সিন্থেটেজ ১-এর সাহায্যে ইউরিয়াতে পরিণত হতে পারে, যা মূত্রের মাধ্যমে দেহের বাইরে বেরিয়ে যায় ও দেহ রোগমুক্ত থাকে। আর যদি তা না হয় তাহলে এই অ্যামোনিয়া রক্তে জমতে থাকে, যার পরিণতি হতে পারে মারাত্মক। এর ফলে মস্তিষ্কের বিকাশ প্রভাবিত হতে পারে এবং যকৃতের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। সাধারণত, এই ধরনের ব্যাধির চিকিৎসা হল যকৃৎ প্রতিস্থাপন, কিন্তু যকৃৎ প্রতিস্থাপনের জন্য রোগীদের চিকিৎসাগতভাবে স্থিতিশীল হতে হয় এবং এই ধরনের একটি বড় অস্ত্রোপচারের ধকল সামলানোর মতো রোগীকে যথেষ্ট বয়সিও হতে হয়। এই সময়ের মধ্যে, অ্যামোনিয়ার মাত্রা বৃদ্ধির কারণে রোগীদের সারা জীবনের জন্য স্নায়বিক ক্ষতির ঝুঁকি থাকে, এমনকী এটি মারাত্মক পর্যায়েও পৌঁছতে পারে। যা সারাজীবন শিশুটিকে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। গবেষকরা জানতেন যে, শিশুটি যকৃৎ প্রতিস্থাপনের জন্য খুবই ছোট, তাই তার জন্য নতুন চিকিৎসার দিশা

খুঁজে বের করাই ছিল ডাক্তারদের কাছে অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

সুতরাং, রোগ নির্ণয়ের পর, আহরেনস-নিকলাস পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন-এডিটিং বিশেষজ্ঞ কিরণ মুসুনুরু-এর সাথে যোগাযোগ করেন। এইসময় কে.জে.-কে হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছিল এবং তার অবস্থা আরও খারাপ হওয়া এড়াতে তাকে প্রোটিন-মুক্ত খাদ্য খাওয়ানো হচ্ছিল। আহরেন্স-নিকলাস এবং মুসুনুরু কে.জে.-র জন্মের পরপরই চিহ্নিত করা তার নির্দিষ্ট CPS-কে লক্ষ্য করেন। ছয়মাসের মধ্যে, তাদের দল কে.জে.-র ত্রুটিপূর্ণ এনজাইম সংশোধন করার জন্য লিভারে চর্বি কণার (lipid nanoparticles) মাধ্যমে জিন সংশোধনের জন্য সরবরাহযোগ্য একটি বেস এডিটিং থেরাপি তৈরি করে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে, কে.জে. এই পরীক্ষামূলক থেরাপির প্রথম ডোজ গ্রহণ করে এবং তারপর থেকে ২০২৫ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসে তাকে ফলো-আপ ডোজ দেওয়া হয়। নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন-এর গবেষণাপত্রে গবেষকরা কে.জে.-র জন্য ব্যবহৃত কাস্টমাইজড CRISPR জিন এডিটিং থেরাপির বর্ণনা দিয়েছেন।

২০২৫ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত, কে.জে. থেরাপির তিনটি ডোজ গ্রহণ করে এবং তার ফলে তার দেহে কোনও গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। চিকিৎসার পর অল্প সময়ের মধ্যেই সে বেশি পরিমাণে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার সহ্য করতে পেরেছে এবং তার কম ওষুধের প্রয়োজন হয়েছে। এ ছাড়াও, সে রাইনোভাইরাসের মতো কিছু সাধারণ শৈশবের অসুস্থতা থেকে সেরে উঠতে সক্ষম হয়েছে তার শরীরে অ্যামোনিয়া জমার কোনও লক্ষণ পাওয়া যায়নি। যদিও ডাক্তারের মতে এই থেরাপির সম্পূর্ণ সুবিধাগুলি মূল্যায়ন করার জন্য দীর্ঘমেয়াদি ফলো-আপ প্রয়োজন। **(এরপর ২০ পাতায়)**

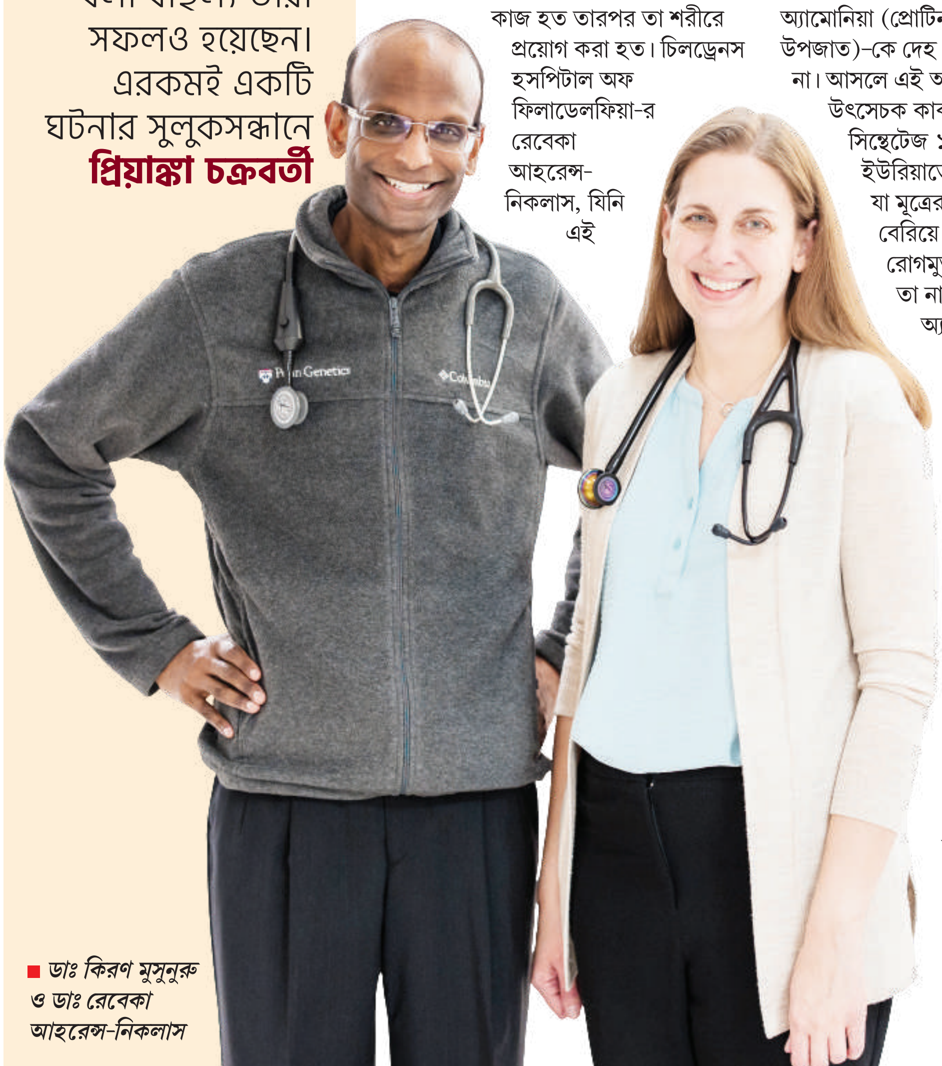

■ *ডাঃ কিরণ মুসুনুরু ও ডাঃ রেবেকা আহরেন্স-নিকলাস*

রবিবার

2 November, 2025 • Sunday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চিকিৎসার পর পরিবারের সঙ্গে কে. জে.। রয়েছেন ডাঃ কিরণ মুসুনুরু ও ডাঃ রেবেকা আহরেন্স-নিকলাস

নবজাতকের বেঁচে ওঠার গল্প

(১৯ পাতার পর)

ক্রিস্পার/ক্যাস-৯ ভিত্তিক জিন এডিটিং মানব জিনোমের রোগ সৃষ্টিকারী জিনগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে সংশোধন করতে পারে। জিন এডিটিং টুলগুলি অবিশ্বাস্যভাবে জটিল এবং সূক্ষ্ম এবং এখনও পর্যন্ত গবেষকরা এগুলিকে এমন সাধারণ রোগগুলির চিকিৎসার জন্য তৈরি করেছেন যা হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ রোগীর জীবনকে প্রভাবিত করে। এর দুটি উদাহরণ হল সিক্ল সেল ডিজিজ এবং বিটা থ্যালাসেমিয়া যেগুলির জন্য বর্তমানে মার্কিন ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (FDA)-এর অনুমোদিত থেরাপি রয়েছে। এখানে বলে রাখা ভাল যে এই জিন এডিটিং দু'ভাবেই হয়ে থাকে-দেহকোষের ক্রোমোজোমে থাকা জিনে কাঁচি চালিয়ে বা জননকোষে থাকা জিনে প্রয়োজন অনুসারে কাঁচি চালিয়ে।

তবে, তুলনামূলকভাবে খুব কম রোগই জিন এডিটিং পদ্ধতির সুবিধা পায়, কারণ এত বেশি রোগ-সৃষ্টিকারী জিনের প্রকার বিদ্যমান যেটিকে সংশোধন করার জন্য জিন এডিটিং টুলগুলিরও বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োজন হয়, যা শুধু খরচা সাপেক্ষই নয় সময় সাপেক্ষও বটে।

কীভাবে কাজ করে এই ক্রিস্পার/ক্যাস-৯?

CRISPR-এর পুরো কথাটি হল ক্লাস্টারড রেগুলারলি ইন্টারস্পেসড সর্ট প্যালিনড্রোমিক রিপিটস। আর এই ক্যাস-৯ হল ক্রিস্পার অ্যাসোসিয়েটেড প্রোটিন যেটি কিনা এই কাঁচির কাজটি করে থাকে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনিফার ডোয়ুডনা এবং বার্লিনের ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইউনিটের সদস্যা ইম্যানুয়েল শারপেনটায়ার ২০২০ সালে এই ক্রিস্পার/ক্যাস-৯ (CRISPR/Cas-9) আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। তাঁরা স্ট্রেপটোকক্কাস পায়োজেনস নামক ব্যাকটিরিয়া থেকে ক্রিস্পার/ক্যাস-৯ (CRISPR/Cas-9)-কে পৃথকীকৃত করেন। এই ক্রিস্পার (CRISPR) আদপে নিজেই একটি ডিএনএ সিকোয়েন্স যেটি কিনা ক্যাস-৯ এর সহায়তায় যেকোনও জীবের জিনোম কাটতে বা ছাঁটতে বা বলা ভাল তাদের ত্রুটি সংশোধনে সমর্থ। এই ক্রিস্পার/ ক্যাস-৯ (CRISPR/Cas-9) পদ্ধতিটি সর্বপ্রথম এশ্চেরেশিয়া কোলাই নামক ব্যাকটিরিয়ার দেহে পরিলক্ষিত হয়। ব্যাকটিরিয়াগুলি সাধারণত ফাজ ভাইরাসের আক্রমণ থেকে বাঁচতে এই পদ্ধতি অবলম্বন করত। আমরা সবাই প্রায় এই ঘটনাটির সাথে পরিচিত যে ফাজ ভাইরাস ব্যাকটিরিয়ার দেহে নিজেদের জেনেটিক বস্তু প্রবেশ করিয়ে ব্যাকটিরিয়ার জেনেটিক বস্তুর ধ্বংসসাধন করে ও নিজেদের প্রতিলিপি গঠন করে। কিন্তু এই আক্রমণের ফলে অনেক সময় ফাজের জিনের কিছু অংশ ব্যাকটিরিয়ার জিনের অংশীভূত হয় আর এই ব্যাকটিরিয়া যদি কোনওমতে বেঁচে যায় তবে এই ব্যাকটিরিয়াটির ওই ফাজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে শত আক্রমণের ফলেও সেই ব্যাকটিরিয়া সেই ফাজ দ্বারা মরে না। এর মূল কারণ হল ব্যাকটিরিয়াটির জিনোম (কোনও জীবের জিনতথ্যের সম্পূর্ণ সেট)-এর প্রকৃতি যেটি আসলে ক্রিস্পার-জাতীয় অর্থাৎ সহজভাবে বলতে গেলে এখানে একই প্রকারের A, T, G, C-এর সজ্জাক্রমের পুনরাবৃত্তি দেখা যায় এবং এদের এই সজ্জাক্রমের প্রকৃতি হয় প্যালিনড্রোমিক (উভয় দিক থেকে দেখলে একই সজ্জাক্রম দেখা যায়)। আর এর মাঝে মাঝে কতকগুলি স্পেসার থাকে যা কিনা ওই ফাজের জিন বহন করে বা বলা ভাল যতগুলি ফাজ ওই ব্যাকটিরিয়াকে আক্রমণ করেছে তাদের প্রত্যেকের জিন তথ্যই এই স্পেসাররূপে ব্যাকটিরিয়ার জিনোমে থাকে যা স্মৃতির কাজ করে। শুধু তাইই নয় ব্যাকটিরিয়ার জিনোমে ক্যাস-৯ জিনও উপস্থিত থাকে যারা ক্যাস-৯ উৎসেচক তৈরি করে। তাই দ্বিতীয়বার কোনও ফাজ আক্রমণকালে যখন তাদের জেনেটিক বস্তুটি ব্যাকটিরিয়ার দেহে প্রবেশ করায় তখন ব্যাকটিরিয়ার দেহে থাকা এই ক্রিস্পার-এর স্পেসারের সাথে যদি প্রবিষ্ট জিনের মিল পাওয়া যায়, তাহলে এই ক্রিস্পার (CRISPR) ওই নির্দিষ্ট সিকোয়েন্সের একটি আরএনএ (RNA) কপি (crRNA বা CRISPR RNA) তৈরি করে এবং তার সঙ্গে ক্যাস-৯ উৎসেচক যুক্ত করে একটি কমপ্লেক্স গঠন করে। যার মধ্যে crRNAব্যাকটিরিয়া কোষে অনুপ্রবিষ্ট জিনকে চিনতে ও ক্যাস-৯ উৎসেচক সেই অংশটিকে চিনে কেটে দিতে সাহায্য করে। ফলে ওই জিনের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায় ও ব্যাকটিরিয়াটিও ফাজের প্রকোপ থেকে রক্ষা পায়। আবার এই অনুপ্রবিষ্ট জিন যদি নতুন হয় তাহলেও আরেক শ্রেণির ক্যাস প্রোটিন সেই জিনকে কেটে ক্রিস্পার (CRISPR)-এ সংযোজিত করে। এইভাবে আক্রমণকারী বিভিন্ন ফাজের প্রায় সমস্ত তথ্য ব্যাকটিরিয়াটির ক্রিস্পার-এর মধ্যে থেকে যায়। ফাজ ভাইরাসের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা ব্যাকটিরিয়ার এরূপ প্রতিরোধ ক্ষমতা পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীদের মাথায় এরকম একপ্রকারের কাঁচির ধারণা দেয় যা দিয়ে কিনা কাঙ্ক্ষিত জিন কাটা যায়।

আগের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে আমাদের দেহের যাবতীয় গঠনের পিছনে আছে নির্দিষ্ট জিন। তা সে ভালই হোক বা খারাপ অর্থাৎ কোনও রোগের জন্যও দায়ী সেই জিনই (বিশেষত জিনগত রোগ)। তাহলে আমরা যদি এই অসুস্থ জিনগুলিকে সারিতে তুলতে চাই তবে আমাদেরকে জিনের ওই সিকোয়েন্সগুলিকে বাদ দিতে হবে যারা কিনা ওই নির্দিষ্ট রোগের জন্য দায়ী। তার জন্য আমরা এই ব্যাকটিরিয়ার পদ্ধতিই অবলম্বন করব। প্রথমত ক্রিস্পার-এর মধ্যে ওই অসুস্থ ডিএনএ (DNA) সিকোয়েন্স-এর সংযোজন করাতে হবে যাতে এর থেকে সৃষ্ট সিআর আরএনএ কোষে গিয়ে সেই অসুস্থ ডিএনএ সিকোয়েন্সকে চিনতে পারে। আর দ্বিতীয়ত, ক্যাস উৎসেচক দিয়ে সেই নির্দিষ্ট সিকোয়েন্সকে কেটে বাদ দিতে হবে। এর ফলে জিনের ওই অংশে থাকা তথ্য মুছে যাবে এবং ওই জিনটি তার কার্যক্ষমতা হারাবে। ফলে সেটি আর কোনও অসুস্থ প্রোটিন তৈরি করতে পারবে না। এখানে একটি কথা বলে রাখা জরুরি সেটি হল ক্রিস্পার/ক্যাস-৯ পদ্ধতিতে সিআর আরএনএ-এর সাথে একটি ট্রেসার আরএনএ (tracr RNA) থাকে যা কিনা এই সিআর আরএনএ-কে ধারণ করতে সহায়তা করে আর এই সিআর আরএনএ ও ট্রেসার আরএনএ উভয় মিলেই তৈরি করে গাইড আরএনএ (gRNA) বা জিআরএনএ। এই গাইড আরএনএ, ক্যাস-৯ কে সঠিক সিকোয়েন্স চিনতে ও তাকে সঠিক জায়গায় কাটতে সহায়তা করে বলেই এরূপ নাম হয়েছে। জিনের এরূপ কাটাকুটির পর হোমোলোগাস রিকম্বিনেশন পদ্ধতি বা ননহোমোলোগাস অ্যান্ড জয়েনিং পদ্ধতিতে এই কাটা অংশগুলি জুড়ে যায়। তাই বলা হয় যে-কোনও ধরনের জেনেটিক ত্রুটি (যেমন— সিস্টিক ফাইব্রোসিস, ক্যানসার, মাস্কুলার ডেসট্রফি প্রভৃতি) সারাতে নিখুঁতভাবে জিন কাটতে, এমনকী নতুন ও সুস্থ DNA সিকোয়েন্সকে জিনোমে প্রতিস্থাপন করতেও নাকি এটির জুড়ি মেলা ভার। বর্তমানে এটির ওপর ভর করেই বিজ্ঞানীরা উন্নত প্রজাতির পতঙ্গ প্রতিরোধী খাদ্য-শস্যের পাশাপাশি উন্নত জিনসম্পন্ন মানবভ্রূণ সৃষ্টি করার কথাও ভাবছে। আর শুধু ভাবছেনই না তার সফল প্রয়োগও করে ফেলেছেন, যার গল্প আমরা ইতিমধ্যেই প্রবন্ধের শুরুতেই শুনে ফেলেছি।

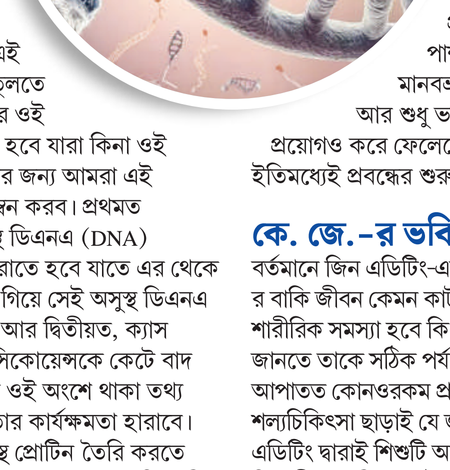

কে. জে.-র ভবিষ্যৎ

বর্তমানে জিন এডিটিং-এর প্রয়োগ সম্ভব হলেও কে. জে.-র বাকি জীবন কেমন কাটবে বা ভবিষ্যতে আর কোনও শারীরিক সমস্যা হবে কি না, এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর জানতে তাকে সঠিক পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। তবে আপাতত কোনওরকম প্রতিস্থাপন আর জটিল শল্যচিকিৎসা ছাড়াই যে জটিলতম রোগ থেকে শুধু জিন এডিটিং দ্বারাই শিশুটি আপাতভাবে সুস্থ হয়েছে, বিজ্ঞানীরা সেটি ভেবেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছেন এবং আশা করছেন ভবিষ্যতেও এরকম আরও আরও জটিল রোগ থেকে মুক্তির উপায় বাতলাবে এই জিন এডিটিং-ই।